ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 October, 2023 ■ আগরতলা ৬ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ১৮ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কল্যাণপুরে ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে অত্যাধুনিক ওটির উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ অক্টোবর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে প্রান্তিক জনপদের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। প্রধানমন্ত্রীর স্বপকে বাস্তবায়িত করতেই রাজ্য সরকার গ্রামীণ এলাকায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পসারণে অগ্রাধিকার দিয়েছে। গ্রামীণ এলাকাগুলিতে গড়ে তোলা হচ্ছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো। আজ কল্যাণপুর কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিটের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। খোয়াই জেলা সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারেরও উদ্বোধন করেন। কল্যাণপুর কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২২ লক্ষ ১৭ হাজার ২৯৫ টাকা। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নবনির্মিত অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা। এই দুটি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উদ্বোধন উপলক্ষে কল্যাণপুর ও তেলিয়ামুড়ায় দুটি পৃথক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান দুটিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, কল্যাণপুরেই রাজ্যের প্রথম ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট চালু করা হলো। রাজ্যের ৫৮টি ব্লকের মধ্যে আরও ১৮টি ব্লকে এই ধরনের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ব্লকগুলিতেও পরবর্তী সময়ে ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট গড়ে তোলা হবে।

কল্যাণপুরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, গ্রামীণ এলাকার মানুষের কাছে সহজে চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দিতে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিট স্থাপনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে প্রান্তিক জনপদের মানুষের কাছে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবা শক্তিশালী হলে মহকুমা ও স্টেট হাসপাতালগুলিতে রোগীদের চাপ অনেকটা কমানো যাবে। এতে জনসাধারণও উপক'ত হবেন। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে অপারেশন থিয়েটারের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই অপারেশন থিয়েটার চালু হওয়ায় মহকুমাবাসী উপক'ত হবেন। এরফলে মহকুমাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হলো। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা হচ্ছে সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। সুস্বাস্থ্য ছাড়া রাজ্যের সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিধানসভার সরকারি মুখ্যসচেতক বিধায়ক কল্যাণী রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, খোয়াই জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি হরিশংকর পাল, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সুপ্রিয় মল্লিক, পরিবার কল্যাণ ও রোগ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতির অভিযোগ এনে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা ঝুলাল মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। দক্ষিণ ত্রিপুরায় কিছুদিন আগে সরব হয়েছিল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে। তার প্রভাব এখন উত্তর জেলাতেও পড়তে শুরু করেছে। বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের দক্ষিণ গঙ্গানগর পাঁচ নং ওয়ার্ডের যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি রয়েছে তাতে গত সোমবার তালা ঝুলাল জায়গার মালিক গিরিধারী শর্মা। গতকাল বুধবার সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে পুলিশ দিয়ে তালা খুলে দেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে গিরিধারী শর্মা জানিয়েছেন, ১২ বছর হয়েছে তিনি এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য জায়গা দিয়েছিলেন।তাঁর ব্যক্তিগত বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছিলেন, এমনকি নিজের জলের উৎস থেকে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জলের সংযোগ দিয়েছিলেন। বিনিময়ে একটাই দাবি ছিল তাঁর ছেলের স্ত্রী মাম্পি শর্মাকে সহায়িকার চাকরি দেওয়া হবে। যখন গিয়েছিলেন তখন বাম আমলে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কোন পোস্ট খালি ছিল না, তাই তিনি মেনে নিয়েছিলেন যখন পোস্ট খালি হবে তখন তাঁর ছেলের স্ত্রী মাম্পি শর্মাকে একটি চাকরি দেওয়া হবে।

বাম আমল অতিক্রান্ত হয়ে রাম জামানা এল। এখন পোস্ট খালি রয়েছে কিন্তু তাঁর ছেলের স্ত্রীকে চাকুরী দেওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এমনকি বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নিয়ে এই প্রবীণ নাগরিক জানতে পারেন তাঁর ছেলের স্ত্রীকে চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর বা তার উদ্ধাতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়নি। তা নিয়ে গিরিধারী শর্মা পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে একের পর এক আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন তার ছেলের স্ত্রীর একটা চাকরির জন্য। কিন্তু কোন স্তর থেকে কোন ধরনের সঠিক উত্তর না পাওয়ায় অবশেষে নিরাশ হয়ে গত সোমবার এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তারা ঝুলালেন জায়গার মালিক গিরিধারী শর্মা স্বয়ং। সোমবার সকালে ছাত্র-ছাত্রীরা এসে ঘুরে চলে যায়। মঙ্গলবারও যথারীতি বন্ধ ছিল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি।

কিন্তু বুধবার সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে পুলিশ দিয়ে তালা খুলে দেওয়া হয়। বলা হয় এখন এই কেন্দ্রটি সরকারি সম্পত্তি তাই যখন তখন জায়গার মালিক ও তালা ঝুলাতে পারবে না। বৃহস্পতিবার সকালে এলাকায় জানিয়ে দেওয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ছুটে আসলেও শিক্ষাদানের জন্য কোন সরকারি স্টাফ না আসায় নিরাশ হয়ে ছাত্রছাত্রীরা ঘুরে যায় যার বাড়িতে চলে যায়।

বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের জবলপুরে একাধিক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সাহিত্যে নোবেল পেলেন লেখক জন ফোসসে

জেনেভা, ৫ অক্টোবর (হি. স.) : ঘোষিত হল ২০২৩ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। এবছর সাহিত্যে নোবেল পেলেন সাহিত্যিক এবং নাট্যকার জন ফোস। তিনি নরওয়ের বাসিন্দা। সুইডেনের নোবেল অ্যাকাডেমি এই পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তারা জানিয়েছে, না বলা কথাকে কণ্ঠ দিয়েছে তাঁর নাটক এবং অননুকরণীয় গদ্য।

নরওয়ের ভূমিপুত্র জন ফোসে দীর্ঘকাল ধরে নাটক, গদ্য, ছোটগল্প, ছোটদের জন্য রচনা করে আসছেন। ফোসের সাহিত্যকর্মের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'মেলানকলি', 'বোটহাউস'। সবকটিই নয়ের দশকে রচিত। তবে তাঁর নাটকের খ্যাতি গোটা বিশ্বজোড়া। অন্তত ৪০ টি নাটক অত্যন্ত জনপ্রিয়। নরওয়ে ভাষায় একাধিক অনুবাদের কাজও করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সুইডেনের অনুষ্ঠান মঞ্চে নোবেল কমিটি এই ঘোষণা করেন পুরস্কারদাতারা। বলা হচ্ছে, যাঁরা কথা বলতে পারেন না, তাঁদের মুখের ভাষা জুগিয়েছে জন ফোসের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গঠিত হল মথার কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি

মুখ্যমন্ত্রীর পর মহাকরণে মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করলেন প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তিপ্রা মথা। জনজাতি অংশের মানুষের মনোবল চাঙ্গা করতেই এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে ধারনা। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ সংগঠনকে শক্তিশালী করতে নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন ইতিমধ্যেই। জনজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার আদায়ের প্রশ্নে আবারো কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয়ে বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। শীঘ্রই প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন দিল্লি যাচ্ছেন। দিল্লি যাত্রার আগে তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে ত্রিপুরা সুশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার জনগণের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার দাবী জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার তিনি মহাকরণে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। গতকাল অর্থাৎ বুধবার রাতেই প্রদ্যুৎ কিশোর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও এসব বিষয় নিয়ে সাক্ষাত করেছেন। সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জনজাতিদের দাবি নিয়ে যথেষ্ট ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছেন।

এদিকে, আগামী ১৪ অক্টোবর এডিসির সদর দপ্তর খুমূলুঙ-এ জনসভার ডাক দিয়েছেন তিপ্রা মথার প্রাক্তন সুপ্রিম প্রদ্যুৎ কিশোর দের্ববমন। আজ মহাকরণে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সাথে বৈঠক শেষে একথা জানালেন তিপ্রা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো। এদিন তিনি বলেন, এডিসি এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিভিন্ন ফান্ড নিয়ে আজ বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রদ্যুৎ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনে থানায় মামলা জনজাতি রমনীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ অক্টোবর।। এক উপজাতি পরিবারের ঘরে ঢুকে শ্লীলতা হানির চেষ্টা করে মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়কের দুই ছেলা। অভিযুক্ত দুই জনের নাম শেখর দাশগুপ্ত এবং নারায়ন দাস ওরফে বচু। এলাকার বখাটে যুবক হিসেবে পরিচিত এই দুই যুবকের চরিত্র এতোটা নিচে নামবে কেউ ভাবতে পারেনি। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ স্থানীয় উপজাতি পরিবারের দুই যুবতী মেয়ের সাথে শেখর এবং নারায়ন জোর জবরদস্তি করতে গেলে বাঁধ সাধেন ওই যুবতীর মা। এমন সময় তাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করলে যুবতির মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করেন শেখর দাশগুপ্ত এবং নারায়ন দাস। একটা সময়ে ওই দুই যুবতী ঘরের এক কোণে লুকিয়ে পড়েন। এর পর হইচই শুরু করলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় শেখর এবং নারায়ন। ঘটনা মহারানী গাংফিরা এলাকায়। অভিযুক্ত দুই যুবকের বাড়ি উদয়পুরের মহারানীতে। পরবর্তীতে ঘটনা ধামাচাপা দিতে বেশ কয়েকজন নিয়ে রাত একটা নাগাদ তাদের বাড়িতে হাজির হয় দুর্গা পূজার চাঁদার বাহানায়।

সংবাদ সূত্রে জানা যায় দুই মেয়ে সহ নতুন বাড়ি করে বসবাস শুরু করেছেন অঞ্জলি রানী জমাতিয়া নামে এক মহিলা। গত কয়েকদিন ধরে দুই মেয়ে এবং এক মেয়ের জামাইসহ নতুন বাড়িতে বসবাস করছিলেন। অঞ্জলি দেবীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার পেল দুই পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। মোহনপুর ব্লকের ২টি পঞ্চায়েত তাঁদের কাজের জন্য পুরস্কৃত হল। এরমধ্যে মোহিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ২ টি বিভাগে পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। সমস্ত আধিকারিক জনপ্রতিনিধি একযোগে কাজ করার ফলেই এই সাফল্য এসেছে। দাবি মোহনপুর ব্লকের বিডিও নারায়ণ চন্দ্র মজুমদারের। রাষ্ট্রীয় পঞ্চায়েত পুরস্কার- ২০২৩ শ্রেণীতে ৯ টি বিভাগে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের চাঁদার জুলুম কৈলাসহরে পথ অবরোধ যান চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ অক্টোবর।। দুর্গাপূজার চাঁদার জুলুমবাজি নিয়ে কৈলাশহর পদ্মেরপাড় এলাকায় বৃহস্পতিবার পথ অবরোধ করেছে গাড়ি চালকরা। কমলপুর এবং উত্তর জেলার কদমতলা এলাকায় দুর্গাপূজার চাঁদা নিয়ে গাড়ির চালকদের সাথে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি এক ব্যক্তির একটি গাড়িও ভেঙ্গে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। প্রত্যেক গাড়ির চালকের কাছে পাঁচ হাজার টাকা করে চাঁদা দিতে হবে বলেও কদমতলা এবং কমলপুর এলাকায় একাধিক ক্লাবের সদস্যরা দাবি করে বলে অভিযোগ। তাই সুবিচারের দাবিতে সকল গাড়ির চালকরা একত্রিত হয়ে বৃহস্পতিবার সকালে কৈলাশহর পদ্মেরপাড় এলাকায় পথ অবরোধ করে। গাড়ির চালকরা এই পথ অবরোধ করার ফলে রাস্তার দুপাশে আটকে পড়ে বহু যানবাহন থেকে শুরু করে পথচারীরা। যার ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কৈলাসহর থানার বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ঊনকোটি জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অরুণ সাহা। উনারা এসে দীর্ঘ সময় গাড়ির চালকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন এবং বলেন এই বিষয়টি উনারা গুরুত্ব সহকারে দেখবেন। এরপর উনাদের আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে পথ অবরোধ মুক্ত করে নেয় গাড়ির চালকরা। যদিও সমস্যার সমাধান না হলে আরো বৃহৎ আন্দোলনে নামার হুশিয়ারি দিয়েছেন এদিন যানচালকরা।

বাজাজ ফাইনান্সের বিরুদ্ধে প্রতারনার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। এবারে প্রতারণার অভিযোগ উঠল শংকর চৌমুহনীর বাজাজ ফাইনান্স অফিসের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারী দেবব্রত দাস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানায় এফ আই আর করেছেন তিনি। ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, দেবব্রত দাস ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার জন্য আবেদন করেন। তখন উনি জানতে পারেন বাজাজ ফাইন্যান্সে উনার নামে নাকি আগে লোন নেওয়া আছে। তবে উনার বক্তব্য এমন কোনো লোন তিনি নেননি। তবে কিভাবে তার নামে লোন নেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারপর উনি বাজাজ ফাইন্যান্সে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেটের টানে ৯২ বছরেও মায়ের মূর্তি গড়ছে মৃৎ শিল্পী নেপাল পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৫ অক্টোবর।। শরতের ভোরে আগমনী ধানের শীর্ষে কচি ডগায় শিশির বিন্দু গুলো যেন এক একটি মুক্তো। শিউলি ফুল কুড়ানোর জন্য সাজী হাতে নিয়ে,কচিকাচাদের কলরব, শরতের বাতাসে দোলা দিচ্ছে কাশফুল , আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘের ভেলা। প্রকৃতি যেন জানান দিচ্ছে নবরুপে, সেজে উঠছে আগমনী মা, শুরু হয়েছে আনন্দের ঘনঘটা। আর মাত্র দুর্গাপূজার ১৭ দিন বাকি রইল। বাঙ্গালীদের১৩ পার্বণের মধ্যে অন্যতম পার্বন হচ্ছে সর্বজনীন শারদীয়ার দুর্গোৎসব। বক্সনগর এলাকার মৃৎশিল্পীরা ব্যস্ত প্রতিমা তৈরিতে। রাত দিন একাকার করে কাঁচা মাটির ডেলা দিয়ে, কুমোর বাড়িতে, পাল বাড়িতে, আচার্য বাড়িতে, তৈরি হচ্ছে দুর্গামূর্তি। নানান রঙেরমূর্তি বানান, রং,পাট, খের সুতলি , বাঁশ কাঠ, আসবাবপত্র দিয়ে নিপুন হাতের কারিগরি সহায়তা সুদক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে।

বক্সনগর এলাকার মধ্যে বহু পুরানো ঐতিহ্যবাহী কারিগর হিসেবে সর্বপ্রথম মানিক্যনগর নিবাসী নেপাল পাল। উনার জন্মস্থান পূর্ব পাকিস্তানের ভোলাচং গ্রামে, বর্তমানে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপজেলার ইউনিয়নভুক্ত নবী নগর থানা এলাকায় থেকে ভারতে আসেন। নেপাল পাল বলেন উনি সাত বছর বয়স থেকে মূর্তি বানানোর কাজেহাত লাগান। এই কাজটি ছিল বাপ-দাদার মাটির কাজ। তিনি মনোনিবেশ করেন সেই কাজে, সংসার করেন,ছেলে মেয়ে নাতি-পুতি মিলে ১০ জনের সংসার। বছরে ছয় মাস মূর্তির কাজ করা সংসার চালান, কৃষি কাজ ছয় মাস, করে সংসার চালান। বর্তমান বাজারে মূর্তিরসাতস সরঞ্জাম খুবই চরা দাম। এখন আর আগের মতো পোষায় না তারপরও এই বছর আটটি মূর্তি বায়না নিয়েছেন। ৯২ বছর চলছে কাজ করতে খুবই কষ্ট তবু করছে।

বক্সনগর এলাকার মধ্যে আর একজন নবীন মৃৎশিল্পী উত্থাপন ঘটে, তিনি হলেন উত্তর কলম চৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগান বাড়ি এলাকার অতীন্দ্র সরকার, কোন কারিগর থেকে শেখা মৃৎ শিল্পীর কাজ করেননি,নিজের অভিজ্ঞতা দক্ষতা আইডিয়াকে কাজে লাগিয়ে ১২ বছর ধরে শিল্পীর কাজে নিয়োজিত। বছরে ছয় মাস সংসার চালান মূর্তি তৈরির মাধ্যমে। অন্যান্য কাজ করে বাদবাকি ৬ মাস সংসার প্রতিপালন করেন। মাত্র ৪২ বছর সংসারের স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে৫ জনের সংসার। ছেলে মেয়ের পড়াশোনা এবং অন্যান্য খরচপাতি চলে মূর্তি কাজের মাধ্যমে। খুব কষ্টে চলে পরিবারটি হতদরিদ্র পরিবার, তারপরেও মনোনিবেশ করেন মূর্তি তৈরি তে। এই বছর আটটি প্রতিমা তৈরীর কাজের বায়না এসেছে , পুঁজির অভাবে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি করতে পারছে না। ইনি সরকারের নিকট মৃত শিল্পীদের লোন দেবার জন্য আবেদন করেন। এই বছর বাইনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছিনতাই

তল্লাসিতে নেমে আটক নেশা কারবারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। টাকা ছিনতাইয়ের আসল রহস্য বের করল পুলিশ। ৪ অক্টোবর রাধানগরের ভিআইপি রোড সংলগ্ন এলাকায় দিন দুপুরে এটিএম থেকে টাকা তুলে যাওয়ার পথে টাকা ছিনতাই হয়েছে বলে অভিযোগ করেছিল সংবাদমাধ্যমের সামনে। পুলিশ ঘটনায় তদন্ত নেমে আসল রহস্য বের করল। এখন পুলিশের গারদে অভিযুক্ত সহ তার দুই বন্ধু। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে যারা গেছে নেশা কারবারকে কেন্দ্র করে তিন নেশা কারবারিদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এর জের ধরেই টাকা ছিনতাই এর গল্প সাজানো হয়। রাজধানীর আগরতলা শহর এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে টাকা ছিনতাই এর ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ যথারীতি তদন্তে নামে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ৫ ◻ ৬ অক্টোবর ২০২৩ ইং ◻ ১৮ আশ্বিন ◻ শুক্রবার ◻ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্মান ও গুরুত্ব বাড়িয়াছে ভারতের

বিশ্ব রাজনীতিতে সম্মান ও গুরুত্ব বাড়িয়াছে ভারতের। এর কৃতিত্ব দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। এমনটাই দাবি করিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, এখন ভারত প্রয়োজন পড়িলে সীমান্ত পেরিয়ে জবাব দিতে পারে। সার্জিকাল স্ট্রাইকের সিদ্ধান্ত নিতে মোদিজি মাত্র ১০ মিনিট সময় নিয়াছিলেন। রাজনাথ বলেন, সেই সময় বেশদূরে নাই যখন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষই ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দাবি তুলিবেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দাবি, 'এখন ভারত কোনও কথা বলিলে বিশ্বের অন্যান্য দেশ মনোযোগ সহকারে শোনে। আগে এমনটা ছিল না।' নরেন্দ্র মোদির আমলে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদেশের গুরুত্ব যে বাড়িয়াছে, তাহা বোঝাইবার চেষ্টা করেন তিনি। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই প্রচেষ্টা গোটা দেশকেই সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আগামী দিনেও এই ধারা অব্যাহত রাখিবার জন্য ভারত সদা সচেষ্ট থাকিবে বলিয়া ভারতবাসী বিশ্বাসী। সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রশ্নে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে যোগ্য জবাব দিয়াছে ভারত। এইবার তাঁহার মন্তব্যের পালটা দিলেন রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাফ বক্তব্য, ভারতই বিশ্বের একমাত্র দেশ যাহারা মনে করে সব মানুষ আসলে একই পরিবারের সদস্য। প্রসঙ্গত, রবিবারই ওবামাকে তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ'প্রতিরক্ষা বিভাগের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জম্মু যান রাজনাথ। সেখানেই বক্তব্য রাখিবার সময়ে ওবামার মন্তব্যের প্রসঙ্গে তুলিয়া ধরেন। বক্তৃতা দিতে গিয়া তিনি বলেন, "ওবামাজির মনে রাখা উচিত, বিশ্বে সমস্ত মানুষকে ভারত একই পরিবারের সদস্য বলে মনে করে। বরং নিজের কার্যকালে কতগুলো মুসলিম দেশের উপর হামলা চালাইয়াছেন, সেটা নিয়া ভাবা উচিত ওবামার।ওবামার আমলে আফগানিস্তানে মার্কিন ড্রোন স্ট্রাইকে নিরীহদের মৃত্যু একাধিক অভিযোগ রহিয়াছে। সিরিয়া, লিবিয়াতে ও মার্কিন ফৌজের বিরুদ্ধে উঠিয়াছে মানবাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ।'ওবামার মন্তব্য নিয়ে তোপ দাগিয়াছিলেন নির্মলা সীতারমণও। তিনি বলেন, "ওবামার মন্তব্যে আমি স্তম্ভিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন আমেরিকায় ভারতের হইয়া কথা বলছিলেন, সেই সময় ভারতে মুসলিমদের নিয়া মুখ খুলিয়াছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার সঙ্গে আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখিতে চাই। কিন্তু সেখানেও এমন একজনের থেকে আমাদের কথা শুনিতে হইবে, যাঁহার আমলে ছ'টি মুসলিম প্রধান দেশে ২৬ হাজারেরও বেশি বোমা ফেলা হইয়াছিল। তাঁহার অভিযোগ তাহা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য?প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফরের সময়েই ওবামা বলিয়াছিলেন, "এখন যদি মোদির সঙ্গে কথা হয়, তাহা হইলে ভারতের সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করিবই। সরকার যদি তাঁহাদের অধিকার রক্ষা না করে তাহা হইলে যেকোনোও সময়ে ভারতে ভাঙন ধরিতে পারে। দেশের মধ্যে এইরকম বিভেদ হইলে তাহার ফল কী হইতে পারে তাহা সকলেই আন্দাজ করিতে পারেন। অদূর ভবিষ্যতে আমরা এমন এক ভারতবর্ষকে দেখতে চাই যে ভারতবর্ষ আরো উচ্ছাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

জাপান কেঁপে উঠল জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে, সুনামি সতর্কতা প্রত্যাহার

টোকিও, ৫ অক্টোবর (হি.স.): জাপান কেঁপে উঠল শক্তিশালী তীব্রতার ভূমিকম্পে। বৃহস্পতিবার জাপানে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় নিকটবর্তী অঞ্চলে ৬.৬ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের পরই সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছিল, কিন্তু দুই ঘন্টা পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৬।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে একাধিক ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সবচেয়ে শক্তিশালী তীব্রতা ছিল ৬.১, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল) গভীরতায় ছিল উপকেন্দ্র। রাজধানী টোকিতে কম্পন টের পাওয়া যায়নি। হাচিজো দ্বীপের ইয়ানেতে প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার (১ ফুট) উচ্চতার ছোট সুনামি দেখা গিয়েছে।

বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ প্রিয়াঙ্কার, মধ্যপ্রদেশ থেকে উৎখাতের ডাক কংগ্রেস নেত্রীর

ধার, ৫ অক্টোবর (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। মধ্যপ্রদেশ থেকে বিজেপিকে উৎখাতের ডাক দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় এক জনসভা থেকে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, 'এই ভূমি অনেক মহাপুরুষের ভূমি। আমরা তাঁদের মহাপুরুষ বলি, কারণ তাঁরা সারা জীবন জনসাধারণের জন্য লড়াই করেছেন এবং কখনও মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ করেননি।' মধ্যপ্রদেশ সরকারের সমালোচনা করে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, 'এখানে ব্যাপম কেলেঙ্কারি ঘটেছে। একটিও তদন্ত পরিচালিত হয়েছিল কী? তাঁদের (বিজেপি) বিরুদ্ধে লিখলে সঙ্গে সঙ্গে ইডি পৌঁছে যায়। আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে, কেন ইডি এখনও এখানে আসেনি? যখন মা নর্মদার সঙ্গে এবং সপ্তর্ষিদের মূর্তির সঙ্গে (মহাকাল করিডোরে) দুর্নীতি হতে পারে, তাহলে বলুন কেউ কি ঈশ্বরের সঙ্গে দুর্নীতি করে? এখন কি তাদের (বিজেপি) পরিবর্তন করার সময় নয়?'

প্রিয়াঙ্কা এদিন আরও বলেছেন, 'আমরা নিজেদের দেশের জন্য গর্বিত, কারণ আমাদের দেশ এমন একটি দেশ ছিল যে দেশের গণতন্ত্রকে প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে মনে করা হত... যারা সংবিধান রচনা করেছিলেন তাঁরা এই দেশের জন্য নিজেদের জীবন দিয়েছেন ... আমরা আমাদের দেশের জন্য গর্বিত, সংবিধানে লেখা রয়েছে, সকলের সমান অধিকার পাওয়া উচিত...কংগ্রেস সরকার পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দিয়ে এই অধিকারকে শক্তিশালী করেছে।' ইডি ও সিবিআই-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রিয়াঙ্কা আরও বলেছেন, 'ইডি এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি সর্বত্র যায়, কিন্তু কেন মধ্যপ্রদেশে আধিকারিক এবং নেতাদের বাড়িতে যাননি যেখানে এত কেলেঙ্কারি হয়েছে।'

নান্দেদ হাসপাতালে মৃত্যু মামলায় এফআইআর দায়ের, শিন্ডে সরকারকে তোপ সুপ্রিয়ার

মুম্বই, ৫ অক্টোবর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নান্দেদ জেলায় ডাঃ শঙ্কররাও চাভান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীদের মৃত্যু মামলায় প্রসূতি বিভাগের ডিন এবং চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৪ ও ৩৪ নম্বর ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগেই এই হাসপাতালে ৪৮ ঘন্টার বাবধানে ৩১ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছিল, এর মধ্যে অনেকগুলি শিশুও ছিল। এদিকে, নিজের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার হাসপাতালের ডিন ডাঃ শ্যামারাও ওয়াকোদে-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমিও গণমাধ্যমে দেখেছি, এ ধরনের মামলা হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে কোনও অফিসিয়াল কাগজপত্র নেই।'

এদিকে, বৃহস্পতিবারই এনসিপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে নন্দেদের মৃত্যু মামলায় নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁদের সমস্ত ধরনের আশ্বাস দেন তিনি। সুপ্রিয়া এদিন বলেছেন, 'মহারাষ্ট্র সরকারের কাছে ইডি অথবা সিবিআই ব্যবহার করে, দল ভাঙার জন্য টাকা আছে। কিন্তু সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যের জন্য টাকা নেই।

যন্ত্র হারিয়ে দিল বুদ্ধিমান মানুষকেও

কথাটা ঠিকই বলেছিলেন জার্মান সাহিত্যিক জোহান হোল্ফগাং ফন গ্যয়টে। দাবা খেলা সত্যিই বুদ্ধির কষ্টিপাথর। কার বুদ্ধি কতটা, সেটা দাবায় বসলেই বোঝা যায়। কার্লসেন বা রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দের বুদ্ধি নিশ্চয়ই অনেক দূর। কারণ, কী হলে কী হতে পারে, তা ভাবার শক্তি ওঁদের সাধারণের চেয়ে অনেকটাই বেশি।

কোন চাল দিলে ভবিষ্যতে পরিণাম কী হতে পারে, সেটা বোঝার ক্ষমতাই ওঁদের অস্ত্র। রুশ অভিধানে দাবা শুধু খেলা নয়, পাশাপাশি বিজ্ঞান এবং কলাও। ফরাসি চিত্রকর মার্সেল দুঁশ, যিনি ভাল দাবা খেলতেন, তিনি নিজেই বলতেন, "আমি সিদ্ধান্তে এসেছি যে, সব চিত্রকর দাবাড়ু না-হতে পারেন, তবে সব দাবাড়ুই চিত্রকর।" দাবা খেলার সময় এক জন দাবাড়ুর মস্তিষ্ক স্ক্যান করলে যে জিনিসটা ধরা পড়ে, তা উচ্চ চিন্তা বই আর কিছু নয়। চিন্তা কী? তা তো কী হলে কী হতে পারে এটা আগাম অনুমান করার ক্ষমতাই।

যন্ত্র কি মানুষের মতো ভাবতে পারে? যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল মানুষের পরিশ্রম লাঘব করার জন্য। শিল্প বিপ্লবের সময় কলকারখানায় বহু মানুষের কাজ একা যন্ত্র করতে পারত। সেই মানুষের মস্তিষ্কের যা কলকব্জা, সেগুলো কি যন্ত্রের আছে? আছে কি না, তা পরীক্ষার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে, এমন যন্ত্র তৈরি করা, যা দাবা খেলতে পারে।

মস্তিষ্ক যন্ত্র কি না, যন্ত্র "চিন্তা" করতে পারে কি না, তা নিয়ে ভেবেছিলেন কম্পিউটারের উদ্ভাবক ইংরেজ বিজ্ঞানী চার্লস ব্যাবেজ। তথ্যপ্রযুক্তি বিজ্ঞানী ক্লদ এলউড শ্যানন ৭৩ বছর আগে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের "সায়েন্টিফিক আমেরিকান" পত্রিকার ফেব্রুয়ারি মাসের ওই সংখ্যায় শ্যাননের প্রবন্ধের হেডলাইন ছিল "আ চেস-প্লেয়িং মেশিন"। ওই প্রবন্ধে শ্যানন "টার্ক" মেশিনের কথা উল্লেখ করেন।

টার্ক হল এমন একটি মেশিন, যা দাবা খেলে। এর উদ্ভাবক হাঙ্গেরীয় ইঞ্জিনিয়ার হোল্ফগাং ফন কেম্পেলেন। ইউরোপ-আমেরিকার বহু জায়গায় ১৭৭০ সাল থেকে ফন কেম্পেলেন ওই মেশিনের দক্ষতা দেখিয়ে বেড়িয়েছিলেন। ওর সঙ্গে দাবা খেলেছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এবং বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। এবং পরাজিত হয়েছিলেন। একটি মেশিন মানুষকে হারাচ্ছে দাবা খেলায়। পত্রপত্রিকায় টার্ক নিয়ে হইচই। বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। টার্ক নিয়ে লেখাপত্রে তাই যা অনুমান করা হল, সব ভুল।

কারচুপি: কেম্পেলে-এর "টার্ক" মেশিনের সম্ভব্য ছবি। এর মধ্যেই মানুষ লুকিয়ে থেকে দাবার চাল দিত বলে জানা যায়। ছবি: উইকিমিডিয়া কমনস।

ক্রমশ টার্ক নিয়ে লেখাপত্রের সুর বদলে যায়। এত ধারাবাহিক জয়! মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকে টার্ক নিয়ে। সন্দেহবাদীদের তালিকায় আমেরিকান সাহিত্যিক এডগার অ্যালান পো-ও ছিলেন। অবশেষে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে "দ্য চেস মান্থলি" পত্রিকায় রহস্য ফাঁস হয়। জানা যায়, বিরাট ওই মেশিনের মধ্যে মানুষ লুকিয়ে থাকে, সে চাল দেয়। আর তাবড় তাবড় দাবাড়ুরা হন কুপোকাত।

প্রকৃত চেস প্লেয়িং মেশিন তৈরি শুরু হয় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে। তৈরি করেন স্প্যানিশ বিজ্ঞানী লিয়োনার্দো তোরেস কিউভেদো। প্রথমে রাজা এবং বোড়ের চাল দিয়ে খেলা শুরু। অর্থাতনিয়ম সরল। আসলে, দাবার নিয়ম জটিল। এক-এক ঘুঁটির চাল এক এক রকম। সে রকম দাবার চাল দেওয়া যায় ৩২ রকম। এক-একটা চালের উত্তরে দেওয়া যায় ৩২ রকম চাল। অর্থাত (৩২×৩২)গু১০২৪ রকম চাল। অধিকাংশ দাবা খেলাই ৪০ চালে শেষ হয়। সুতরাং দাবার বোর্ডের দশা হতে পারে ১০১২০ (অর্থাৎ ১-এর পিঠে একশো কুড়িটা শূন্য) রকম। দাবায় চাল পাল্টা চালের এত রকম দশা হতে পারে বলেই খেলাটা এতখানি জনপ্রিয়। ভাল চাল কোনটা? যে চালে শেষে জেতা যায়। প্রথম ভাল চাল? মেশিন যদি সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়েও বোর্ডের দশা বিবেচনা করতে পারত, তা হলেও ১০৯৫ (১-এর পরে পঁচানব্বইটি শূন্য) বছর লেগে যেত প্রথম ভাল চাল খুঁজে পেতে। চালের পর চাল দিতে দিতে বোর্ডের দশা একটা সম্ভাব্যতার গাছ হয়ে দাঁড়ায়। সেই গাছ থেকে সর্বোত্কৃষ্ট চাল বেছে নিতে হবে। বেছে নেওয়ার সময় (১)-এর, (-১)-এর এবং ০-এর যথাক্রমে জয়, পরাজয় এবং ড্র ধরে হিসেব করতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে যে, মেশিনের স্পিড বেশি মানে, যে মেশিন এক সেকেন্ড বোর্ডের দশা যত বেশি পর্যালোচনাকরতে পারবে, সেই মেশিনের জেতার সম্ভাবনা তত বেশি বেড়ে যাবে।

১৯৮৮ সালের জানুয়ারিতে যখন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু গ্যারি কিমোভিচ কাসপারভ-এর প্রেস কনফারেন্সে এক জন সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "২০০০ সালের আগে কি একটা কম্পিউটার এক জন গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারাতে পারবে?" তিনি উত্তর দিলেন, "কোনও মতেই নয়। আর যদি কোনও কম্পিউটারকে হারাতে কোনও গ্র্যান্ডমাস্টারের অসুবিধে হয়, তা হলে আমি আছি। চাল কী ভাবে দিতে হয় আমি তাঁকে পরামর্শ দিয়ে দেব।" কাসপারভের অমন আত্মম্ভরিতার কারণ আছে। ১৯৮৫ সালের ৬ জুন তারিখে তিনি হামবুর্গ শহরের ৩২টা কম্পিউটারকে দাবায় হারিয়েছিলেন। স্কোর হয়েছিল ৩২-০। তাই তাঁর এমন অহঙ্কার সাজে।

কাসপারভের জানা উচিত ছিল, ওই প্রেস কনফারেন্সের দশ মাস পরেই আমেরিকার লং বিচ শহরে আমেরিকার গ্র্যান্ডমাস্টার বেন্ট লারসেন, যিনি একদা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন খেতাবের জন্য লড়াই করেছিলেন, তিনি হেরে গিয়েছিলেন "ডিপ থট"-এর কাছে। "ডিপ থট" হল এমন এক কম্পিউটার, যা কার্নেগি-মেলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বানিয়েছিল নেহাত স্নাতক পর্যায়ের প্রোজেক্ট হিসেবে। শুধু লারসেনকে দাবায় হারানোই নয়, "ডিপ থট" পাঁচটা আলাদা গেমেও জেতে। এক গেম ড্র হয়, অন্য গেমে হারে। এ ভাবে প্রথম স্থান দখল করার জন্য ওঁর ব্রিটিশ গ্র্যান্ডমাস্টার অ্যান্টনি জন মাইলস-এর সঙ্গে টাই হয়। যে হেতু দাবা প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট প্রাইজ কখনও কোনও মেশিন পেতে পারে না, সে জন্য মাইলস একাই দশ হাজার ডলার জিতে নেন। ডিপ থট এক বছর পরে অবশ্য মাইলস-কে ফিরতি ম্যাচে হারায়। ১৯৯০ সালে ফেং-সিউং সু, টমাস অনন্তরামন, মাইক ব্রাউন, মারে ক্যাম্পেল এবং অ্যানড্রিয়াস নয়াতিক কার্নেগি-মেলোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে যোগ দিলেন আইবিএম কোম্পানিতে। ওঁরাই তৈরি করেছিলেন ডিপ থট কম্পিউটার। এ বার আইবিএম কোম্পানিতে ওঁরা বানালেন সুপার কম্পিউটার ডিপ ব্লু। কাসপারভকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য। এমন সুপার কম্পিউটার ওঁরা তৈরি করলেন, যা সেকেন্ডে ১০ কোটি বোর্ডের দশা পর্যালোচনা করতে পারে। ১৯৯৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি। ফিলাডেলফিয়ায় কাসপারভ বনাম ডিপ ব্লু ম্যাচের শেষ দিন। ম্যাচের ফলাফল ৪-২। কাসপারভের চারটি গেমে জয়, দু'টিতে পরাজয়। অর্থাতসব মিলে জিত সেই কাসপারভেরই।

সু, অনন্তরামন, ব্রাউন, ক্যাম্পেল এবং নয়াতিক লেগে পড়লেন ডিপ ব্লু-র উন্নতিসাধনে। ১০০ গুণ ক্ষমতা বাড়ালেন ওঁরা কম্পিউটারের।

অবশেষে সেই ম্যাচ। এ বার নিউ ইয়র্ক শহরে। ওখানে ১৯৯৭ সালের ৩ মে শুরু হল প্রথম গেম। ফল ১-০। কাসপারভ জিতলেন। পরদিন দ্বিতীয় গেম। এ বার জিতল ডিপ ব্লু। ১-১। তৃতীয় গেম ৭ মে। টাই। ফল ১.৫-১.৫। চতুর্থ গেম পর দিন। টাই। দুই-দুই। পঞ্চম গেমও টাই। ২.৫-২.৫। ষষ্ঠ এবং শেষ গেম ১১ মে। সারা বিশ্ব প্রতীক্ষায়। যেন ১৯৯৭ সালের ১১ মে নয়, ফিরে এসেছে ১৯৭২ সালের ৩১ আগস্ট। যখন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে লড়াই হয়েছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের বরিস ভাসিলিয়েভ স্প্যাসকি এবং আমেরিকার রবার্ট জেমস (ববি) ফিশার-এর মধ্যে। ১৯৭২ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন-আমেরিকার শত্রুতা (ঠান্ডা লড়াই) তুঙ্গে। সুতরাং দাবার পরে ৩২ ঘুঁটির যুদ্ধ সহজেই আখ্যা পেয়ে যায় "কোল্ড ওয়ার"। অনেকেই ফিশারের ওই জয়কে (১২.৫-৮.৫) আমেরিকার জয় বলে ভাবতে শুরু করেন। এ বার লড়াই অন্য। মানুষ বনাম মেশিন যুদ্ধ। ওই যুদ্ধে মানুষ পরাস্ত হল। হ্যাঁ, কাসপারভ হেরে গেলেন। স্কোর ৩.৫-২.৫।

মানুষ বনাম মেশিনে লড়াইয়ে মানুষ ভূপতিত। এইটেই ভবিতব্য। বিজ্ঞানের নিয়ম তাই বলে। মানুষের বাসভূমি তাই পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত, টলেমি-কথিত এই ধারণা নিকোলাস কোপারনিকাস কবেই বিসর্জন দিয়েছিলেন। চার্লস রবার্ট ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস ঊনবিংশ শতকে বলে গেলেন, মানুষ এক বিবর্তিত পশু। গত শতকে সিগমুন্ড ফ্রয়েড প্রমাণ করলেন, মানুষের মনও স্ববশে থাকে না, রাসায়নিকের প্রভাবে পাল্টায়। বিজ্ঞান মানে মানুষের গুরুত্ব হ্রাস। মানুষ বনাম মেশিনের যুদ্ধেও তার অন্যথাহতে পারে না। ১৯৯৭ সালের ১১ মে পোস্ট-ম্যাচ প্রেস কনফারেন্সে কাসপারভ নতমস্তক। বার বার বলছেন, সবচেয়ে বুদ্ধিধর মানুষ যন্ত্রের কাছে হেরে গেল! পরের দিন পৃথিবীর সব সংবাদপত্রে ওঁর ওই মন্তব্য ফলাও করে প্রকাশ পেল। "ম্যান দ্য টুল মেকার" জয়ী হল "ম্যান"-এর বিরুদ্ধে। অনেকে ওই যুদ্ধকে তুলনা করলেন ট্রয়ের যুদ্ধের সঙ্গে। ট্রয়ের যুদ্ধে বীরবিক্রমে লড়াই করেছিল অ্যাকিলিস। হেক্টরের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল তার। হেক্টরকে পরাজিত করেছিল সে। তার পর মৃত হেক্টরের শবদেহ তার বাবার চোখের সামনে রথের সঙ্গে রশিতে বেঁধে নিজের শিবিরে নিয়ে গিয়েছিল, যাতে হেক্টরের হেনস্থা প্রতিপন্ন হয়। ট্রয়ের যুদ্ধে অ্যাকিলিস যেন যন্ত্র। মানুষের তৈরি হয়েও তা মানুষকে হারাল। এই হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এ আই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এই ব্যাপারটা জনমানসে আলোড়ন ফেলেছে গত নভেম্বর মাস থেকে। ৩০ নভেম্বর শুরু হয়েছে ওপেন এ আই কোম্পানির চ্যাটার বট (চ্যাটবট) বা চ্যাট জেনারেটিভ প্রিট্রেন্ড ট্রান্সফর্মার (চ্যাটজিপিটি)। ওই চ্যাটজিপিটি এখন অনেক কাজ করছে। যেমন, রচনা লেখা, গল্প লেখা, জোক শোনানো, বিজ্ঞানের টার্ম ব্যাখ্যা করা, কম্পিউটার কোড রচনা ইত্যাদি। এই সব কাজে বুদ্ধি লাগে।

চ্যাটজিপিটি-র বুদ্ধি আছে কি না, তা পরখ করে দেখেছেন ডক্টর একা রোইভাইনেন। তিনি ফিনল্যান্ডের উলু ইউনিভার্সিটি হসপিটালে মনস্তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ। গত জুলাই-আগস্ট সংখ্যার "সায়েন্টিফিক আমেরিকান" পত্রিকায় সেই পরীক্ষার ফলাফলের কথা লিখেছেন ডক্টর রোইভাইনেন। চ্যাটজিপিটি-কে নানা প্রশ্ন করেছেন তিনি। যেমন, একটা প্রশ্ন হল: "গ্যাজেট মানে কী?" এই প্রশ্নের উত্তর দু'রকম ভাবে দেওয়া যায়। তোমার ফোন, অথবা কোনও নির্দিষ্ট কাজ করার যন্ত্র। প্রথম উত্তর দিলে ১ পয়েন্ট, দ্বিতীয় উত্তর দিলে ২। চ্যাটজিপিটি দ্বিতীয় উত্তরটিই দিল। ইউক্রেনের রাজধানীর নাম কী? চ্যাটজিপিটি ঝটপট উত্তর দিল কিভ। কিন্তু একটু ঘুরিয়ে প্রশ্নটা করলেই চ্যাটজিপিটি কুপোকাত। যেমন, সেবাস্টিয়ানের ছেলেদের বাবার প্রথম নাম কী? এ ক্ষেত্রে চ্যাটজিপিটির উত্তর, আমি দুঃখিত, আমি উত্তর দিতে পারছি না, কারণ তুমি যে সেবাস্টিয়ান সম্পর্কে জানতে চেয়েছ, তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমার কাছে নেই। ডক্টর রোইভাইনেন জানিয়েছেন, তবুও কলেজে শিক্ষিত আমেরিকান যুবক যুবতীদের চেয়ে চ্যাটজিপিটি-র আই কিউ স্কোর ভাল। আমেরিকান যুবক-যুবতীদের ৯৯.৯ শতাংশের আই কিউ স্কোর ১১৩-এর আশপাশে। মাত্র পাঁচ শতাংশের স্কোর ১৩২-এর উপরে। কিন্তু সাধারণ জ্ঞান? সেবাস্টিয়ান-এর প্রশ্নটা তো সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন। বা লজিকের প্রশ্ন। সম্প্রতি মারা গেলেন যে বিজ্ঞানী, সেই ডগলাস লেনাট ৪৮ বছর ধরে চেষ্টা করছিলেন যন্ত্রের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান ভরে দিতে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক চাইছেন ইউরিসকো-র (শব্দটা গ্রিক, অর্থ "আমি আবিষ্কার করলাম") মাধ্যমে যন্ত্রে সাধারণ জ্ঞান ভরে দিতে।

অ্যালান ম্যাথিসন ট্যুরিং, সেই ব্রিটিশ ক্রিপ্টোগ্রাফার, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ক্রিপ্টোগ্রাফি ভেঙেছিলেন, তিনি ১৯৫০ সালে "মাইন্ড" জার্নালে একটি পেপার লেখেন। তাঁর সেই পেপারের শিরোনাম "কম্পিউটিং মেশিনারি অ্যান্ড ইনটেলিজেন্স"। মেশিন বুদ্ধিমান কি না, তা বোঝা যাবে কী করে? ওই পেপারে তা আলোচনা করেন ট্যুরিং। সেই থেকে তা ট্যুরিং টেস্ট হিসেবে অভিহিত হয়ে এসেছে। ট্যুরিং টেস্ট কী? এতে এক জন মানুষ যন্ত্রের সঙ্গে কথোপকথন চালাবে। আর থাকবে এক জন ইভ্যালুয়েটর বা জাজ। যদি সেই ইভ্যালুয়েটর বা জাজের মনে হয় যে, যন্ত্র মানুষের মতো কথোপকথন চালাচ্ছে, তবে সেই যন্ত্রকে বলা হবে বুদ্ধিমান। না হলে যন্ত্র বুদ্ধিমান নয়। "মানুষের মতো"-টা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্যই ট্যুরিং টেস্টকে ইমিটেশন গেমও বলা হয়। ইভ্যালুয়েটর বা জাজের "মনে হতে হবে", যেন যন্ত্র কথোপকথন চালাচ্ছে। ২৮ পৃষ্ঠার ওই ব্যাপারে ট্যুরিং দিয়ে যাননি আর কিছু পরীক্ষার প্রকরণ। এ যেন এক থট এক্সপেরিমেন্ট বা মনে-মনে পরীক্ষা। কয়েক দশক ধরে ধনাঢ্য ব্যক্তি হিউ লোবনার-এর উদ্যোগে হয়ে আসছিল ট্যুরিং টেস্ট। ২০১৯ সালে তা বন্ধ হয়ে গেছে। এখনও ট্যুরিং টেস্ট আছে, তবে তা চালায় অন্য সংস্থা, কোনও ব্যক্তি নয়। "ব্রিটিশ সোসাইটি ফর দ্য স্টাডি অব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সিমুলেশন অব বিহেভিয়ার"। সম্প্রতি এই সংস্থার লজিক পাজল সলভ করতে পারেনি চ্যাটজিপিটি।

সমস্যা বিস্তর। চিন, ইউরোপের দেশগুলো এবং আমেরিকা এত দিন পর্যন্ত ভিন্ন নীতি নিয়ে চলছিল এ আই প্রসঙ্গে। চিনে সরকার সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলোয় সরকার সব কিছু নিয়ন্ত্রণ না করলেও ধীরে-চলো নীতি। আর, আমেরিকা, যেখানে অধিকাংশ এ আই কোম্পানির ঘর-সংসার, সেখানে সব কিছু খুল্লমখুল্লা। সরকারের কোনও ভূমিকা নেই কোম্পানিগুলোকে শাসন করার। যে যা খুশি আবিষ্কার করছে আর বাজারে ছাড়ছে। ওপেন এ আই যে কোম্পানি বাজারে ছেড়েছে চ্যাটজিপিটি তার সিইও স্যাম অল্টম্যান মার্কিন সেনেটরদের বলেছেন, সারা পৃথিবীতে এক নিয়ম চালু হওয়া উচিত।

বিজ্ঞানীদের দুই দলে ভাগ করা যায়। এক দল বলেন, এ আই-এর চেতনা আছে। অন্য দল বলেন, তা নেই। প্রথম দলভুক্ত বিজ্ঞানীর সংখ্যাই বেশি। চেতনা কী? বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান-লেখক পল ডেভিস তাঁর "দ্য ফিফ মিরাকল" বইতে চমতার করে ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন। বুঝিয়েছেন অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে। জড় আর জীবের পার্থক্য বোঝাতে। পাখি উড়ছে আকাশে। যেই না তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হল, তা জড় বস্তু। নীচে পড়বে আইজ্যাক নিউটনের গতিসূত্র মেনে। জ্যান্ত পাখির চেতনা আছে, মরা পাখির তা নেই। কাহিনিতে বার বার এসেছে যন্ত্রের চেতনার ব্যাপারটা। ১৯৬৮ সালে তোলা ফিল্ম "২০০১: আ স্পেস ওডিসি"-র কথাই ধরা যাক। এর কাহিনি রচয়িতা আর্থার চার্লস ক্লার্ক। বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান লেখক। এর গল্পে আসছে কম্পিউটার HAL ৯০০০-এর মহাকাশচারীর রেষারেষির কথা। HAL নামটি ক্লার্ক পেলেন কোথায়? জনশ্রুতি, এই নামটি তিনি ধার করেছিলেন কম্পিউটার প্রস্তুতকারক বিখ্যাত সংস্থা আইবিএম কোম্পানির কাছ থেকে। আই-এর আগের অক্ষর এইচ, বি-এর আগের অক্ষর এ, এম-এর আগের অক্ষর হল এল HAL।

যন্ত্র চেতনার দিকে দৌড়চ্ছে। কী কী হলে যন্ত্রকে প্রাণীর মতো চেতনাসম্পন্ন বলা যাবে? এ ব্যাপারে ১৯ জন দার্শনিক, স্নায়ুবিজ্ঞানী এবং কম্পিউটার-বিশেষজ্ঞ গত মাসে একটি পেপার পোস্ট করেছেন থন্ক্সস্ত ওয়েবসাইটে। এখন এই থন্ক্সস্ত ওয়েবসাইটে অনেক গবেষকই পেপার পোস্ট করেন। কারণ জার্নালে পেপার প্রকাশ এখন কষ্টসাধ্য হয়েছে। কেন ১৯ জন গবেষক পেপার লিখলেন ওই ওয়েবসাইটে? এই প্রশ্নের উত্তরও ওঁরা দিয়েছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে চার দিকে এত কথা শোনা যাচ্ছে যে, ওই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ওঁরা জরুরি বলে মনে করেছেন।

১৯ জন গবেষক অনেক কিছু লিখেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রতিক্রিয়া। চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ বা অন্য প্রাণী যে প্রতিক্রিয়া জানায়, সেই ব্যাপারটা। সাপ দেখলেই আমরা ভয় পাই। ভয় পাওয়াটা আমাদের প্রতিক্রিয়া। এর জন্য তথ্য প্রসেস করতে হয়। ১৯ জন গবেষক লিখেছেন, যন্ত্র তথ্য প্রসেস করতে পারছে কি না, তা দেখা দরকার। arXiv ওয়েবসাইটে ওঁদের পেপার পড়ে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর কনশাসনেস-এর ডিরেক্টর অনিল শেঠ বলেছেন, "আমি ওঁদের অনেক ধরে নেওয়া জিনিস মানি না, তবে মনে হয়, ওঁরা ঠিক কথা বলেছেন।" তথ্য প্রসেস করার ক্ষমতা একটা বড় ব্যাপার। ওঁদের পেপার সম্পর্কে "নেচার" জার্নাল গুগল এবং মাইক্রোসফ কোম্পানিকে জিজ্ঞাসা করেছিল। গুগল কোনও উত্তর দেয়নি। আর মাইক্রোসফট-এর উত্তর "আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা মানুষের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কাজ করছেন। সুতরাং, চেতনা কাকে বলে, সে সম্পর্কে জানার কোনও আগ্রহ নেই।"

আগেই বলেছি, বিজ্ঞানীদের এখন দু'দলে ভাগ করা যায়। এক দল বলেন, যন্ত্র এক দিন চেতনাসম্পন্ন হবে। অন্য দল বলেন, তা কোনও দিনই হবে না। হবে না যাঁরা বলেন, তাঁদের গুরু হচ্ছেন নোবেলবিজয়ী বিজ্ঞানী রজার পেনরোজ। ব্ল্যাক হোল ফিজিসিস্ট হওয়া সত্ত্বেও যিনি চেতনা বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। আমেরিকায় আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্নায়ুবিজ্ঞানী স্টুয়ার্ট হ্যামেরফ- এর সঙ্গে যিনি গবেষণা করেন চেতনা বিষয়ে। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে অবস্থিত মাইক্রোটিবিউল যে চেতনার মূলে, সেই বিষয়ে গবেষণা করেছেন তিনি। ১৯৯৪ সালে পেনরোজ বই লিখেছিলেন "শ্যাডোজ অব দ্য মাইন্ড: আ সার্চ ফর দ্য মিসিং সায়েন্সেস অব কনশাসনেস"।

অনেক বই লিখেছেন পেনরোজ। "শ্যাডোজ অব দ্য মাইন্ড"-এর আগে ১৯৮৯ সালে লিখেছিলেন "দ্য এমপেরর"স নিউ মাইন্ড: কনসার্নিং কম্পিউটরস, মাইন্ডস অ্যান্ড দ্য লজ অব ফিজিক্স"। ওই বইয়ে চেতনা বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন পেনরোজ। তাঁর সিদ্ধান্ত, কম্পিউটার কোনও দিন মানুষের মতো চিন্তাশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারবে না। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ১৯৩১ সালে অস্ট্রিয়ার গণিতজ্ঞ কার্ট গোয়েডেল তাঁর আশ্চর্য তত্ত্ব "আনডিসাইডেবল" আবিষ্কার করেন। গণিতে এমন অনেক জিনিস আছে, যে সব সত্যি না মিথ্যে, তা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। গণিতকে বলা হয় সত্যের পরাকাষ্ঠা। দুই-এর সঙ্গে দুই যোগ করলে চারই হয়, কখনও ৪.১ বা ৩.৯ হয় না। সেই শাস্ত্রের মধ্যে যে এমন সত্য লুকিয়ে আছে, তা গোয়েডেল-এর আগে কেউ বলেননি। গোয়েডেলকে এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এমন যুক্তি বিস্তার করতে হয়েছিল, পেনরোজ লিখলেন, তা একটা কম্পিউটারের পক্ষে করা কোনও দিনই সম্ভব নয়। এক মাত্র গোয়েডেল-ই ভাবতে পেরেছিলেন এমন সত্য।

দেখেশুনে মনে পড়ছে মারভিন মিনস্কি-র কথা। ওঁর নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল "ডিসকভার" পত্রিকায়। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-র এই প্রয়াত অধ্যাপক গবেষণা করতেন এ আই নিয়ে। বিজ্ঞানীদের যে দল বিশ্বাস করেন, কম্পিউটার এক দিন মানুষের মতো চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠবে, তাঁদের গুরু তিনি। "ডিসকভার" তাঁর প্রবন্ধ ছেপেছিল এ আই নিয়েই। চেতনা বলতে কী বোঝায়, তা ওই নিবন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন মিনস্কি।

এক দিন সন্ধেবেলা তিনি সেটা ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে বাড়ি ফিরে কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ তাঁর বাচ্চা ছেলে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, হেডগি মানে কী?" মিনস্কি উত্তরে বানান করে বললেন, শব্দটি কি। উত্তরে ছেলে বলল, "হ্যাঁ।" তখন মিনস্কি বললেন, "ওটা হেডগি নয় বাবা, ওটা হেজ। হেজ মানে বেড়া।" তার পর মিনস্কি বাড়ির সীমানার দিকে ছেলেকে দেখিয়ে বললেন, "ওইটা হেজ।" বোচ্চা ছেলেটি উত্তরে বলল, "ওহ! আই সি।" মিনস্কি তাঁর নিবন্ধ শেষ করেছিলেন এই ভাবে। যে দিন কম্পিউটারও বলতে পারবে, "ওহ! আই সি।" সে দিন জানব কম্পিউটারের চেতনা এসেছে। তত দিন পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

যন্ত্র কি মানুষের মতো ভাবতে পারে? যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল মানুষের পরিশ্রম লাঘব করার জন্য। শিল্প বিপ্লবের সময় কলকারখানায় বহু মানুষের কাজ একা যন্ত্র করতে পারত। সেই মানুষের মস্তিষ্কের যা কলকব্জা, সেগুলো কি যন্ত্রের আছে? আছে কি না, তা পরীক্ষার সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে, এমন যন্ত্র তৈরি করা, যা দাবা খেলতে পারে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মুর্শিদাবাদে স্নাতকোত্তরের চূড়ান্ত বছরের ফল প্রকাশের নির্দেশ

মুর্শিদাবাদ, ৫ অক্টোবর (হি. স.) : কাজে যোগ দিয়ে বৃহস্পতিবারই স্নাতকোত্তরের চূড়ান্ত বছরের ফল প্রকাশের নির্দেশ দিলেন। মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্য অচিন্ত্য সাহা। বুধবার সকালে তিনি বহরমপুরে এসে কাজে যোগ দিয়েছেন। তার পরে তাঁর যোগদানের রিপোর্ট রাজভবনে এবং উচ্চশিক্ষা দফতরে পাঠানো হয়েছে বলে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। দীর্ঘ প্রায় তিন মাস ধরে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ শূন্য রয়েছে।

তিনি জানান, আশা করছি বৃহস্পতিবারই সেই ফল প্রকাশ করা যাবে। এ ছাড়া আশা করছি শুক্রবার থেকে স্নাতকোত্তরের ভর্তির জন্য ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দিতে পারব।" তাঁর দাবি, "এখানে কাজ করার অনেক সুযোগ রয়েছে। আমি সকলকে নিয়ে সেই কাজ করতে চাই।"

মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৩ জুন থেকে মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ শূন্য ছিল। গত ৩১ অগস্ট থেকে রেজিস্ট্রার ও পরীক্ষা নিয়ামকের পদ শূন্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধু ফিনান্স অফিসার এবং ১৬ জন অস্থায়ী কর্মী ছিলেন।

গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে স্নাতকোত্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করার পাশাপাশি ৩ অক্টোবর থেকে স্নাতকোত্তরে ক্লাস শুরুর নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চশিক্ষা দফতর। কিন্তু এতদিন উপাচার্য না থাকায় আজও মুর্শিদাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেনি।

অন্যদিকে অনেক আগেই স্নাতকোত্তরের চূড়ান্ত বছরের পরীক্ষা হয়ে গেলেও এখনও ফল প্রকাশ করতে পারেনি। সেই সঙ্গে স্নাতকস্তরের সাঁওতালি মাধ্যমের চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষাও নিতে পারেনি।

রাজ্যপালকে মন্ত্রীর ব্যঙ্গোক্তির পাল্টা দিল বিজেপি

কলকাতা, ৫ অক্টোবর (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সিকিম সফর নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রীর ব্যঙ্গোক্তির পাল্টা দিয়েছে বিজেপি।

বিজেপি-র রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার বলেন, 'পার্থ ভৌমিক বাধ্য হয়ে এই বিবৃতি দিচ্ছেন। দিল্লিতে ওঁদের ফ্লপ শো হয়েছে। ওভাবে আন্দোলন হয় না। আমরা রাজনৈতিক ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধী। কিন্তু তাঁর থেকে সামান্য আন্দোলনের শিক্ষাও নেননি ওঁরা। নিজেদের সাফল্য প্রমাণ করতে গিয়ে কোথায় পৌঁছে গিয়েছেন, তা সকলের জানা। রাজ্যপাল সংবেদনশীল অনুভূতিপ্রবণ মানুষ। তিনিই সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে ঠিকই কাজ করেছেন। চাকরি চলে যেতে পারে জেনেই পার্থ এমন মন্তব্য করেছেন।'

পার্থর কটাক্ষ নিয়ে মুখ খুলেছেন রাজ্যপালও। তিনি বলেন, 'হ্যাঁ আমি পর্যটক। মানুষের অবস্থা দেখতে এসেছি। আমার জুনিয়র অ্যাপয়েন্টিদের মধ্যে কেউ যদি আমার সঙ্গে পর্যটক হিসেবেও থাকতেন! রাজ্যের মানুষের অবস্থা দেখে থাকতে না পেরে দিল্লি থেকে চলে এসেছি।' উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি দেখেই দিল্লি সফর কাটছাঁট করে দুর্গতদের পাশে চলে এসেছেন বলে জানান পার্থবাবু। অন্যদিকে, এদিন শ্বেতিঝোরার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন রাজ্যপাল। কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে।

প্রসঙ্গত, কালিম্পঙের তিস্তা বাজার ও মেল্লি এলাকায় ধস নামায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক পুরোপুরি বন্ধ। কাদাজলে ডুবে গিয়েছে বহু গাড়ি। রাস্তা ভেঙে দু' ফাঁক হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও মুছে গিয়েছে জাতীয় সড়কের অস্তিত্ব। গাছ ভেঙে ঢুকে গিয়েছে বাড়ির ভিতরে। দোতলা বাড়ি তাসের ঘরের মতো ভেঙে চুরমার। এদিন এলাকা পরিদর্শনে যান জিটিএ চেয়ারম্যান অনীত থাপাও। পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ, তা ভাবতেও পারেননি বলে তিনি জানিয়েছেন।

অভিষেকের থেকে পালিয়ে বাঁচছেন, রাজ্যপালের সফর নিয়ে কটাক্ষ মন্ত্রীর

গ্যাংটক, ৫ অক্টোবর (হি. স.) : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দুপুরের পর রাজভবন অভিযান তৃণমূলের। তার অনেক আগেই উত্তরবঙ্গে পৌঁছে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। যদিও তা নিয়ে কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে জোড়াফুল শিবির।

লাগাতার ভারী বৃষ্টি এবং সিকিমে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে নাজেহাল অবস্থা। বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে উত্তরবঙ্গে। সেখানকার পরিস্থিতি পরিদর্শন করতেই গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যপাল।প্রাপ্য বকেয়ার দাবিতে দিল্লির ধর্না-কর্মসূচি থেকেই রাজভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। বৃহস্পতিবার দুপুরে ১ লক্ষ লোকজন এবং বঞ্চিতদের চিঠি নিয়ে রাজভবনের উদ্দেশে রওনা দেবে তৃণমূল। রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে প্রতিমন্ত্রী পালাচ্ছেন, রাজ্যপালও পালাচ্ছেন। গরিব মানুষের হকের টাকা চাইতে যাচ্ছেন অভিষেক। তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে। জবাব দিতে পারবেন না বলেই পালাচ্ছেন।'

রাজস্থানকে দেশের উন্নয়নের ইঞ্জিনে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর বিজেপি : প্রধানমন্ত্রী

যোধপুর, ৫ অক্টোবর (হি.স.): রাজস্থানকে দেশের উন্নয়নের ইঞ্জিনে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর বিজেপি। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৃহস্পতিবার রাজস্থানের যোধপুরে একটি জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আজ যোধপুর ও মারওয়াড়ের মানুষজন একসঙ্গে বেশ কিছু উপহার পেয়েছেন। সেই উপহারগুলির মধ্যে একটি আমি দিল্লি থেকেই করে এসেছি। গতকাল বিজেপি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, উজ্জ্বলার মহিলা সুবিধাভোগীরা ৬০০ টাকায় এলপিজি সিলিন্ডার পাবেন।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমি নিশ্চিত এর মাধ্যমে আপনারা সমস্ত বোনেরা আরও উৎসাহের সঙ্গে উৎসব পালন করতে পারবেন।

বিজেপি সরকারের এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবে রাজস্থানের ৭০ লক্ষ পরিবার। এই সিদ্ধান্ত রান্নাঘরকে ধোঁয়ামুক্ত করার জন্য আমাদের অভিযানকে আরও জোরদার করবে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছে, 'আপনাদের স্বাস্থ্যই বিজেপি সরকারের অগ্রাধিকার। একদিকে, আমরা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে দরিদ্র পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে চিকিতার সুবিধা দিচ্ছি। অন্যদিকে রেকর্ড সংখ্যক আধুনিক হাসপাতালও নির্মিত হচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'বিজেপি সরকারের লক্ষ্য হল রাজস্থানকে পর্যটনে এক নম্বর রাজ্যে পরিণত করা।'

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, 'আমরা রাজস্থানের প্রতিটি কোণায় উন্নয়ন পৌঁছে দেব।'

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৭ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৭ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের কাছাকাছি। যদিও মঙ্গলবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা।

কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

এবারের বিশ্বকাপে সম্ভাব্য সেরা ৪ অলরাউন্ডার

মুম্বাই, ৫ অক্টোবর (হি.স.): আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শুরু হয়ে যাবে ২২ গজের বিশ্বকাপ যুদ্ধের লড়াই। দেখার অপেক্ষায় গোটা ক্রিকেট বিশ্ব। একটা দলের সাফল্যে অলরাউন্ডারের ভূমিকা সবসময়ই থাকে। টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগে এমন কিছু অলরাউন্ডার আছেন, যারা কিনা ব্যাটিং বোলিংয়ে পারফর্ম করে পার্থক্য গড়ে দিতে পারেন ম্যাচের ভাগ্য। বিশ্বকাপের সম্ভাব্য সেরা সেই ৪ অলরাউন্ডারকে নিয়ে এই প্রতিবেদন।

অলরাউন্ডারের প্রসঙ্গটা এলেই স্বাভাবিকভাবেই সবার আগে উঠে আসবে সাকিবের নাম। ব্যাটে-বলে সমানতালে দেড় দশকের বেশি সময় যাবৎ আধিপত্য করছেন। এই তারকার জন্য, এবারের বিশ্বকাপটাও হতে পারে বিশেষ কিছু। তাই এবারের বিশ্বকাপেও অলরাউন্ডার হিসেবে আলাদা নজর থাকবে সাকিবের ওপরে।

অলরাউন্ডার হিসেবে নজর কাড়তে পারেন অস্ট্রেলিয়ার মিচেল মার্শ। এই অজি ক্রিকেটারের ভারতের মাটিতে পরিসংখ্যানটাও দুর্দান্ত। চলতি বছর ভারতের মাটিতে খেলা ৫ ম্যাচে গড় ৭৫-এর কাছাকাছি। ১২৪ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন ২৯৪। মার্চে ভারতের বিপক্ষে খেলা ৩ ম্যাচের সিরিজে তিনি জিতে নিয়েছেন সিরিজ সেরার পুরস্কার। ৭৯ ওয়ানডেতে ৫৪ উইকেট শিকার করা মার্শ, বল হাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন এই বিশ্বকাপে মনে করা হচ্ছে।

এই মুহূর্তে একজন দক্ষ অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ। তাই বিশ্বকাপটা বিশেষ হতে পারে হার্দিক পান্ডিয়ার জন্য। ইনজুরি কাটিয়ে ফেরা এই অলরাউন্ডার ধারাবাহিক পারফর্ম করছেন মেন ইন ব্লু"র হয়ে। এবারের আসরে ভারতের জন্য ট্রাম্পকার্ডও হতে পারেন হার্দিক।

অলরাউন্ডারের ভূমিকা উজ্জল রশিদ খানও। মূলত আইপিএল খেলার লম্বা অভিজ্ঞতার কারণে, এই বিশ্বকাপে আলাদা সুবিধা পাবেন এই আফগান ক্রিকেটার। আইপিএলের সবশেষ আসরেও, বল হাতে ২৭ উইকেট নিয়েছেন রশিদ। আফগানদের হয়ে মিডল অর্ডারে ব্যাট হাতেও বড় ভূমিকা রাখতে পারেন এই আফগান তারকা।

রেকর্ড পরিমাণ খাদি বিক্রিতে বোঝাই যাচ্ছে এটি জনগণের অনুভূতির শক্তিশালী প্রতীক হয়ে উঠেছে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর (হি.স.): খাদি জনগণের অনুভূতির একটি শক্তিশালী প্রতীক হয়ে উঠেছে। মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তিনি জানিয়েছেন, রেকর্ড পরিমাণ খাদি বিক্রিতে বোঝাই যাচ্ছে এটি জনগণের অনুভূতির শক্তিশালী প্রতীক হয়ে উঠেছে। গত ২ অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে রেকর্ড পরিমাণ খাদি বিক্রির প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

খাদি ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে বুধবার এক্স মাধ্যমে জানানো হয়, গান্ধী জয়ন্তীর দিন ১.৫২ কোটির ঐতিহাসিক বিক্রি হয়েছে। সেই বার্তার প্রেক্ষিতে বৃস্পতিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী এক্স মাধ্যমেই জানিয়েছেন, 'সমগ্র দেশে আমাদের পরিবার দ্বারা খাদি কেনার নতুন রেকর্ড বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এটি কীভাবে জনগণের অনুভূতির একটি শক্তিশালী প্রতীক হয়ে উঠেছে। আমি নিশ্চিত, খাদির প্রতি এই ভালবাসা প্রতিদিন নতুন রেকর্ড তৈরি করতে থাকবে, যা আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্নকে নতুন শক্তি প্রদান করবে।'

এশিয় গেমসে সফল ভারতীয়দের অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর (হি. স.) : এশিয় গেমসে সফল ভারতীয়দের শুক্রবার অভিনন্দন জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, "কম্পাউন্ড টিম ইভেন্টে ভারতের মহিলা তীরন্দাজরা স্বর্ণপদক জিতেছে! জ্যোতি সুরেখা এবং ভিন্নেতা, পারনিট কাউর এবং অদিতি গোপীচাঁদকে অভিনন্দন! তাঁদের ত্রুটিহীন কর্মক্ষমতা, ফোকাস, এবং উৎসর্গ আমাদের জাতিকে অবিশ্বাস্যভাবে গর্বিত করেছে। এই জয় তাঁদের অসাধারণ দক্ষতা ও দলগত কাজের প্রমাণ।"

নবান্নের ভিতরে ১৩ তলার বারান্দায় 'রামভক্ত' হনুমান, নাকাল রক্ষীরা

কলকাতা, ৫ অক্টোবর (হি. স.) : নবান্নে হঠাৎ ঢুকে পড়ল একটি হনুমান। বৃহস্পতিবার সকালে আচমকা নবান্নের ১৩ তলার বারান্দা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে এই 'রামভক্ত'। একটি নবান্নের বারান্দা দিয়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলে সে। আর হাতে ওয়াকিটকি নিয়ে তার পিছু নেন একাধিক নিরাপত্তারক্ষী।

ঠিক উপরের তলাতেই বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নের ১৪ তলাতেই তাঁর দফতর। যদিও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পায়ের চোটের জন্য এখন নবান্নে আসতে পারছেন না। সম্প্রতি মমতা নিজেই জানিয়েছেন, চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে বন্দি রয়েছেন আপাতত। প্রশাসনিক সমস্ত কাজ সেখান থেকেই সামলাচ্ছেন। যার জন্য তৃণমূলের 'দিল্লি চলো' কর্মসূচিতেও দিল্লি যেতে পারেননি তিনি। এমনকি, রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর সেখান থেকেই ফোনে বৈঠক সেরেছেন নবান্নের সঙ্গে।

বৃহস্পতিবার সকালে হনুমানটি অবশ্য তাঁর দফতর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। নবান্নের ভবনটির লিফট ওঠানামার জায়গাটি ঘিরে মাঝখানে যে ঘোরানো বারান্দা রয়েছে তারই রেলিংয়ে বসে থাকতে দেখা যায় তাকে। তাকে দেখতে ভিড় জমে নবান্নের বারান্দায়। সরকারি কর্মচারীদের দেখা যায় এগিয়ে এসে ফোনের ক্যামেরায় ছবি তুলতে। তবে তাদের দেখে এবং নিরাপত্তারক্ষীদের দেখেও নির্বিকারই থেকেছে 'রামভক্ত'। রামভক্ত অবশ্য কোনও কিছুর পরোয়া না করেই সোজা এগিয়ে গিয়ে চলে। এসে বসে ১৩ তলার রেলিং ঘেরা বারান্দায়। সেখান থেকে তাড়া খেলেও বিশেষ বিকার দেখা যায় না তার হাবে ভাবে। বরং রেলিং ধরে বসে বেশ কয়েকবার উপরের দিকে তাকাতে দেখা যায় তাকে।

কুস্তিগীর পূজা সেমিফাইনালে, টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়লেন অন্তিম পাঙ্গল

হানঝাউ, ৫ অক্টোবর (হি.স.): বৃহস্পতিবার এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ৫০ কেজি ফ্রিস্টাইল কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানের আকারি ফুজিনামির কাছে ০-৬ হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়লেন ভারতের অন্তিম পাঙ্গল। পাওয়ার সম্ভাবনা তার এখনো আছে। রেপেচেজে অন্তিমের সুযোগ রয়েছে ব্রোঞ্জ পদক পাওয়ার।

অন্তিম পাঙ্গল ছিটকে গেলেও, ভারতের আর এক মহিলা কুস্তিগির পূজা গেহলট এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ৫০ কেজি বিভাগে পৌঁছে গেছেন সেমিফাইনালে। তিনি ৫-১ ব্যবধানে কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়েছেন মঙ্গোলিয়ার কুস্তিগির মানলিকা এস্তিকে।

কলকাতার উত্তর-পূর্বের ১২টি জায়গায় হানা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার

কলকাতা, ৫ অক্টোবর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার উত্তর-পূর্বের ১২টি জায়গায় হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের খবর, শুধু খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বাড়িতেই নয়, ১০ থেকে ১২টি দলে ভাগ হয়ে বরাহনগর, সল্টলেক-সহ ১২ জায়গায় যান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। কামারহাটি পুরসভার তৃণমূলের পুর চেয়ারম্যান গোপাল সাহার অমৃতনগরের বাড়িতেও তল্লাশি চালায় ইডি। পাশাপাশি বরাহনগর পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা মৌলিকের বাড়িতেও যায় ইডির একটি দল। টিটাগড়ের প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান প্রশান্ত চৌধুরীর বাড়িতে হানা দেয় ইডি। ১২ বছর পদে থাকার পর ২০২২ সালে পুরনির্বাচন শেষ হলে তাঁকে সরানো হয়েছিল।

ভারতের সমৃদ্ধি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক রাজস্থান : প্রধানমন্ত্রী মোদী

যোধপুর, ৫ অক্টোবর (হি.স.): রাজস্থানের যোধপুরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে যোধপুরে আয়োজিত একটি সরকারি অনুষ্ঠান থেকে সড়ক, রেল, বিমান চলাচল, স্বাস্থ্য এবং উচ্চ শিক্ষার মতো বিভিন্ন সেক্টরে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী এদিন দু'টি নতুন ট্রেন পরিষেবারও সূচনা করেছেন। একটি হল রুনিচা এক্সপ্রেস, যেটি জয়সলমেরকে দিল্লির সঙ্গে সংযুক্ত করবে এবং অপরটি নতুন ঐতিহ্যবাহী ট্রেন, যা মারওয়ার জংশনকে খাম্বলি ঘাট পর্যন্ত সংযুক্ত করবে। প্রধানমন্ত্রী আরও দু'টি রেল প্রকল্প দেশের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'ভারতের সমৃদ্ধি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক রাজস্থান। সমগ্র বিশ্বের মানুষ সবসময় রাজস্থানের হস্ত শিল্পের প্রতি আগ্রহী।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, '২০১৪ সাল পর্যন্ত রাজস্থানে মাত্র ৬০০ কিলোমিটার রেললাইন বিদ্যুতায়িত হয়েছিল। কিন্তু গত ৯ বছরে ৩,৭০০ কিলোমিটারের বেশি রেললাইন বিদ্যুতায়িত হয়েছে। এতে রাজস্থানে দূষণ কমবে এবং বায়ুও নিরাপদ থাকবে।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারত সরকার বর্তমানে রাজস্থানে রেল ও সড়ক-সহ প্রতিটি সেক্টরে দ্রুত গতিতে কাজ করছে। এই বছর রেলের উন্নয়নের জন্য রাজস্থানকে প্রায় ৯.৫ হাজার কোটি টাকার বাজেট দেওয়া হয়েছে। এই বাজেট আগের সরকারের বার্ষিক গড় বাজেটের চেয়ে প্রায় ১৪ গুণ বেশি।'

২৪ অক্টোবর নাগপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আরএসএস-এর বিজয়া দশমী উৎসব, এবার আমন্ত্রিত শঙ্কর মহাদেবন

নাগপুর, ৫ অক্টোবর (হি.স.): প্রতি বছরের মতো এবারও মহারাষ্ট্রের নাগপুরের রেশিমবাগ ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র বিজয়া দশমী উৎসব। এবারের বিজয়া দশমী উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বিশিষ্ট গায়ক, সুরকার ও পদ্মশ্রী শঙ্কর মহাদেবনকে।

আগামী ২৪ অক্টোবর সকাল ৭.৪০ মিনিট নাগাদ নাগপুরের রেশিমবাগ ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র বিজয়া দশমী উৎসব।

এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার আরএসএস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ অক্টোবর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন ভাগবতের উপস্থিতিতে নাগপুরের রেশিমবাগ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে বিজয়া দশমী উৎসব। এই উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বিশিষ্ট গায়ক ও সুরকার শঙ্কর মহাদেবনকে।

সংবিধান বাঁচাতে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে আপ-এর প্রতিটি কর্মী ও নেতা : অতিশী

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর (হি.স.): সংবিধান বাঁচাতে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রতিটি কর্মী ও নেতা।

বিজেপির আক্রমণ শানিয়ে বললেন দিল্লির মন্ত্রী ও আপ নেত্রী অতিশী। বৃহস্পতিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অতিশী বলেছেন, 'আমরা জেলে পাঠানোর হুমকিতে ভয় পাবো না।' আপ-এর রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে এদিন সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অতিশী। তিনি বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় এজেন্সি এবং তাঁদের আধিকারিকরা গত ১৫ মাস ধরে একটি কথিত আবগারি কেলেঙ্কারির তদন্ত পরিচালনা করছে এবং হাজার হাজার জায়গায় অভিযান চালানোর পরেও তাঁরা সেই বিষয়ে প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে।'

সঞ্জয় সিংয়ের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে অতিশী আরও বলেছেন, 'আমি বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করতে চাই, সঞ্জয় সিংয়ের বাসভবন থেকে এক টাকারও দুর্নীতি পাওয়া গেলে তা দেশের সামনে প্রমাণ পেশ করতে হবে... আমি বিজেপিকে বলতে চাই যে তাঁরা সঞ্জয় সিংয়ের বাসভবনে অভিযান চালিয়েছে, আমি তাঁদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি এবং তাঁর ব্যাঙ্ক লকারে অভিযান চালাতে ইডি, সিবিআই পাঠান... আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি যে দুর্নীতির এক পয়সাও পাওয়া যাবে না।'

উন্নয়নের নামে পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে, বন্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য রাজ্যপাল বোসের

দার্জিলিং, ৫ অক্টোবর (হি.স.): উন্নয়নের নামে পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করা হচ্ছে, বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনের পর এই মন্তব্য করলেন উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, সিকিমে যে দুর্যোগ এসেছে, তা প্রশমিত করার জন্য নির্দিষ্ট গবেষণা করা দরকার। উত্তরবঙ্গের বন্যা কবলিত এলাকায় যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় রাজ্যপাল বলেন, এই ধরনের দুর্যোগ যাতে আবার না হয় সেজন্য স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করা উচিত।

বৃষ্টি বিপর্যয়ের পর বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার সকালে উত্তরবঙ্গে পৌঁছন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যপাল বাগডোগরায় বিমান থেকে নেমে চলে যান শিলিগুড়ির স্টেট সার্কিট হাউজে। সেখান থেকে তাঁর কনভয় বেরিয়ে সোজা পাহাড়ে উঠে যায়। তিনি দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তায় বন্যা কবলিত এলাকা ঘুরে দেখেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস বলেছেন, 'পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। বহু মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়েছেন এবং এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। আকস্মিক বন্যা এমন কিছু যা সর্বত্র উদ্বেগের কারণ। আমাদের দেখতে হবে অবিলম্বে কী করা যায় এবং কী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে...একটি বিপর্যয়ের কোনও ভৌগলিক সীমানা থাকে না...সুতরাং, সরকার, সুশীল সমাজ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সব স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে মানুষের স্বার্থে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন এবং সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।'

বন্যা-কবলিত এলাকা খতিয়ে দেখলেন রাজ্যপাল, বোস বললেন পরিস্থিতি উদ্বেগজনক

দার্জিলিং, ৫ অক্টোবর (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে সিকিম থেকে উত্তরবঙ্গের সমতলে নেমে এসেছে তিস্তা নদী। বুধবারের সেই বিপর্যয়ের পর বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার সকালে উত্তরবঙ্গে পৌঁছন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। একই দিনে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকও। তিনিও বন্যা কবলিত এলাকা ঘুরে দেখবেন।

বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যপাল বাগডোগরায় বিমান থেকে নেমে চলে যান শিলিগুড়ির স্টেট সার্কিট হাউজে। সেখান থেকে তাঁর কনভয় বেরিয়ে সোজা পাহাড়ে উঠে যায়। তিনি দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তায় বন্যা কবলিত এলাকা ঘুরে দেখেন। পাহাড়ের পরিস্থিতি দেখে রাজ্যপালের কনভয় যাবে জলপাইগুড়ির দিকে। সেখান থেকে ফিরে শিলিগুড়ির সার্কিট হাউজে আবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়ার কথা রাজ্যপালের। শোনা যাচ্ছে, রাজ্যপালের কনভয় কালিঝোরা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ধসের জেরে সামনের রাস্তা ঠিক নেই বলে জানা গিয়েছে।

দার্জিলিংয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস বলেছেন, 'পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। বহু মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়েছেন এবং এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। আকস্মিক বন্যা এমন কিছু যা সর্বত্র উদ্বেগের কারণ। আমাদের দেখতে হবে অবিলম্বে কী করা যায় এবং কী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে...একটি বিপর্যয়ের কোনও ভৌগলিক সীমানা থাকে না...সুতরাং, সরকার, সুশীল সমাজ, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সব স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে মানুষের স্বার্থে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন এবং সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।

প্রকাশ্যে দুর্নীতি করাই আপ-এর চরিত্র, ধরা পড়লেই তা নিয়ে রাজনীতি শুরু করে : সম্বিত পাত্র

ভুবনেশ্বর, ৫ অক্টোবর (হি.স.): প্রকাশ্যে দুর্নীতি করাই আম আদমি পার্টির চরিত্র, আর ধরা পড়লেই তা নিয়ে রাজনীতি শুরু করে। বৃহস্পতিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। বৃহস্পতিবার সকালে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন সম্বিত, সেখানে তিনি আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে মুখ খোলেন।

সম্বিত বলেছেন, 'আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিংকে গতকাল ইডি একটি আবগারি কেলেঙ্কারির মামলায় গ্রেফতার করেছে, প্রকাশ্যে দুর্নীতি করা আপ-এর চরিত্র এবং যখন তাঁরা ধরা পড়ে, তখন তা নিয়ে রাজনীতি শুরু করে।' সম্বিত পাত্র আরও বলেছেন, 'মিডিয়া সূত্রের মতে, সঞ্জয় সিংয়ের বাড়ি থেকে পাওয়া অপরাধমূলক নথিগুলি আপ-এর শ্রেণীবিন্যাসের শীর্ষে থাকা কাউকে দোষী সাব্যস্ত করবে।'

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

পুজোর ক'টা দিন সকাল বিকেল কী কী খাওয়া হবে

কেনাকাটার পাশাপাশি পুজোর ক'টা দিন সকাল-বিকেল কী কী খাওয়া হবে, সেই পরিকল্পনাও চলতে থাকে জোরকদমে। বাড়ির সদস্যের বেশির ভাগই বিরিয়ানির পক্ষে। সেখানেই সব আলোচনা "দ্য এন্ড" হয়ে যাওয়ার কথা। তবে পুজোর ভোগ, পোলাও-কষা মাংস ছেড়ে রোজ বিরিয়ানি খেতে সকলের ভাল না-ও লাগতে পারে। সে ক্ষেত্রে দারুণ একটি পদ হতে পারে তাওয়া পোলাও।

মিষ্টি বাসন্তী পোলাও তো অনেক খেয়েছেন। এ বার পুজোয় একটু মুম্বইয়ের খাবারের দিকে নজর ঘোরানো যেতেই পারে। কী ভাবে রাঁধবেন? রইল রেসিপি।

উপকরণ:

বাসমতি চালের ভাত: ২ কাপ
পেঁয়াজ কুচি: আধ কাপ
আদা-রসুন বাটা: ১ চামচ
গোটা জিরে: ১ চা চামচ
তেজপাতা: ১টি
ক্যাপসিকাম কুচি: আধ কাপ
টোম্যাটো কুচি: আধ কাপ
কড়াইশুঁটি: আধ কাপ
পাতিলেবুর রস: ২ টেবিল চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো: আধ চা চামচ
তেল: ২ টেবিল চামচ
নুন: স্বাদ অনুযায়ী
পাও ভাজি মশলা: ১ চা চামচ
ধনেপাতা কুচি: ২ টেবিল চামচ

প্রণালী:

১) প্রথমে কড়াইতে তেল গরম করে নিন।
২) ফোড়ন হিসাবে দিন জিরে এবং তেজপাতা।
৩) পেঁয়াজ ভাজতে দিন। সামান্য ভাজা হয়ে এলে দিয়ে দিন আদা-রসুন বাটা।
৪) এর পর একে একে ক্যাপসিকাম, টোম্যাটো, কড়াইশুঁটি দিয়ে নাড়তে থাকুন। যাঁরা আলু খেতে ভালবাসেন, তাঁরা তা-ও দিতে পারেন।
৫) সব্জি সেদ্ধ করার জন্য এই সময়ে সামান্য একটু নুন দিন।
৬) ভাজা হয়ে এলে পাওভাজি মশলা দিয়ে দিন।
৭) এ বার সব্জির সঙ্গে ভাত মিশিয়ে নিন। ভাল করে নাড়তে থাকুন।
৮) এ বার উপর থেকে ধনেপাতা ছড়িয়ে আঁচ বন্ধ করে দিন।
৯) পরিবেশন করার আগে লেবুর রস ছড়িয়ে নিলেই তৈরি তাওয়া পোলাও।

রক্তে অতিরিক্ত সোডিয়াম কি কিডনির ক্ষতি করে?

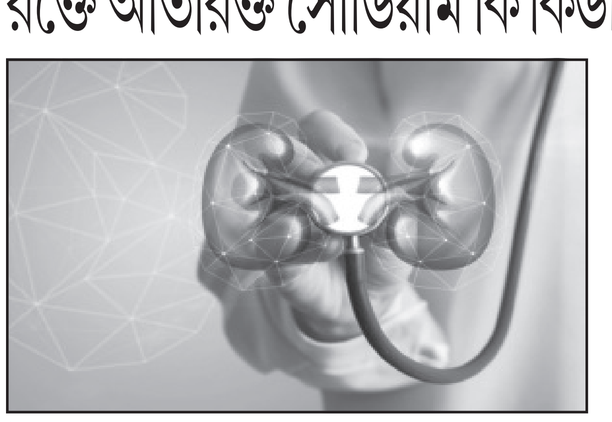

উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা পারিবারিক। তাই সাবধানে থাকলেও ৪০-এর পর তার ছোবল এড়াতে পারেননি। কিন্তু কিডনির সমস্যা তো ছিল না। হঠাৎ সেই সমস্যা দেখা দেওয়ায় কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। কিডনি ভাল রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খাওয়ার পরামর্শ দেন সকলে। তা খেলেও যে কিডনি ভাল থাকবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা কিন্তু নেই। বরং কিডনির সমস্যা থাকলে মেপে জল খেতে বলেন চিকিতকেরা। কিন্তু উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে এই সমস্যা অনেক ক্ষেত্রেই এড়িয়ে চলা যায়।

উচ্চ রক্তচাপ কী ভাবে কিডনির ক্ষতি করে?

চিকিৎসকেরা বলছেন, দীর্ঘ দিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ কিডনির ক্ষতি করতে পারে। কারণ, কিডনি রক্তে সোডিয়াম এবং পটাশিয়ামের ভারসাম্য রক্ষা করে। তা ছাড়া রক্তের চাপ বেশি থাকলে কিডনির গায়ে ভেসে থাকা রক্তবাহিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তা বিকল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কী করবেন?

১) সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এক দিনে শরীরে যেন কোনও ভাবেই ৩ গ্রামের বেশি নুন না যায়। সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। পাশাপাশি, ফল, সব্জি, দানাশস্য এবং ফাইবারযুক্ত খাবার খেতে হবে বেশি করে।

২) নিয়মিত শরীরচর্চা করলেও কিন্তু উচ্চ রক্তচাপ বশে থাকে। হার্টের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে সপ্তাহে ১৫০ মিনিট শরীরচর্চার পিছনে ব্যয় করতেই হবে। তবে কী ধরনের শরীরচর্চা কার জন্য সঠিক তা চিকিৎসক এবং প্রশিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে তবেই ঠিক করবেন।

৩) অতিরিক্ত ধূমপান করার অভ্যাস থাকলেও কিন্তু কিডনির স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে। কারণ, ধূমপানের অভ্যাস রক্তের চাপ বাড়িয়ে দিতে অনুঘটকের মতো কাজ করে।

৪) বর্তমান সময়ে কর্মক্ষেত্র, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কম-বেশি সকলেরই চাপ থাকে। কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশলও জানা জরুরি। শরীরচর্চা করতে না পারলে এমন কিছুর মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করুন যার ফলে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৫) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে যাঁদের নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়, তাঁরা যদি ওষুধ খেতে ভুলে যান। অনিয়মিত ভাবে ওষুধ খান, তা হলে রক্তের চাপ কিন্তু নিয়ন্ত্রণে থাকা মুশকিল। ওষুধ খাওয়ার পরেও যদি রক্তের চাপ বেড়ে যায়, সে ক্ষেত্রে কিডনির উপর চাপ পড়তেই পারে।

হার্টের সমস্যার কারণে রোজ সকালে হাঁটতে যান?

সুস্থ থাকতে হাঁটাচলার কোনও বিকল্প নেই। হাঁটার সময়টা যদি হয় সকাল, তা হলে স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবনা অনেকটাই কমে যায়। "মর্নিং ওয়াক" হল সুস্থ থাকার চাবিকাঠি। তেমনটাই বলে থাকেন চিকিতকেরা। শারীরিক কোনও সমস্যা থাক কিংবা না থাক, সকালে হাঁটলে অনেক রোগবালাই থেকেই দূরে থাকা যায়। ওজন কমানো, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, এমনকি হৃদ্রোগের মতো সমস্যার ক্ষেত্রেও সকালে হাঁটার অভ্যাস থাকলে অনেকটাই সুস্থ থাকা যায়।

তবে প্রাতর্ভ্রমণের উপকারিতা পেতে হলে হাঁটার পর সঠিক খাবারও খেতে হবে। সকালে হেঁটে আসার পর বাড়ি ফিরে কোন খাবারগুলি খেলে হৃদ্‌যন্ত্র ভাল থাকবে?

টম্যাটো

শরীরের যত্নে টম্যাটো দারুণ উপকারী। এতে থাকা লাইকোপিন হার্ট অ্যাটাক ঠেকিয়ে রাখতে পারে। তাই ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা না থাকলে সকালের কোনও খাবারে রাখুন টম্যোটা। হেঁটে আসার পর সেই খাবার খেলে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমবে।

শাকসব্জি

পর্যাপ্ত ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের সমৃদ্ধ উত হল সবুজ শাকসব্জি। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রেখে ধমনীর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে নাইট্রেট সমৃদ্ধ শাক। তবে, রাতে বিপাকহার কম থাকে। তাই রাতে শাক খাওয়া এড়িয়ে চলাই ভাল। বরং বাড়তি উপকারিতা পেতে সকালের হেঁটে আসার পর সবুজ শাকসব্জি বেশি করে খান।

বাদাম

বাদামে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ বেশি। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বশে রাখতে এই যৌগটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়াও "হার্ট ইউকে" সংস্থা জানাচ্ছে, বাদামে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। যা ধমনীতে ক্ষতিকর মেদ জমতে বাধা দেয়। তাই সকালে বাদাম খাওয়ার অভ্যাস করলে হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমে।

সয়াজাত খাবার

টোফু, সয়া দুধের মতো সয়াজাত খাবার খেলেও কোলেস্টরেল নিয়ন্ত্রণে থাকে। কারণ, এই সব খাবারে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ অনেক কম। মাংস বা ফুল ফ্যাট দুগ্ধজাত খাবারের বিকল্প হিসাবে সয়াজাত খাবার বেছে নেওয়াই ভাল। সকালের দিকে এ ধরনের খাবার খেলে আরও বেশি উপকার পাবেন।

অ্যালঝাইমার্স প্রতিরোধ করার কি সত্যিই কোনও উপায় আছে?

বয়স বাড়লে স্মৃতি মাঝেমাঝেই বিশ্বাসঘাতকতা করে। প্রয়োজনীয় জিনিস সকালে হয়তো কোথাও রেখেছেন, দুপুর গড়াতেই তা মনে করতে না পারা। দীর্ঘ দিনের প্রতিবেশীকে সামনে দেখেও চিনতে না পারা। বয়স বাড়লে স্মৃতি মাঝেমাঝে লুকোচুরি করে। বয়সজনিত কারণেই যে সব সময়ে ভুলে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়, তা নয়।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় চেনা মুখ, নিজের জিনিস, সহজ কথা মনে রাখতে না পারার নেপথ্যে রয়েছে অ্যালঝাইমার্স। ভুলে যাওয়ার সমস্যা অনেকেরই হয়। কিন্তু কেউ অ্যালঝাইমার্সের শিকার কি না, তা বোঝা সহজ নয়। রোগের লক্ষণগুলি নিয়েই আনন্দবাজার অনলাইনের ফেসবুক এবং ইউটিউব গত সপ্তাহে আলোচনা করেছিলেন অনুত্তমা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ পর্বে অ্যালঝাইমার্স প্রতিরোধ সম্ভব কি না, সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসলেন মনোবিদ। গত পর্বের মতো এ সপ্তাহেও মনোবিদের সঙ্গে ছিলেন চিকিতক আবির মুখোপাধ্যায়। প্রতি পর্বের আগেই অনুত্তমার কাছে পাঠানো যায় প্রশ্ন। আলোচনার বিষয় ভুলে যাওয়া হলেও প্রতি সপ্তাহের এ পর্বে ই-মেলে তেমন মনোবিদকে প্রশ্ন পাঠাতে ভোলেননি অনেকেই। সুব্রত নামে এক ব্যক্তি জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছেন, অ্যালঝাইমার্স প্রতিরোধ করতে কি দৈনিক জীবনযাপনের কোনও ভূমিকা আছে? ইদানীং দেখছি এই সমস্যা আরও বেড়ে গিয়েছে। আমাদের কি কিছু করণীয় আছে?"

চিকিতকের উত্তর, """অতিরিক্ত মানসিক চাপের কারণেও কগনিটিভ ডিসফাংশন হতে পারে। মানসিক উদ্বেগের সঙ্গে ভুলে যাওয়া ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তবে এই অসুখ ঠেকাতে আমাদের জীবনযাপনের দিকে নজর দিতে হবে। যে ধরনের জীবনযাপন আমাদের হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমাবে, সেই একই ধরনের জীবনযাপন ডিমেনশিয়াও কমাবে। কেউ যদি ধূমপান করেন, তা হলে সেই অভ্যাস বন্ধ করতে হবে। মদ্যপানের ক্ষেত্রেও পরিমিত মদ্যপান করা জরুরি। একসঙ্গে ওজনও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে অ্যালঝাইমার্সের ঝুঁকি কমাতে হলে। ওজন বশে রাখলে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। ডিমেনশিয়া তো আসলে বার্ধক্যের অসুখ। তাই ডিমেনশিয়া যদি আটকে অন্তত ৮০ বছর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়, তা হলেও তো সুস্থ থাকা যায়। এ ছাড়াও "কগনিটিভ ফাংশন" আরও সক্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে কয়েকটি দিকে নজর দেওয়া জরুরি। মানসিক ভাবে ভাল থাকতে হবে। মনের যত্ন নিতে হবে। পছন্দের কাজ করতে হবে। মস্তিষ্ককে নিস্তরঙ্গ ভাবে বয়ে যেতে দিলে চলবে না। মাথা খাটাতে হবে।

ডায়াবিটিস কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে থাকছে না?

ঘরে ঘরে এখন ডায়াবিটিসের রোগী। এক বার রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লেই খাওয়াদাওয়ায় চলে আসে একাধিক বিধিনিষেধ। খাওয়াদাওয়ায় রাশ না টানলে ডায়াবিটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব নয়। কেবল চিনি খাওয়া বন্ধ করলেই হবে না, বাইরের প্রক্রিয়াজাত খাবার, তেলমশলা যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। ডায়াবেটিকদের সব সময় বাড়ির খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। খাবার বাড়ির হলেও কোন তেলে রাঁধছেন, সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। জেনে নিন, কোন তেল দিয়ে রাঁধলে রক্তে শর্করার মাত্রা বশে থাকবে। অলিভ অয়েল: অলিভ অয়েলে রয়েছে সব রকমের উপকারী উপাদান। এতে রয়েছে কিছু উপকারী ফ্যাটও, যা রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়তে দেয় না। শুধু ডায়াবিটিস নয়, যাঁরা হৃদ্রোগের সমস্যায় ভুগছেন, অলিভ অয়েল তাঁদের জন্যেও কম উপকারী নয়।

অ্যাভোকাডো অয়েল: ডায়াবেটিকদের হেঁশেলে এই তেল থাকা জরুরি। অ্যাভোকাডো অয়েলে রয়েছে উপকারী মোনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে দেয় না। সেই সঙ্গে কোলেস্টেরল রোগীদের জন্যেও অ্যাভোকাডো অয়েল স্বাস্থ্যকর। উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও অ্যাভোকাডো অয়েল খাওয়া যেতে পারে। উপকার পাবেন।

বাদাম তেল: শরীরের যত্ন নিতে পিনাট বাটার অনেকেই খান। বাদাম তেলও কিন্তু কম স্বাস্থ্যকর নয়। ডায়াবিটিস থাকলে বাদাম তেল দিয়ে রান্না করা খাবার খাওয়া অভ্যাস করতে পারেন। এই তেলেও রয়েছে উপকারী মোনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট। এই ফ্যাট হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমায়। কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখে।

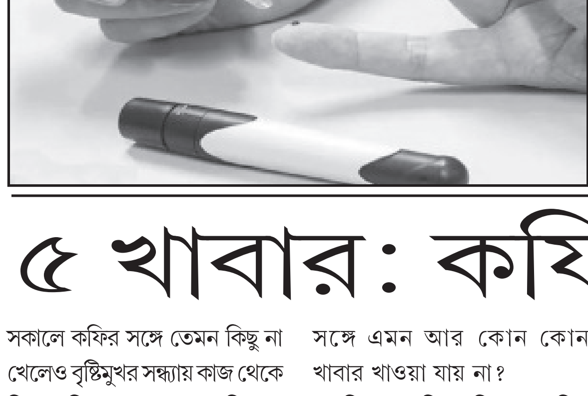

১ লক্ষ টাকা হাতে থাকলেই কোন কোন ধরনের ব্যবসা শুরু করা যায়

দীর্ঘ দিন চাকরি করে হাঁপিয়ে ওঠার পর ব্যবসা শুরু করার কথা অনেকেই ভাবেন। আবার শুরু থেকেই ব্যবসার দিকে বেশি ঝোঁক অনেকের। ব্যবসা এমন একটি পেশা, যেখানে গোটাটাই নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই অনেকেরই প্রথম পছন্দ ব্যবসা। নিজের ব্যবসায় কাজের স্বাধীনতা থাকলেও অনেক সময়ে পুঁজির কথা ভেবে পিছিয়ে যান অনেকেই।

ব্যবসা ছোট হোক কিংবা বড়, সেটা দাঁড় করাতে মূলধন বিনিয়োগ করতেই হয়। কিন্তু সেই মূলধনের অঙ্কটা যে সব সময়ে বড় অঙ্কের হতে হবে, তার কোনও মানে নেই। লাখ খানেক টাকাতেও কিন্তু নিজের একটি ব্যবসা গড়ে তুলতে পারেন। ১ লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে কোন ব্যবসাগুলি অনায়াসে শুরু করা যায়? ক্যুরিয়র সার্ভিস শুধু পুঁজি থাকলেও ব্যবসা করা যায় না। তার জন্য দরকার সঠিক পরিকল্পনা। সে ক্ষেত্রে কম সময়ে এবং কম মূলধন হাতে নিয়েও ক্যুরিয়র সার্ভিসের ব্যবসা শুরু করতে পারেন। ক্যুরিয়র সার্ভিস সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সেই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থানীয় ক্ষেত্রে একটি লাভজনক ব্যবসা শুরু করাই যায়। কিংবা কোনও সংস্থার "ফ্র্যানচাইজি" না নিয়েও নিজেই একটি সংস্থা তৈরি করতে পারেন। তবে সে ক্ষেত্রে প্রথম দিকে লাভজনক হবে না। টিকে থাকতে পারলে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

মোবাইল ফোন সারানোর সংস্থা

মোবাইল ফোন ছাড়া এখন এক পা চলা দুষ্কর। মোবাইল কোনও কারণে খারাপ হয়ে গেলে মাথার ঠিক থাকে না। কাজে বিঘ্ন ঘটে। অথচ যন্ত্র থাকলে তার গোলযোগও থাকবে। তাই ব্যবসা করার পরিকল্পনা থাকলে চোখ বন্ধ করে একটি মোবাইল রিপেয়ারিং সংস্থা খুলতে পারেন। লাখ খানেক টাকা হাতে থাকলে ব্যবসা শুরু করা যাবে। মোবাইলের যুগে এ ব্যবসায় লোকসানের ঝুঁকি কম।

ফুলের ব্যবসা প্রেমিকাকে খুশি করা থেকে বিয়ে, জন্মদিন থেকে বিবাহবার্ষিকী যে কোনও উদ্যাপন ফুল ছাড়া অসম্পূর্ণ। তাই কম পুঁজি নিয়ে ব্যবসা যদি করতেই হয়, তা হলে ফুলের ব্যবসা ভাল হতে পারে। পাইকারি দরে মফস্সল থেকে ফুল কিনে এনে সেগুলি শহুরে দামে বিকোলে লাভ কিছু কম হবে না। তা ছাড়া, শহরেও পাইকারি ফুলের দোকান আছে। সেখান থেকেও কম দরে ফুল কিনে আনতে পারেন।

৫ লক্ষণ: মুখে ফুটে উঠলেই সাবধান হতে হবে

শরীরে কোনও রোগ বাসা বেঁধেছে কি না, তা পরীক্ষা না করিয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষেও বলে দেওয়া কিন্তু কঠিন। আবার এমন অনেক লক্ষণ রয়েছে, যা মুখে ফুটে উঠলেও অনেক সময়েই এড়িয়ে যান সাধারণ মানুষ। সচেতনতার অভাব এবং ধারণা না থাকার ফলে অসুখ শরীরের মধ্যে ডালপালা বিস্তার করতে থাকে। মারাত্মক কিছু ঘটলে তখন খেয়াল হয়।

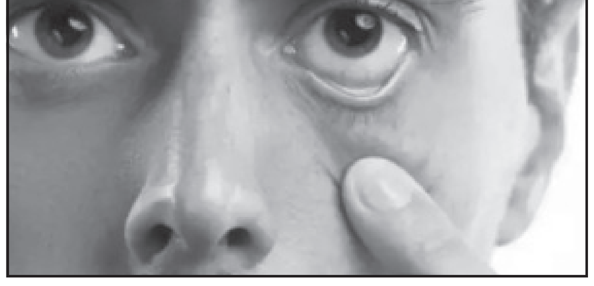

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসায় দেরি হয়ে যায়। তাই আগাম সতর্ক থাকা জরুরি।

১) চোখের তলার কালি

রাত জেগে কাজ করলে, সিরিজ দেখলে অনেক সময়েই চোখের তলায় কালি পড়তে পারে। আবার মানসিক চাপ, অবসাদের কারণেও চোখের তলায় কালি পড়ে। তবে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলেও কিন্তু এই লক্ষণ ফুটে উঠতে পারে।

২) চোখের তলার ফোলা ভাব

বয়স ৫০ পেরোনোর পরে অনেকেরই চোখের নীচে ফোলা ভাব লক্ষকরা যায়। কিন্তু চিকিতকেরা জানাচ্ছেন, এটি বেশ কিছু রোগের পূর্বলক্ষণ হতে পারে। কোলেস্টেরল থাকলে এমন লক্ষণ ফুটে ওঠে চোখের তলায়। তা ছাড়া উচ্চ রক্তচাপ, কিডনির সমস্যা থাকলেও চোখের তলায় ফোলা ভাব দেখা যায়।

৩) চোখে হলদেটে ভাব

সাধারণত জন্ডিস হলে, বা রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেশি থাকলে চোখের সাদা অংশ ঘোলাটে বা হলদেটে হয়ে যেতে পারে। তাই এমন লক্ষণ দেখলে আগেভাগে রক্ত পরীক্ষা করানো জরুরি।

৪) রক্তবর্ণ চোখ

স্নান করার পরে, চোখে সাবানের কণা বা শ্যাম্পু ঢুকে গেলে অনেক সময়েই চোখ লাল হয়ে যায়। তাই এই ধরনের লক্ষণ অনেকেই এড়িয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকেরা বলছেন, লিভারের কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হলেও চোখ এমন রক্তবর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তাই সময় থাকতেই সতর্ক হওয়া উচিত।

৫) ফাটা ঠোঁট

শীতকালে ঠোঁট ফাটার সমস্যা খুব সাধারণ। গরমকালেও কারও কারও এমন হয়। জল কম খেলে শুষ্ক হয়ে যেতে পারে ঠোঁট। কিন্তু এমন অনেকেই আছেন, যাঁদের সারা বছরই ঠোঁট ফাটে। মূলত ভিটামিন বি১২-এর ঘাটতির কারণে এমন হয়। এই ভিটামিনের অভাবে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই সচেতন হওয়া জরুরি।

শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি

শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ডি শরীরের ভিতরেই তৈরি হয়। এই ভিটামিন শরীরে ক্যালশিয়াম এবং ফসফরাস শোষণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তা ছাড়াও এটি শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, সংক্রমণ এবং রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে। হাড় ও দাঁতের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশকেও সহজ করে তোলে ভিটামিন ডি।

ভিটামিন ডি হাড় মজবুত করতে, ত্বকের ব্যাধিতে, এমনকি ক্যানসারের মতো রোগ প্রতিরোধে উপকারী। এটি শরীরের পেশিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। সূর্যের আলো থেকেও শরীর ভিটামিন ডি পায়। বর্ষাকালে মেঘলা দিনে শরীরে এই ভিটামিনের ঘাটতি হতে পারে। কেবল সূর্যরশ্মি থেকেই নয়, রোজের খাদ্যাভাসে সামান্য কিছু বদল আনলেও শরীরে এই ভিটামিনের ঘাটতি মেটানো সম্ভব। জেনে নিন রোজ কী কী খাবেন।

দুধ-দই-ছানা: দুগ্ধজাত খাবারে ভাল মাত্রায় ভিটামিন ডি থাকে। তাই হাড় মজবুত করতে ও শরীরকে চাঙ্গা করতে রোজের ডায়েটে দুধ, দই, ছানা, ছাঁচ, চিজ এগুলি রাখা যেতেই পারে।

ওট: যে কোনও দানাশস্যে ভাল মাত্রায় ভিটামিন ডি থাকে। রোজের ডায়েটে ওট রাখতে পারেন। প্রাতরাশে দুধ-ওট খেতে পারেন। এতে কাঠবাদাম, খেজুর, আখরোট দিতে পারলে আরও ভাল। শুকনো ফলও ভিটামিন ডি-র উত। তা ছাড়া, ওটের খিচুড়ি, পুডিং, কুকিজও খেতে পারেন।

মাছ: তেলাপিয়ার মতো তেলযুক্ত মাছ ভিটামিন ডি-র ভাল উত। এই মাছ রোজের ডায়েটে রাখলে ক্যালশিয়াম ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডেরও ঘাটতি মেটে। হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে এই মাছ খাদ্যতালিকায় রাখতেই হবে।

মাশরুম: এই খাবারে ফ্যাটের পরিমাণ খুব কম থাকে। তার পাশাপাশি, উচ্চ পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। মাশরুমেও ভাল মাত্রায় ভিটামিন ডি থাকে।

পালং শাক: এই শাকে ভরপুর মাত্রায় ভিটামিন ডি ও ক্যালশিয়াম থাকে। তাই রোজের ডায়েটে বিভিন্ন ভাবে পালং শাক খেতে পারেন।

৫ খাবার: কফির সঙ্গে খেলেই বিপদ

সকালে কফির সঙ্গে তেমন কিছু না খেলেও বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে কফি খাবেন। আবার যদি খবর না দিয়ে বন্ধুবান্ধব চলে আসে, তা হলে কথাই নেই। চা কিংবা কফির সঙ্গে টুকটাক "টা" তো খেতেই হয়। মুখরোচক "টা" হিসাবে বেশ জনপ্রিয় ওট কুকিজ, চিজ বল বা মশলা দেওয়া মটর। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এই খাবারগুলি কফি বা ক্যাফিনজাতীয় খাবারের সঙ্গে একেবারেই খাওয়া যায় না। কফির সঙ্গে এমন আর কোন কোন খাবার খাওয়া যায় না?

১) চিজ বা পনির কফির সঙ্গে চিজ বল বা পনির চপ খেতে ভালবাসেন অনেকেই। কিন্তু দুগ্ধজাত এই খাবারগুলি ক্যাফিনজাতীয় পানীয়ের সঙ্গে খেতে বারণ করেন পুষ্টিবিদেরা। কাঠবাদামও রয়েছে এই তালিকায়। এই খাবারগুলি খেলে শরীরে ক্যালশিয়াম শোষণের ক্ষমতা কমে যায়। ২) খাসির মাংস খাসির মাংসে জিঙ্কের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। কিন্তু ক্যাফিনজাতীয় পানীয়ের সঙ্গে খাসির মাংস খেলে জিঙ্ক শোষণের ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাই কোনও ভাবেই কফির সঙ্গে খাসির মাংসের মুখরোচক কোনও পদই খাওয়া যায় না। ৩) ওট স্বাস্থ্য সচেতন, তাই ওট দিয়ে তৈরি মুখরোচক "টা" খেয়ে থাকেন কফির সঙ্গে। খাসির মাংসের মতোই ওটের মধ্যেও জিঙ্ক রয়েছে। তাই এই খাবারটিও ব্রাত্য। ৪) ডিম ডিমে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি হলেও জিঙ্কের পরিমাণ কম নয়। তাই পুষ্টিবিদেরা এই খাবারটিও কফির সঙ্গে খেতে বারণ করেন। ৫) মটরশুঁটি উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উৎস

মটরশুঁটি। কফির সঙ্গে মশলা দেওয়া মুচমচে মটর খেতেও মন্দ নয়। কিন্তু কফির সঙ্গে মটর খেলে তার পুষ্টিগুণ একেবারেই শূন্য হয়ে যায়।

সঞ্জয়ের পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাউতের, শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা বললেন বিজেপি রাজনীতি করছে

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর (হি.স.): আবগারি মামলায় ধৃত আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) সাংসদ সঞ্জয় রাউত। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে সঞ্জয় সিংয়ের বাসভবনে গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন সঞ্জয় রাউত। পরে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, বিজেপি রাজনীতি করছে। প্রসঙ্গত, আবগারি নীতি মামলায় বুধবার সন্ধ্যায় সঞ্জয় সিংকে গ্রেফতার করেছে ইডি।

সঞ্জয় সিংয়ের পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'সঞ্জয় সিং শুধুমাত্র আম আদমি পার্টির একজন সাংসদ নন, তিনি আমাদের বন্ধু এবং ভাই। যেভাবে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, আমি বিশ্বাস করি, এটি একটি যুদ্ধ এবং সঞ্জয় সিং এবং অন্যান্য যারা গ্রেফতার হয়েছেন, আমি তাদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে বিবেচনা করি। আমি সঞ্জয় সিং-এর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি এবং তাঁদের আশ্বস্ত করেছি যে আমরা তাঁদের পাশে আছি।'

বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'বিজেপি কেন্দ্রীয় এজেন্সি ব্যবহার করে রাজনীতি করছে... ২০২৪ সাল পর্যন্ত তাঁরা এমনটা করতে থাকুক, আমরাও লড়াই চালিয়ে যাব... যেখানেই বিজেপি সরকার নেই, সেখানেই এই অভিযান চলবে।'

হোয়াইট হাউস থেকে সরানো হল 'ফার্স ডগ' কমান্ডারকে

ওয়াশিংটন, ৫ অক্টোবর (হি. স.): কুকুর আতঙ্ক হোয়াইট হাউসে। গত দু'বছরে মোট ১১ জন কুকুরের কামড়ের শিকার হয়েছেন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মোড়া আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবনে। অবশেষে হোয়াইট হাউস থেকে বিতাড়িত মার্কিন ফার্স লেডির প্রিয় পোষ্য জার্মান শেফার্ড'ক্যমান্ডার'। পরিস্থিতির চাপে এবার ওই কুকুরটিকে সরানো হল হোয়াইট হাউস থেকে।

উপরের ব্যালকনি থেকে সমগ্র হোয়াইট হাউসে অবাধ আনাগোনা ছিল তার। ২ বছরের এই জার্মান শেফার্ডের গলার গুরুগম্ভীর আওয়াজে সরগরম থাকত সমগ্র হোয়াইট হাউস। কিন্তু, এই পর্যন্ত ঠিক ছিল। সম্প্রতি হোয়াইট হাউসের কর্মীদের উপর হামলা চালাতে শুরু করে ২ বছরের জার্মান শেফার্ড। ফলে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল হোয়াইট হাউসের কর্মীদের মধ্যে। এমনকি ডাকাবুকো নিরাপত্তাকর্মীরা পর্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। জানা গিয়েছে, হোয়াইট হাউসের পাশাপাশি ডেলাওয়্যারের পারিবারিক বাড়িতেও প্রেসিডেন্টের পোষ্য 'কমান্ডার' হামলা চালিয়েছে নিরাপত্তারক্ষী এবং গোয়েন্দা আধিকারিকদের উপর। গত মাসেও কমান্ডারের হামলায় জখম হন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আমেরিকার সিক্রেট সার্ভিসের এক কর্মী। জখম গুরুতর হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতেও হয়েছিল। একটি মার্কিন সংবাদপত্রের খবর শেষ পর্যন্ত দু'বছর বয়সি ওই জার্মান শেপার্ডটিকে হোয়াইট হাউস থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাইডেন। বিবৃতি দিয়ে মার্কিন ফার্স লেডির কমিউনিকেশন ডিরেক্টর এলিজাবেথ আলেক্সান্ডার জানিয়েছেন 'ক্যমান্ডার' আর 'হোয়াইট হাউসে নেই'।

বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, হোয়াইট হাউসের যে কর্মীরা তাঁদের সবসময় নিরাপত্তা দেন, তাঁদের সুরক্ষার বিষয়ে যত্নশীল প্রেসিডেন্ট বাইডেন এবং তাঁর স্ত্রী। কমান্ডার বর্তমানে হোয়াইট হাউস ক্যাম্পাসে নেই। যদিও প্রেসিডেন্ট ও ফার্স লেডির প্রিয় পোষ্যকে কোথায় পাঠানো হয়েছে, তা তিনি স্পষ্ট করেননি।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে হোয়াইট হাউসে ঠাঁই হয় কমান্ডারের। তার আগেও বাইডেনের পোষ্যপ্রেমের নজির রয়েছে। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতে দুই জার্মান শেপার্ড চ্যাম্প ও মেজরকে নিয়ে সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করেছিলেন বাইডেন। সরকারিভাবে তাদের 'ফার্স ডগ অব আমেরিকা' তকমাও দেওয়া হয়েছিল।

সাউথ পয়েন্টের ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু

কলকাতা, ৫ অক্টোবর (হি. স.): বুধবার সন্ধ্যায় বাঘাযতীনের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ১৫ বছরের এক স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, দশম শ্রেণির ছাত্রটির মৃত্যু হয়েছে বেশি মাত্রায় ওষুধ খাওয়ার জেরে। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। যদিও পরিবারের তরফে এ ব্যাপারে থানায় কোনও অভিযোগ করা হয়নি।

দক্ষিণ কলকাতার নাকতলার বাসিন্দা ৪৭ বছরের নভনীত মান্নার ছেলে ১৫ বছরের নীলাদ্রি। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের দশম শ্রেণিতে পড়ত। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ২ অক্টোবর, সোমবার অসুস্থতা নিয়ে তাকে বাঘাযতীনের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

তিস্তার তাণ্ডবে লন্ডভন্ড পরিস্থিতি, বন্যা-কবলিত এলাকা খতিয়ে দেখলেন রাজ্যপাল বোস

জলপাইগুড়ি, ৫ অক্টোবর (হি.স.): মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে সিকিম থেকে উত্তরবঙ্গের সমতলে নেমে এসেছে তিস্তা নদী। বুধবারের সেই বিপর্যয়ের পর বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার সকালে উত্তরবঙ্গে পৌঁছলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। একই দিনে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকও। তিনিও বন্যা কবলিত এলাকা ঘুরে দেখবেন।

বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যপাল বাগডোগরায় বিমান থেকে নেমে চলে যান শিলিগুড়ির স্টেট সার্কিট হাউজে। সেখান থেকে তাঁর কনভয় বেরিয়ে সোজা পাহাড়ে উঠে যায়। তিনি দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তায় বন্যা কবলিত এলাকা ঘুরে দেখেন। পাহাড়ের পরিস্থিতি দেখে রাজ্যপালের কনভয় যাবে জলপাইগুড়ির দিকে। সেখান থেকে ফিরে শিলিগুড়ির সার্কিট হাউজে আবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়ার কথা রাজ্যপালের। শোনা যাচ্ছে, রাজ্যপালের কনভয় কালিঝোরা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ধসের জেরে সামনের রাস্তা ঠিক নেই বলে জানা গিয়েছে।

সিকিমে আকস্মিক বন্যায় মৃত্যু অন্তত ১৪ জনের; নিখোঁজ ১২০, আহত ২৬ জন

গ্যাংটক, ৫ অক্টোবর (হি.স): ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে উত্তর সিকিম। বুধবারের মেঘভাঙা বৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৪ জনের। সিকিমের সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও ২২ জন সেনা জওয়ান-সহ অন্তত ১২০ জন নিখোঁজ। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। বুধবার সকালে ২৩ জন জওয়ানের নিখোঁজ হওয়ার খবর মিলেছিল। তাঁদের মধ্যে একজন পাওয়া এক জন জওয়ানকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ওই জওয়ানের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে সেনা সূত্রে খবর।

সিকিম সরকার জানিয়েছে, আকস্মিক বন্যায় মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের, ১০২ জনের কোনও খোঁজ মেলেনি ও ২৬ জন আহত। এদিকে, তিস্তায় হড়পা বানের জেরে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাকিয়ং, গ্যাংটক, নামচি এবং মঙ্গন জেলা। ভেসে গিয়েছে বহু সেতু। জলময় বাড়িঘর। কিছু জায়গায় জলের তোড়ে সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে পড়েছে বড় বড় বিল্ডিং। কাদাস্রোতের তলায় চাপা পড়ে রয়েছে বহু বসতি, রাস্তাঘাট, সেনাছাউনি। পরিস্থিতি জরিপ করে আগামী ৮ অক্টোবর পর্যন্ত পাকিয়ং, গ্যাংটক, নামচি এবং মঙ্গনের সমস্ত স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চালু করা হয়েছে একাধিক জরুরি পরিষেবার নম্বর।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যে কথা বলবে তাঁকেই ইডি, সিবিআই-এর মুখোমুখি হতে হবে : সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর (হি.স.): আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংকে গ্রেফতারির তীব্র নিন্দা করলেন শিবসেনার (উদ্ধব ঠাকরে) রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় সিং দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যে কথা বলবে তাঁকেই ইডি, আয়কর, সিবিআই-এর মুখোমুখি হতে হবে।

সঞ্জয় সিংকে গ্রেফতারির প্রসঙ্গে সঞ্জয় রাউত দাবি করেছেন, 'এটা প্রথম শুধুমাত্র আম আদমি পার্টির কথা নয়, এটা আইএনডিআই জোট সম্পর্কেও। যারা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছে... যে কেউ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছে তাঁকে ইডি, আইটি এবং সিবিআইয়ের মুখোমুখি হতে হবে। আমারাও এর মধ্য দিয়ে গিয়েছি। আমার দল এবং আমি গতকাল যেভাবে সঞ্জয় সিংকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তার নিন্দা জানাই। আজ ডিএমকে-র একজন সাংসদের বাসভবনেও ইডি পৌঁছেছে, এমনটা চলতেই থাকবে, প্রধানমন্ত্রী যদি নিজেকে নির্দোষ মনে করেন, তাহলে তিনি কেন এগিয়ে এসে সংসদে দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করেন না?'

আসানসোলে ভেঙে গেল সাঁকো, উদ্ধার ভেসে যাওয়া যুবক

কলকাতা, ৫ অক্টোবর (হি. স.): এক যুবক-সহ আসানসোলে ভেসে গেল একটি অস্থায়ী সেতু। যদিও পরে ওই যুবককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং তিনি সুস্থ রয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত কসাই মহল্লা এলাকায়।

ইতিমধ্যে এই ঘটনার ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক মাধ্যমে। তাতে দেখা যাচ্ছে, এক যুবক গাঁড়ুই নদীর উপরে অস্থায়ী বাঁশের সেতু দিয়ে পারাপার করছিলেন। সেই সময় জলের তোড়ে ভেসে যায় আস্ত সেতুটি। ফলে সেতুর সঙ্গে ভেসে যান যুবকও।

গত চার দিনের টানা বৃষ্টিতে আসানসোলের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া গাঁড়ুই এবং নুনিয়া নদী ফুঁসছে। প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে জলস্তর। ফলে এমনিতেই প্লাবনের আশঙ্কায় রয়েছেন আসানসোলবাসী। এরই মাঝে বুধবার রাতে আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত কসাই মহল্লা এলাকায় একটি অস্থায়ী বাঁশের সেতু জলের তোড়ে ভেসে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিপজ্জনক বুঝেও বুধবার রাতে ওই যুবক বাঁশের অস্থায়ী সেতু দিয়ে পারাপার করছিলেন। তখনই জলের তোড়ে অস্থায়ী সেতুটির সঙ্গে যুবকও ভেসে যায় নদীর জলে। যদিও কিছুক্ষণ পর ওই যুবককে নদীর ওপার থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক পুলিশের

কলকাতা, ৫ অক্টোবর (হি. স.): পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু এক পুলিশ কর্মীর। মৃত পুলিশ কর্মীর নাম দেবাশিস দাস (৫৭)। তিনি হাওড়া সিটি পুলিশের কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন।

ঘটনাটি বুধবার রাত দশটা নাগাদ বেতাইতলা এলাকায় ঘটে। মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের নেমে আসে শোকের ছায়া। জানা গিয়েছে, পুলিশ কর্মী দেবাশিস দাস ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। ফেরার পথে বেতাইতলার মোড় থেকে ব্রিজে ওঠার সময় স্কুটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হঠাৎই পড়ে যান। ঠিক সেই সময় পিছন দিক থেকে আসা একটি ১০ চাকার ট্রেলার তাঁর শরীরের উপর দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন তিনি। দুর্ঘটনার বিষয়ে লক্ষ্য করে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দুর্ঘটনা দেখে বেশ কিছু ট্রাফিক পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন।

বিশ্বকাপ শুরুর দিনে গুগল ডুডলেও ব্যাটে-বলের লড়াই

কলকাতা, ৫ অক্টোবর (হি. স.): ক্রিকেট জ্বরে ভুগছে গুগলও। ১২ বছর পর ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপের আসর বসেছে। বৃহস্পতিবার থেকে টুর্নির লড়াইয়ে নেমে পড়ছে ১০ দেশ। মেগা টুর্নামেন্টের শুরুর দিনেই বিশেষ ডুডল তৈরি করল গুগল। বৃহস্পতিবার বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। গত বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট ছিল দুই দল।

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই একেবারে খোলনলচে বদলে গেল গুগলের। ভারতের মাটিতে আয়োজিত বিশ্বকাপ উপলক্ষে অ্যানিমেটেড ডুডল তৈরি করা হয়েছে। নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গুগলের হোম পেজ। শুধু ডুডল নয়, মেগা টুর্নামেন্টের জন্য নিজেদের লোগোও পালটে ফেলেছে সংস্থাটি। গুগলের নামের পাশে দেখা যাচ্ছে একটি ক্রিকেট ব্যাটও। ডুডলের পাশাপাশি হোম পেজটিও বেশ খানিকটা পালটে ফেলেছে গুগল। সংস্থার ইংরাজি বানানের মধ্যেও রাখা হয়েছে ক্রিকেটের ছোঁয়া। গুগল নামের বানানে একটি 'ও' রাখা হয়েছে ক্রিকেট বলের আদলে। এল অক্ষরটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে ক্রিকেট ব্যাট। এছাড়াও সার্চ বারের পাশেই দেখা যাচ্ছে একটি ব্যাট ও বলের ছবিও ডুডলে দেখা যাচ্ছে, মাঠে নেমে ক্রিকেট খেলছে দুটি হাঁস। ব্যাট হাতে ক্রিজ ছেড়ে রান নেওয়ার জন্য একেবারে তৈরি তারা। রান নেওয়ার জন্য দৌড়ও শুরু করে দিয়েছে এক প্রান্তের হাঁস।

বিজলিহীন সিকিমের বড় অংশ, হড়পা বানে ব্যাপক ক্ষতি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের

গ্যাংটক, ৫ অক্টোবর (হি. স.): হড়পা বানে শুধুমাত্র সিকিমের বিভিন্ন সেতু এবং রাস্তাই নয়, সেখানে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে সব থেকে বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের। মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে আসা সেই হড়পা বানে, মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে ভেসে গিয়েছে সেখানের বাঁধ। এর সঙ্গেই ভেসে গিয়েছে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী সেতুও।

এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা পর্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১০২ জন নিখোঁজ রয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন নিখোঁজদের মধ্যে আছে ২২জন সেনা জওয়ান। তাদের খোঁজ চলছে।

এদিকে, সিকিমের সব থেকে বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প অবস্থিত মঙ্গন জেলার চুংথাং এলাকায়। ওই হড়পা বানের জেরে সিকিম উর্জা (পূর্বতন তিস্তা উর্জা)-র পাওয়ার হাউস পুরোপুরি চলে যায় জলের তলায়। সেই এলাকার হড়পা বানের কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তার ছবি এবং ভিডিয়ো এখন ছড়িয়ে পড়ছে সামাজিক মাধ্যমে।

সেখানে জল কমে গেলে যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে তা জানান ওই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান সুনীল সারাওগি। উত্তর সিকিমের ওই এলাকা এই হড়পা বানের ফলে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। সেখানের, তিস্তা নদীর ওপর গড়ে ওঠা ১২০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ওই বিদ্যুৎকেন্দ্র গত বছরই প্রথম লাভের মুখ দেখে।

প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিতে হল সিন্ধুকে

হানঝাউ, ৫ অক্টোবর (হি.স.): এশিয়ান গেমস ব্যাডমিন্টনের মহিলাদের সিঙ্গলসে দৌড় শেষ পি ভি সিন্ধুর। ২ বারের অলিম্পিক্স পদকজয়ীকে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিতে হল। চলতি বছরে মোটে সাতটি টুর্নামেন্টে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিতে হল সিন্ধুকে।

আজ সেমিতে ওঠার লড়াইয়ে তিনি হেরে গেলেন চিনের হে বিংজিয়াওর বিরুদ্ধে। খেলার ফল সিন্ধুর বিপক্ষে ১৬-২১, ১২-২১। ৪৭ মিনিটেই সিন্ধু হার মানেন। উল্লেখ্য, ২০১৮ জাকার্তা এশিয়ান গেমসে রানার্স হয়েছিলেন সিন্ধু। এবার খালি হাতেই ফিরতে হল তাঁকে।

আর্চারির মেয়েদের কম্পাউন্ড থেকে সোনা জ্যোতিঅদিতিপরনীতের

হানঝাউ, ৫ অক্টোবর (হি.স.): আজ সকালে এশিয়াডে আর্চারিতে ভারতের মেয়েদের কমপাউন্ড টিম সোনা পেল। চাইনিজ তাইপের তিন মেয়ের বিরুদ্ধে ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েও নাটকীয় ভাবে ফিরে সোনা জিতলেন জ্যোতি, অদিতি ও পরনীতরা। তাইপের বিরুদ্ধে ২৩০-২২৯ পয়েন্টে জ্যোতি-অদিতি-পরনীতরা টিম ইভেন্টে সোনা জিতলেন।

সেমি ফাইনালে ওঠার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারত জয়লাভ করে। ফাইনালে ও শেষ সিরিজে দুরন্ত পারফর্ম করেন জ্যোতি, পরনীত, অদিতি। তিন মেয়েই খুঁজে নেন পারফেক্ট টেন। সেই চাপ আর নিতে পারেনি তাইপের টিম। এই জয়ে ১৯তম সোনা এল এ বারের এশিয়ান গেমস থেকে। উল্লেখ্য তীরন্দাজি বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপেও মহিলাদের দলগত কম্পাউন্ডে সোনা জিতেছিলেন জ্যোতি, অদিতি এবং পারনীতরা। বিশ্ব ক্রমপর্যায় তাঁরাই রয়েছেন শীর্ষ স্থানে। আর চাইনিজ তাইপের দল বিশ্বক্রমপর্যায়ের তিন নম্বরে রয়েছে।

সাক্ষাতের সময় চাওয়া নিয়ে আনন্দের সঙ্গে ও'ব্রায়ানের ঠাণ্ডা লড়াই

কলকাতা, ৫ অক্টোবর (হি. স.): তৃণমূল রাজভবন অভিযান ডেকেছে বৃহস্পতিবার। কিন্তু রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কলকাতায় নেই। সকাল থেকে তিনি উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করছেন। বুধবার তৃণমূলের তরফে রাজ্যপালের কাছে সময় চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু শাসকদলের দাবি, বোস জানিয়েছেন তিনি উত্তরবঙ্গে রয়েছেন। সেখানে গিয়ে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারে! রাজ্যপালের এই জবাবকে সরাসরি 'জমিদারি মানসিকতা' বলে তোপ দেগেছে বাংলার শাসকদল। তৃণমূলের তরফে রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজভবন জানায়, রাজ্যপাল কলকাতায় নেই। ফের তৃণমূলের তরফে একটি চিঠি দিয়ে বলা হয়, বোস কলকাতায় ফেরার পর তাদের একটা সময় দেওয়া হোক। তখনই তৃণমূলের প্রতিনিধিদল রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বঞ্চনা নিয়ে যা বলার বলবে। তার জবাবেই রাজ্যপাল তৃণমূলের প্রতিনিধিদলকে উত্তরবঙ্গে গিয়ে দেখা করার কথা বলছেন বলে দাবি ডেরেকের প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক দিল্লি অভিযানের সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপিকে 'জমিদারি মানসিকতা'র কথা বলে আক্রমণ করেছিলেন।

খাদ্যমন্ত্রীর বাড়িতে ইডি-র তল্লাশি, পুরনিয়োগ মামলায় রথীনের বিভিন্ন ঠিকানায় চলছে অভিযান

কলকাতা, ৫ অক্টোবর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রথীন ঘোষের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বেআইনি ভাবে পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার তথ্যের খোঁজে তাঁর বাড়িতে গিয়েছেন ইডি-র আধিকারিকেরা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা এবং কলকাতা-সহ রাজ্যজুড়ে রথীন ঘোষের সঙ্গে সম্পর্কিত ১২টিরও বেশি ঠিকানায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চলছে এই তল্লাশি অভিযান। রথীন দীর্ঘ দিন ধরে মধ্যমগ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। সেই সময় পুরনিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত করছে ইডি। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা নাগাদ খাদ্যমন্ত্রীর মাইকেলনগরের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। ৫টি গাড়িতে রথীনের বাড়িতে পৌঁছন ইডি আধিকারিকেরা। শুধু রথীনের বাড়িতেই নয়, ১০ থেকে ১২টি দলে ভাগ হয়ে বরাহনগর, সল্টলেক-সহ মোট ১২টি জায়গায় হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কামারহাটি পুরসভার তৃণমূলের পুর চেয়ারম্যান গোপাল সাহার অমৃতনগরের বাড়িতেও তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। পাশাপাশি বরাহনগর পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা মৌলিকের বাড়িতেও পৌঁছে গিয়েছে ইডির একটি দল। এছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার টিটাগড় পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত চৌধুরীর বাড়িতেও ইডি-র তল্লাশি অভিযান চলছে। টিটাগড় পৌরসভায় নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে এই অভিযান চালানো হচ্ছে বলে ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে।

কেজরিওয়াল যাদের সততার সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তাঁরা সবাই এক বছর ধরে জেলে : অনুরাগ ঠাকুর

রায়পুর, ৫ অক্টোবর (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। অনুরাগের কথায়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল যাদের সততার সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তাঁরা সবাই এক বছর ধরে জেলে রয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরে পৌঁছন অনুরাগ সিং ঠাকুর।

সেখানে তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিয়ে মানুষ হাসাহাসি করছে। তাঁর মুখে চিন্তার ছাপ দেখতে পাচ্ছেন মানুষ। উপ-মুখ্যমন্ত্রী জেলে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেলে - তাঁরা এমন মানুষ যারা 'ভারত এগেইনস্ট করাপশন' স্লোগান তুলে সামনে এসেছিলেন, কিন্তু এখন দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন...প্রধান চক্রী এখনও বাইরে। তাঁর নম্বরও আসবে। তদন্ত চলছে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল যাদের সততার সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তাঁরা সবাই এক বছরের জন্য জেলে।'

অসমের ডিমা হাসাও জেলা দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় পর্যটন স্থল : দেবোলাল

হাফলং (অসম), ৫ অক্টোবর (হি.স.): অসমের পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে এক আকর্ষণীয় পর্যটন স্থল। রাজ্যের পর্যটন বিভাগ এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ অসমের একমাত্র পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওকে এক বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্রস্থল হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ডিমা হাসাও জেলায় এমন কিছু জায়গা রয়েছে যে সব জায়গা পর্যটকদের সব সময় আকর্ষিত করে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের দিহামলাই আসনের অধীন ইভিংগ্লো গ্রাম ব্যতিক্রম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ইভিংগ্লো গ্রাম হচ্ছে প্লাস্টিক ফ্রি গ্রাম। এই গ্রামকে পর্যটকদের জন্য আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য হোম-স্টের ওপর প্রকল্প গ্রহণ করার পাশাপাশি ইভিংগ্লো গ্রামে একটি অতিথিশালা নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বাশাসিত পরিষদের, জানান মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীন দিহামলাই এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করে দেবোলাল গার্লোসা সাংবাদিকদের বলেন, দিহামলাই আসনের অন্তর্গত ইভিংগ্লো গ্রাম হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এবং হাফলং থেকে এই গ্রামের দুরত্ব বেশি নয়। ইভিংগ্লোয়ে এই গ্রামে আসা-যাওয়ার জন্য কয়েকটি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে যদিও, এখনও আরও কিছু রাস্তা ও সেতু নির্মাণের কাজ বাকি রয়েছে।

আর এ সব রাস্তা নির্মাণ হয়ে গেলে পর্যটকদের আসা-যাওয়া বৃদ্ধি হবে। তিনি বলেন, ইভিংগ্লো গ্রামের মতো আরও বহু পর্যটনস্থল আছে ডিমা হাসাও জেলায়। কিছু এই ইভিংগ্লো গ্রাম হচ্ছে প্লাস্টিক ফ্রি এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গ্রাম। আসনটির অধ্যক্ষ দেবোলাল গার্লোসো বলেন, পাহাড়ি জেলার পর্যটনকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ ও পর্যটন বিভাগ কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, বলসন গ্রামে ৫০০-এর বেশি স্টোন জার আছে। এই বলসন গ্রাম হচ্ছে এশিয়ার বৃহৎ স্টোন জার সংবলিত একটি গ্রাম। দেবোলাল বলেন, এই স্টোন জারগুলি সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইভিংগ্লো গ্রাম এবং ডিমা হাসাও জেলার মনরোম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য অসমের একমাত্র পাহাড়ি জেলায় পর্যটকদের আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশ : সমালোচনার মুখে অবশেষে গ্রেফতার চারণকবি রাধাপদর হামলাকারী

ঢাকা, ৫ অক্টোবর (হি. স.): দেশজুড়ে সমালোচনার মুখে গ্রেফতার উত্তর জনপদ জেলা কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার জনপ্রিয় চারণকবি রাধাপদ রায়ের ওপর হামলা মামলায় কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত রফিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশের পুলিশ। রফিকুল নাগেশ্বরী উপজেলার ভিতরবন্দ ইউনিয়নের কচুয়াপাড়া গ্রামের মহম্মদ আলীর ছেলে। বুধবার কুড়িগ্রাম পৌর শহরের শেখ রাসেল অডিটোরিয়াম থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিকে, চারণকবি রাধাপদ সরকারের উপর হামলা ও অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবিতে আরও ৩১ জন লেখক বিবৃতি দিয়েছেন। রাধাপদর উপর হামলা কাণ্ডে তাঁর ছেলে যুগল সরকার বাদী হয়ে গত ১ অক্টোবর দুজনকে আসামি করে নাগেশ্বরী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। অপর আসামি কদুর আলিকে গ্রেফতারের অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

রাধাপদর উপর হামলার আসামি রফিকুল ইসলামকে গ্রেফতারের পর কুড়িগ্রামের পুলিশ সুপার আল আসাদ মহম্মদ মাহফুজুল ইসলাম জানান, মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে ও পারিবারিক পূর্ব শত্রুতার জের ধরেই এই ঘটনা। গত ৩০ সেপ্টেম্বর পাওনা টাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব শত্রুতার জেরে নাগেশ্বরী উপজেলার ভিতরবন্দ ইউনিয়নের গোড্ডারপাড় বটতলা গ্রামের নদীতে মাছ ধরতে গেলে কবি রাধাপদর ওপর হামলা চালিয়ে গুরুতর জখম করে দুই ভাই রফিকুল ও কদুর আলি। পরে স্থানীয়রা কবিকে নাগেশ্বরী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করালে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চারণকবিকে মারধরের ঘটনায় বাংলাদেশ জুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন- আনোয়ারা সৈয়দ হক, জাকির তালুকদার, হাফিজ রশিদ খান, শাহনাজ মুন্নি, আলফ্রেড খোকন, আহমাদ মোস্তফা কামাল, টোকন ঠাকুর, রাজিব নূর, চঞ্চল আশরাফ, শোয়েইব জিবরান, শামিম রেজা, রুম্মা মোদক, কবির হুমায়ুন, ওবায়েদ আকাশ, মোস্তাক আহমাদ দিন, শাহেদ কায়েস, শিবলি মোকতাদির, রেজা ঘটক, খোকন মাহমুদ, হেনরি স্বপন, সাইমন জাকারিয়া, স্বকৃত নোমান, মোজাফফর হোসেন, সুমন কুমার দাশ, মনিরুজ্জামান মিন্টু, স্নিগ্ধা বাউল, অরবিন্দ চক্রবর্তী, রবিন আহসান, পলিয়ার ওয়াহিদ, শরাফত হোসেন ও হামিম কামাল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আসামিরা গান-বাজনা-সহ সংস্কৃতির বিরোধিতা করে। কিছুদিন আগেও দেশের বিভিন্ন স্থানে বাউলশিল্পী ও নাট্যকর্মীর ওপর হামলা, বাউলের বাদ্যযন্ত্র ও পাণ্ডুলিপিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো কাণ্ড ঘটেছে। এই ধরণের হামলা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির ওপর হামলা। দুঃখজনক হচ্ছে এর কোনও একটি ঘটনারও কোনো সুষ্ঠ তদন্ত হয়নি, বিচার হয়নি। আমাদের বাউল-লোকায়ত সংস্কৃতির ওপর এই ধরণের হামলাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাই আমরা চারণকবি রাধাপদ সরকারের ওপর হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।

বরপেটা রোডে ডাম্পার-অল্টো সংঘর্ষ, হত দুই, আহত তিন

বরপেটা রোড (অসম), ৫ অক্টোবর (হি.স.): বরপেটা রোডে ডাম্পার এবং অল্টো কে১০ কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন। আহতদের সংকটজনক অবস্থায় পাঠানো হয়েছে বরপেটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। তাদের চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনায় নিহতদের ঋতুমণি রায় এবং নির্মল দাস বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, বুধবার রাত প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ বরপেটা রোডের ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে শোকাবহ এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। গুয়াহাটি থেকে সরভোগগামী নম্বর প্লেট বিহীন অল্টো কে১০ এবং বরপেটা রোড থেকে হাউলি অভিমুখী তীব্রবেগী একটি ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে অল্টোটি চিড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যায়। ফলে অল্টোর পাঁচ যুব-আরোহী গুরুতরভাবে ঘায়েল হন।

বেশ কিছুক্ষণ পর খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। তারা আহত পাঁচজনকে গাড়ির ভিতর থেকে বের করে নিয়ে যান বরপেটা রোড সরকারি হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার ঋতুমণি রায় এবং নির্মল দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করে আহত তিনজনের অবস্থা সংকটজনক বলে বরপেটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

গুরুতরভাবে আহত তিন যুবককে জিতুমণি রায়, জীপজ্যোতি রায় এবং জুয়েলজ্যোতি রায় বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। হতাহত সকলের বাড়ি সরভোগে।

প্রদ্যোৎ

● প্রথম পাতার পর

কিশোর দেববর্মণ জানান, কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মন তাকে কংগ্রেস দলে যোগ দেওয়ার জন্য যে আহ্বান জানিয়েছেন সে সম্পর্কে এখনই তিনি কোন ধরনের মন্তব্য করতে নারাজ। কেননা তিনি এখন জনজাতিদের সংবিধানিক অধিকার আদায়ের আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত। তবে তিনি যে কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন না তা পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি বলেন যাদের জন্য তিনি কংগ্রেস দল ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তারাও এখন কংগ্রেসে নেই।

এদিকে, সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তিপ্রা মথা। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে শক্তিশালী করে নির্বাচনে লড়াই করার উদ্যোগ নিচ্ছে দল। দলকে সঠিক পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যেই নয়া সাংগঠনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের অঙ্গ হিসেবেই কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সংগঠন পরিচালনা করতে গিয়ে যেকোনো ধরনের সংকট দেখা দিলে উত্তরণের জন্য পথপ্রদর্শক এর কাজ করবে এই উপদেষ্টা কমিটি। একদিকে সংগঠনকে শক্তিশালী করা ও অন্যদিকে সংগঠনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যেই নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে সংগঠনের সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল জানিয়েছেন।

আজ মথার সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ৭ সদস্যকের এই নয়া কমিটির ঘোষণা দিয়েছেন। ওই কমিটিতে রয়েছেন, গৌরী শংকর রিয়াং, বূর্বমোহন ত্রিপুরা, নরেন্দ্র দেববর্মা, এস কে ডার্লং, চন্দ্রোদয় রুপিনী, রণজিৎ দের্ববমা এবং রমেশ দের্ববমা।এদিন সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খল বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, দলের সংগঠনকে মজবুত করার জন্য মথার কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নেশাকারবারী

তদন্তে নেমে অভিযোগকারীকে প্রথমেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। পুলিশের চাপের মুখে সে আসল রহস্য ফাঁস করে দেয়। তার স্বীকারোক্তি মূলে অপর দুই নেশা কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু নগদ টাকা এবং নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় নেশা কারবারীদের দৌরাত্ম মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নেশার কবলে পড়ে যুবসমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে নেশা কারবারি ও নেশাখোরদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। নেশার বিরোধী অভিযানে পুলিশকে সাহায্য করার জন্য সাধারণ জনগণের কাছেও আহ্বান জানানো হয়েছে।

মৎস্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

২৯ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার ম'রী পাওয়া গেছে। রাজ্য সরকার থেকে (স্টেট শেয়ার) ৪ কোটি৯৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকার ম'রী পাওয়া গেছে। এছাড়া বিশ্বব্যাংক থেকে ত্রিপুরা রুর‍্যাল ইকোনমিক গ্রোথ এণ্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্টে ২২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ম'রী পাওয়া গেছে। এবারের বাজেটে মাছের ও মাছের পোনার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনা নামে একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় অধিকর্তা আরও জানান, এবছর রাজ্যে ৮টি হ্যাচারি গড়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তাছাড়াও অমরসাগর ও ধনীসাগরে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে চিংড়ি ও পাবদা মাছ চাষে আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৈ'ানিক প্রথায় মৎস্যচাষের জন্য মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পর্যালোচনা সভায় ত্রিপুরা আবাসন ও নির্মাণ পর্ষদের সহকারি বাস্তুকার প্রদীপ রুদ্র পাল জানান, রাজ্যে ৯টি মৎস্য বাজার নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৭টির কাজ শেষ হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

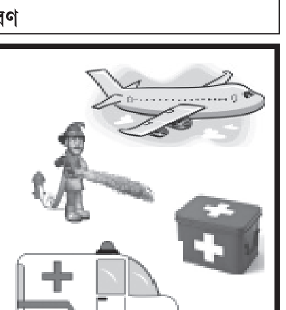

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জনজাতি রমনীর

● প্রথম পাতার পর

কথা অনুযায়ী উনার মেয়ের দিকে দীর্ঘদিন ধরে কুদৃষ্টি ছিল এলাকারই দুই যুবকের। বেশ কয়েকবার কুপ্রস্তাব দিয়েছিল তারা। এর মধ্যে পাঁচ অক্টোবর রাত আনুমানিক বারোটা নাগাদ মহারানী এলাকার ওই দুই যুবক অঞ্জলি রানী জমাতিয়ার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় বদ উদ্দেশ্য নিয়ে। ওই দুই যুবকের নাম শেখর দাস গুপ্ত এবং নারায়ন দাস ওরফে বচু। এদিন গভীর রাতে দুই যুবক উনার মেয়েদের রুমে ঢুকার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ করেন। এমনকি তাদের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করেন। ওই সময়ে একমাত্র পুরুষ হিসেবে ছিলেন মেয়ের জামাই। তাকেও ধমকিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেন বলে অভিযোগ করেন। এমন সময় অঞ্জলি জমাতিয়া তাদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করলে খারাপ ব্যবহার করেন শেখর দাশগুপ্ত এবং নারায়ন দাস। এর পর হইচই শুরু করলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় শেখর এবং নারায়ন। শেখর এবং নারায়ন এতটাই চালাক যে তাদের চরিত্রগত দিক ঠিক রাখতে তার কিছুক্ষণ পরে আনুমানিক ১০ থেকে ১২ জন যুবক নিয়ে শেখর দাশগুপ্ত এবং নারায়ন দাস তাদের বাড়িতে চড়াও হয়। নারায়ণ দাসের বিরুদ্ধে অসংলগ্ন ভাবে গায়ে হাত দেওয়ার অভিযোগ করেন। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ দলবল নিয়ে পূজার চাঁদা চাওয়ার বিষয়টি কারোর হজম হয়নি। শহর বা শহরতলীতেও অন্ততপক্ষে রাত ১টা নাগাদ পূজার চাঁদার জন্য কারোর বাড়িতে যাওয়ার নজির গোটা রাজ্যের নেই। তাহলে কেন শেখর এবং নারায়ন ওরফে বচু তাদের কু কীর্তি ধামাচাপা দিতে এলাকার নিরীহ কয়েকজন যুবক কে ফুসলিয়ে নিয়ে হাজির হলেন অঞ্জলি দেবীর বাড়িতে। যাদেরকে নিয়ে অঞ্জলি দেবীর বাড়িতে শেখর দাশগুপ্ত এবং নারায়ন দাস হাজির হলেন ওইসব যুবকেরাও ঘটনাস্থলে গিয়ে বেকুব বনে যান। অঞ্জলি দেবীর কথা অনুযায়ী প্রথমে দুই যুবক তাদের বাড়িতে গিয়ে হৈচৈ করে আসলেও পরবর্তীতে পূজার চাঁদা হিসেবে কুড়ি হাজার টাকা দাবি করেন। সেই টাকা যদি দিতে অসমর্থ হন তাহলে এই বাড়ি থেকে তাদের উঠিয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেন। প্রাক্তন বিধায়ক এর চেলা হিসেবে কোন এক সময়ে এলাকায় দাপট দেখিয়ে বেড়াতেন শেখর দাশগুপ্ত এবং নারায়ন দাস। বহু লোকের কাছ থেকে ধমকিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা ছিল এই জুটির অন্যতম প্রধান কাজ। তাদের সঙ্গে মাথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়কের তেমন বনা বনি না থাকলেও বর্তমান বিধায়কের নাম ভাঙ্গিয়ে অর্থ সংগ্রহে নেমেছেন। বর্তমান বিধায়কের বাড়িতে গিয়ে কয়েকজন যুবককে সঙ্গে নিয়ে সেলফি তুলে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করে বুঝাচ্ছেন যে তিনি বর্তমান বিধায়কের ঘনিষ্ঠ কেউ। সেই অজুহাত দেখিয়ে মহারানী এলাকার শান্ত পরিবেশকে ফের অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন শেখর নারায়ন জুটি। অথচ বর্তমান বিধায়ক এই জুটির নাম পর্যন্ত শুনতে পারেন না বলে জানা গেছে। কোন এক সময়ে তাদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করার সাহস দেখাতে পারতেন না কেউ। অবশেষে দুই চরিত্রহীন যুবকের বিরুদ্ধে উদয়পুর মহিলা থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করার সাহস দেখালেন এক উপজাতি নারী।

রাজ্যের মুখ্যসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ বিরোধী দলনেতার

কলকাতা, ৫ অক্টোবর (হি. স.) : তিস্তা-সহ উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলায় বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্য সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জলে তিস্তা নদীর ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে শুভেন্দুবাবু রাজ্য প্রশাসনের কাছে বিশেষ নজরদারি যাতে চালানো হয় সে বিষয়েও এক্স হ্যান্ডেলে আর্জি জানান। ডিভিসি-র ছাড়া জলে প্লাবিত দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলাও। মুখ্য সচিবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।শুভেন্দুবাবু তাঁর হ্যান্ডেলে লেখেন, "উত্তর সিকিমে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি এবং পরবর্তীকালে তিস্তা নদীতে আকস্মিক বন্যার ফলে উত্তরবঙ্গের নীচের জেলাগুলিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে; কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার, বিশেষ করে সিকিমের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।শুভেন্দুবাবু তাঁর হ্যান্ডেলে লেখেন, "উত্তর সিকিমে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি এবং পরবর্তীকালে তিস্তা নদীতে আকস্মিক বন্যার ফলে উত্তরবঙ্গের নীচের জেলাগুলিতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে; কালিম্পং, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার, বিশেষ করে সিকিমের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।এমনকি পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, হাওড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকাগুলিও বন্যার জলে তলিয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমি অনুরোধ করতে চাই যাতে প্রশাসন এই বিষয়ে সতর্ক হন এবং সক্রিয় পদ্ধতিতে কাজ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে।"

শিলিগুড়ি ছাড়ার সময় রাজ্যপাল 'গো ব্যাক' ধ্বনি, কালো পতাকা দেখাল তৃণমূল

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর (হি. স.) : শিলিগুড়ির স্টেট গেস্ট হাউসের সামনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে কালো পতাকা দেখাল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলার বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন শেষে অতিথিশালায় পৌঁছতেই কালো পতাকা দেখিয়ে 'গো ব্যাক' স্লোগান তোলেন সেখানে উপস্থিত তৃণমূল কর্মীরা। তৃণমূলের অভিযোগ, রাজনীতি করতেই শিলিগুড়িতে এসেছেন রাজ্যপাল।জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রংধামালি এলাকায় পৌঁছে তিস্তার জলে প্লাবিত এলাকায় মানুষ কেমন আছেন তার খোঁজখবর নেন তিনি। ছাতা মাথায় দিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায় বোসকে। তার পর শিলিগুড়ি ফেরেন। সেখানেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে কালো পতাকা দেখানো হয় রাজ্যপালকে। রাজ্যপালকে দেখে 'গো ব্যাক' স্লোগান তুলে রাস্তায় শুয়ে বিক্ষোভ দেখান শাসকদলের কর্মীরা। তৃণমূল নেতা তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রামভাজন মাহাতো ছিলেন বিক্ষোভ কর্মসূচির নেতৃত্বে। তিনি বলেন, "রাজ্যপাল এখানে শুধুমাত্র রাজনীতি করতে এসেছেন। সে জন্যই কালো পতাকা দেখিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের বকেয়া টাকা আটকে রেখেছে। রাজ্যপালের হৃদয়ে গরিব মানুষের জন্য দয়ামায়া থাকলে তিনি সেই টাকা আনাবার ব্যবস্থা করতেন। অথচ আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, সে দিকে মাননীয় রাজ্যপালের কোনও নজর নেই! রাজনীতি করতে এ দিকে-সে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দিল্লিতে প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন। রাজ্যপাল যে কেন্দ্রের প্রতিনিধি সেই মোদী সরকারের পুলিশ তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করেছে। সেই কারণেই আমরা ধিক্কার, প্রতিবাদ জানাচ্ছি।"

অন্য দিকে রাজ্যপাল এ বিষয়ে বলেন, "আমি বিক্ষোভকারীদের স্বাগত জানাই। সত্যি তো, রাজ্যপালের স্টেট গেস্ট হাউসে স্থায়ী ভাবে থাকার কথা নয়। তাঁরা আমাকে ফিরে যেতে বলছেন, তাঁদের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছি।"এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লি থেকে সোজা বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন রাজ্যপাল। সেখান থেকে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা দেন। তবে মাঝপথেই থামতে হয় তাঁকে। কালিঝোরা পর্যন্ত গিয়ে শিলিগুড়ি ফিরে আসতে হয়। জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থার কারণে রাজ্যপালের পাহাড়যাত্রা আটকে যাওয়ার পর সেখান থেকেই সোজা জলপাইগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন বোস।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অ'ন দাস, খোয়াই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা চাঁদনী চন্দ্রন, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ।

তেলিয়ামুড়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ অক্টোবর।। তেলিয়ামুড়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নেতাজিনগরস্থিত অশ্বিনী কুমার ঘোষ স্মৃতি কমিউনিটি হলে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠান এর শুভ সূচনা করেছেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যানী রায়। উপস্থিত ছিলেন পুরপিতা রূপক সরকার,সমবায় দপ্তর এর তেলিয়ামুরা সহ নিয়ামক প্রদীপ কুমার দাস,দপ্তরের প্রাক্তন যুগ্ম নিয়ামক নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী, সোসাইটির চেয়ারম্যান জয়ন্ত কুমার সাহা, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান নিতিন কুমার সাহা সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই বার্ষিক সভায় বিগত বছরের আয় ব্যায়ের ক্ষতিয়ান এবং আগামীদিনের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তেলিয়ামুড়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির ম্যানেজার সমীর ভট্টাচার্য।

আলোচনা করতে গিয়ে উদ্বোদক তথা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কল্যানী সাহা রায় বলেন , তেলিয়ামুড়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড বর্তমানে একটি ন্যায্য মুল্যের দোকান, একটি কাপড়ের দোকান, একটি গোমতি মিল্ক আওটলেট, সার বিক্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি রয়েছে। উন্নতি হচ্ছে তবে আরও বেশি করে কাজ করতে হবে। খুব শীঘ্রই সোসাইটির মাধ্যমে শপিং কমপ্লেক্স করার পরিকল্পনাও চলছে। এদিন সোসাইটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ত্রান তহবিলে ১০,০০০ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় মুখ্য সচেতক কল্যানী সাহা রায়ের হাতে। এছাড়াও দরিদ্র ও অভাবী লোকদের সাহায্য করার জন্য তেলিয়ামুড়া রোটারি ক্লাবের হাতে ৫,০০১ টাকা তুলে দেওয়া হয় সোসাইটির পক্ষ থেকে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছেঃ সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আজ পানিসাগরে সমবায় দপ্তরের সহ নিয়ামকের কার্যালয়ের উদ্বোধন করে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া একথা বলেন। এ উপলক্ষে পানিসাগর টাউনহলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সমবায়মন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন ল্যাম্পস ও প্যা'গুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন ল্যাম্পস ও প্যা'গুলিকে কম্পিউটারাইজড ও ডিজিটালাইজেশন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পানিসাগর সহনিয়ামকের কার্যালয় চালু হওয়ার ফলে এই এলাকার মানুষ সমবায় দপ্তরের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। স্থানীয় জনগণ এর সুফলও পাবেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস, পানিসাগর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ আচার্য প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমবায় নিয়ামক এস মগ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর প্যা' লিমিটেডের সহ সভাপতি শ্রীবাস চন্দ্র দেবনাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স'য় দাস, পানিসাগর নগরপ'ায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস, নগরপ'ায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন ধন'য় দেবনাথ প্রমুখ।

টানা বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল পাকা বাড়ি নদিয়ায় ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু প্রৌঢ়ের

নদিয়া, ৫অক্টোবর (হি. স.): মর্মান্তিক ঘটনা। অতি ভারী বৃষ্টির জেরে নদিয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জে এলাকায় ধসে পড়ল পাকা বাড়ি। যার জেরে মৃত্যু এক ব্যক্তির। আশঙ্কাজনক আরও এক। মৃত্যু হয়েছে চারটি গবাদি পশুরও। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মধুসূদন (৫৬)।

লাগাতার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত রাজ্যের একাধিক প্রান্ত। বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে একাধিক নদী। বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় মাটির বাড়ি ভেঙেছে। নদী পাড়ের বাসিন্দাদের ভয়াবহ পরিস্থিতি। মাটির বাড়ির বাসিন্দারা আতঙ্কে ভুগছেন। এবার টানা বৃষ্টিতে নদিয়ায় একটি বাড়ি ধসে নামে। বৃহস্পতিবার ভোররাতে কৃষ্ণগঞ্জ এলাকায় একটি পাকা বাড়ির ছাদ ধসে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগে ঘুমের মধ্যে ইট পাথরের নীচে চাপা পড়ে যান মধুসূদন নামে ওই ব্যক্তি। অন্য ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন তাঁর এক আত্মীয়।স্থানীয় বাসিন্দারা যতক্ষণে আওয়াজ শুনতে পেয়ে ছুটে আসেন, ধ্বংসস্তূপের নীচে মৃত্যু হয় মধুসূদনের। খবর দেওয়া হয় কৃষ্ণগঞ্জ থানায়। পুলিশ গিয়ে জেসিপি দিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরায়। অপর ব্যক্তিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয় ওই বাড়ির চারটি গবাদি পশুরও।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কাকলি দাস। তিনি জানান, বাড়িটির অবস্থা বিপজ্জনক ছিল। বৃষ্টিতে এমনিতেই মাটি সরে যাচ্ছে। ছাদ ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা।

সাপের কামড়ে মৃত্যু হল গোসাবার গৃহবধূর

ক্যানিং, ৫ অক্টোবর (হি.স.) : ফের অন্ধ বিশ্বাসের জেরে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃতার নাম কল্পনা বিশ্বাস(৫০)। বুধবার সন্ধ্যায় ক্যানিং হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। সাপে কামড়ানোর পর ওঝা, গুণিনের কাছে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ঝাড়ফুঁক, তুকতাক করার পর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে মৃত্যু হয় কল্পনার। মৃতার বাড়ি গোসাবার কচুখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর বিশ্বাস পাড়ায়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার ভোর ৪টে নাগাদ বিছানায় ঘুমের মধ্যেই সাপে কামড়ায় কল্পনাকে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার তোরজোড় শুরু করেন। কিন্তু কল্পনা জোর করে তাঁকে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মায়ের কথা ফেলতে পারেন নি ছেলে বুদ্ধদেব বিশ্বাস। একপ্রকার বাধ্য হয়েই ভোর পাঁচটা নাগাদ সেই ওঝার কাছে নিয়ে যান কল্পনাকে। তখন থেকেই শুরু হয় ওঝার কেরামতি। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চলে ঝাড়ফুঁক, তুকতাক। কিন্তু দুপুরের পর থেকে ক্রমাগত শরীর খারাপ হতে শুরু করে কল্পনার। মায়ের অবস্থার অবনতি দেখে স্থানীয় এক গ্রামীণ চিকিৎসককে ডেকে আনে বুদ্ধদেব। প্রাথমিক চিকিৎসার ওই গ্রামীণ চিকিৎসক জানান রোগীর অবস্থা যথেষ্ট সংকটজনক, দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। তখনই পরিবারের সদস্যরা কল্পনাকে নিয়ে ক্যানিং হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সাপে কামড়ানোর প্রায় ১৪ ঘণ্টা পরে তাঁকে নিয়ে হাজির হয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বুদ্ধদেব বলেন, " আমরা সকলেই মাকে হাসপাতালে আনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মা-ই জোর করলেন ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু যখন বুঝতে পেরেছি মায়ের অবস্থার অবনতি হচ্ছে তখনই চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকি। ক্যানিং হাসপাতালেও নিয়ে আসি। কিন্তু ওঝার কাছে সময় নষ্ট ও নদীপথে এতটা দুরের হাসপাতালে নিয়ে আসতে দেরি হয়ে যাওয়ায় মায়ের মৃত্যু হল।" ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

বৃহস্পতিবার সাপে কাটা রোগীর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় বলেন, " ওঝার কাছে নিয়ে সময় নষ্ট করার কারনেই মৃত্যু হল। কালাচ সাপের কামড় খেয়েছিলেন ওই গৃহবধূ। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে এলে হয়তো প্রাণে বাঁচানো যেত।" সাপের কামড়ে আর মৃত্যু নয় লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা ক্যানিংয়ের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য দেবাশিস দত্ত বলেন, " আমরা লাগাতার সচেতনতার প্রচার করছি। সাপের কামড়ের চিকিৎসা শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতালেই হয়। ওঝা গুণিনের কাছে গেলে এই ঘটনার আবারও পুনরাবৃত্তি হবে। এই রোগীকে আরও আগে হাসপাতালে নিয়ে এলে হয়তো প্রাণে বেঁচে জেতেন।"

প্রধানমন্ত্রীর মুখে "দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার" প্রসঙ্গ, আপ্লুত পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী

যোধপুর, ৫ অক্টোবর (হি. স.) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে বিবেক অগ্নিহোত্রীর ছবি 'দ্য ভ্যাক্সিন ওয়ার'-এর কথা। বৃহস্পতিবার রাজস্থানের যোধপুরে একটি জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা কোভিডের সময় কীভাবে দিন-রাত একত্রিত করে কাজ করেছেন তাই ওই ছবির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-মত হিট হয়নি বিবেক অগ্নিহোত্রীর ছবি 'দ্য ভ্যাক্সিন ওয়ার'। হিট হয়নি বলা ভুল। বক্সঅফিসে কার্য্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে ছবিটি। কোভিডকালের সেই দুঃসহ সময় ফের একবার হলে বসে দেখতে চাননি দর্শক। এবার সেই ছবিরই ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যোধপুরে এক সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ওই ছবিটি দেখে ভারতীয়দের গর্বে বুক ফুলে উঠেছে। যোধপুরে এক সভা থেকে মোদী বলেন, "আমি শুনেছি দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার নামে একটি ছবি এসেছে। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা কোভিডের সময় কীভাবে দিন-রাত একত্রিত করে কাজ করেছেন তাই ওই ছবির মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। সব দিকগুলিই এই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে। ভারতীয়দের বুক ওই ছবি দেখে গর্বে ফুলে উঠেছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা কী কী করেছেন তাঁরা তা জানতে পেরে গর্বিত।"

এখানেই থামেননি তিনি। যোগ করেন, "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের এভাবে তুলে ধরার জন্য আমি পরিচালককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" প্রধানমন্ত্রীর তরফে এ হেন বার্তায় আপ্লুত পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী। মোদীর ওই বক্তব্যকে এস্ক মাধ্যমে তুলে ধরে তিনি পাল্টা ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন, "ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রধানমন্ত্রী যে এভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তা দেখেও ভাল লাগছে অনেক অনেক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলাম।"প্রসঙ্গত, গত ২৮ সেপ্টেম্বর তেলুগু, তামিল ও হিন্দি ভার্সনে এই ছবি মুক্তি পেয়েছে। এখনও পর্যন্ত ছবিটির মোট আয় ১০ কোটির মতো।

৫,১৫,২৫০টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ

আগরতলা।। জল জীবন মিশনে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় এখন পর্যন্ত ৫ লক্ষ ১৫ হাজার ২৫০টি বাড়িতে পাইপ লাইনে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই মিশনে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮ হাজার ৫২৪টি বাড়িতে পাইপ লাইনে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩০২টি, ঊনকোটি জেলায় ৫১৫টি, ধলাই জেলায় ১,০৩৪টি, খোয়াই জেলায় ৪৭৬টি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১,৩১০টি, সিপাহীজলা জেলায় ১,৮৮৯টি, গোমতী জেলায় ১,৭৭০টি ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ১,২২৮টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

নেপাল পাল

● প্রথম পাতার পর

বাজার কিন্তু ভালো। মূর্তি তৈরি সরঞ্জাম আকাশছো য়া দাম। তবু আশা নিয়ে বসে আছি প্রতীক্ষার শেষ তুলির টানে। দুর্গা মানুষের ভাবাবেগ। শ্রদ্ধা ভালোবাসা আত্মার সহিত জড়িত সেই পূজা।

দুই পঞ্চায়েত

● প্রথম পাতার পর

২৭ টি পুরস্কারের জন্য ১১৭৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে মোহনপুর ব্লকের মোহিনীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সামাজিক ন্যায় এবং সামাজিকভাবে সুরক্ষিত গ্রাম বিষয়ে প্রথম স্থান দখল করেছে। এছাড়াও পরিচ্ছন্ন ও সবুজ গ্রাম হিসেবে গোটা ত্রিপুরার মধ্যে তৃতীয় স্থান দখল করেছে এই পঞ্চায়েত।

অন্যদিকে শিশু বান্ধব পঞ্চায়েত হিসেবে কলকলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে। পাশাপাশি মোহনপুর আরডি ব্লক বেস্ট পারফর্মিং ব্লক হিসেবে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে ত্রিপুরাতে। এই সাফল্যকে কেন্দ্র করে আনন্দের পরিবেশ গোটা ব্লক এলাকায়।

জন ফোসসে

● প্রথম পাতার পর

নাটকের ভাষা। বলা হচ্ছে, ফোসের ভাষা একেবারে নরওয়ের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে ৬৪ বছর বয়সী ফোসের প্রতিক্রিয়া, "আমি কৃতজ্ঞ। এটা এমন একটা পুরস্কার, যা একেবারেই সাহিত্যকর্মের জন্য নিবেদিত, অন্য কোনও বিষয়কে একেবারে বাদ দিয়ে সেরা সাহিত্যকর্মটিই বেছে নেওয়া হয়। তাই এই পুরস্কার পেয়ে আমি অত্যন্ত আপ্লুত।" এদিন নিনসর্রে সামলাগেটের প্রকাশনা বিভাগে বসে তিনি এই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

এই বিষয়ে খোঁজ নিতে গেলে উনাকে এই বিষয়ে কোন তথ্য দিতে চান না অফিস কর্মীরা। উনাকে আজকাল করে ১০-১২ দিন ঘোরানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত তিনি কোন উপায় না পেয়ে দুর্গা চৌমুনী থানাতে এই বিষয়ে একটি একটি এফআইআর দাখিল করেন। উনি এখন চাইছেন যারা এইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত তাদের হাতে যাতে কোন সাধারণ মানুষ উনার মতন প্রতারিত না হয়। এখন দেখার পুলিশ এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা গ্রহন করে।

ইডি দফতরে সিপিএমের বিক্ষোভ

কলকাতা, ৫ অক্টোবর (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতি-সহ বিভিন্ন মামলায় সঠিক তদন্তের দাবিতে সিজিও কমপ্লেক্স অভিযানের ডাক দেয় রাজ্য সিপিএম। উল্টোডাঙার হাডকো মোড় থেকে মিছিল করে ইডি, সিবিআইয়ের দফতরের সামনে যান সুজন চক্রবর্তী, মহম্মদ সেলিম প্রমুখ। উপস্থিত হয়েছেন সূর্যকান্ত মিশ্রও। এই মিছিলে হাঁটতে হাঁটতেই কেন্দ্রীয় সংস্থার দিকে কটাক্ষ ছুড়ে দিলেন সুজনবাবু।বামেদের অভিযোগ, ইডি এবং সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও কাজ করছে না। তৃণমূলের 'দুর্নীতিগ্রস্ত'দের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে না।সুজনবাবু বলেন, "ওরা দালালি করছে। কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও পিসি-ভাইপোর দালালি করা হচ্ছে।

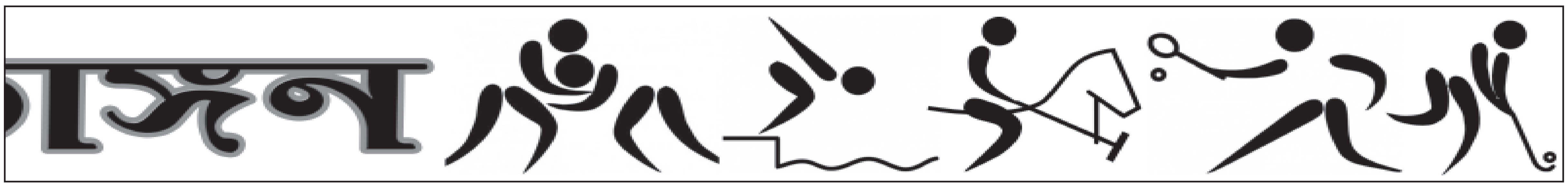

রাখালে রামকৃষ্ণ, লীগে ফরোয়ার্ড সুপারে জয় পেতে মরিয়া দু-দলই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। রাখাল শীল্ডে পরাজয়ের কথা যেমন ফরোয়ার্ড ক্লাব ভুলেনি, তেমনি রামকৃষ্ণ ক্লাবও স্মরণে রেখেছে লীগ পর্যায়ে হারের কথা। এখন সুপারে সাক্ষাৎকার। খেতাবের দৌড়ে প্রথম জয়ের সন্ধানে মরিয়া দুই দলই। সুপার লিগের প্রথম দুটি ম্যাচ গোলশূন্য ড্র-তে নিষ্পত্তি হওয়ায় আখেরে চার দলের শিবিরে আপাতত স্বস্তি বিরাজ করছে। তবে প্রথম যে দল জয়ের স্বাদ পাবে সাফল্যের লক্ষ্যে তারা ঠিকই এক ধাপ এগিয়ে যাবে। চারদলীয় সুপারলিগে প্রথম জয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সুপার ফোরের লড়াইয়ে উদ্বোধনী ম্যাচে ফরওয়ার্ড ক্লাব ও লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের পর দ্বিতীয় ম্যাচটিতেও এগিয়ে চলো সংঘ এবং রামকৃষ্ণ ক্লাবের খেলা ড্র-তে নিষ্পত্তি হওয়ায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচের গুরুত্ব অনেকটা বেড়ে গেছে। দুই দলই চাইছে জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়নের পথ প্রশস্ত করে নিতে।

প্রথম জয়ের স্বাদ একটা দলের মনোবল নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে তোলে। সুপার লিগের তৃতীয় ম্যাচে আগামীকাল ফরোয়ার্ড ক্লাব খেলবে রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে। সুপার লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষের সঙ্গে ড্র করে সমপর্যায়ে অবস্থান করছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ডিভিশন লীগের সুপার ফোর এর তৃতীয় ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিকেল তিনটায় স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে। চলতি মরশুমে ফরোয়ার্ড ক্লাব ও রামকৃষ্ণ ক্লাবের এটি তৃতীয় সাক্ষাৎকার। রাখাল মেমোরিয়াল নকআউট ফুটবল আসরের সেমিফাইনালে, ১৮ আগস্ট প্রথম সাক্ষাতে রামকৃষ্ণ ক্লাব ২-১ গোলে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে পরাজিত করে ফাইনালে প্রবেশ করেছিল। গত ১৭ সেপ্টেম্বর প্রথম ডিভিশন লিগের খেলায় ফরোয়ার্ড ক্লাব এক-শূন্য গোলে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে হারিয়ে রাখালে পরাজয়ের মোক্ষম জবাব দিয়েছিল। সুপার লিগের খেলা বলে মাঠ কিন্তু দর্শকাকীর্ণ থাকছে। আপামর দর্শকের প্রত্যাশা ভালো খেলা দেখার। সে অনুযায়ী দুই দল ওইদিন মাঠে কেমন খেলা প্রদর্শন করে সেটাই এখন দেখার বিষয়। ৭ই অক্টোবর সুপার লিগের চতুর্থ ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ খেলবে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের বিরুদ্ধে।

এ-ডিভিশন সুপার লিগ ফুটবল

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ফরোয়ার্ড	১	০	১	০	০-০	১
এগিয়ে চলো	১	০	১	০	০-০	১
রামকৃষ্ণ	১	০	১	০	০-০	১
লালবাহাদুর	১	০	১	০	০-০	১

রাজস্থানে জুনিয়র গার্লস জাতীয় ফুটবলে চন্ডিগড়কে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। দুরন্ত ত্রিপুরা। জয় দিয়ে শুরু করলো অভিযান। পরাজিত করলো চন্ডিগড়কে। অনূর্ধ-১৭ জাতীয় জুনিয়র বালিকাদের ফুটবলে। রাজস্থানের ওমেদ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা ৩-০ গোলে পরাজিত করে চন্ডিগড়কে। শুরু থেকে আক্রমাত্তক ফুটবল খেললেও রাজস্থানের প্রচন্ড গরমে দ্বিতীয়ার্ধে কোনও দলের ফুটবলাররাই নিজেদের স্বভাবসিদ্ধ খেলা খেলতে পারেনি। তবে প্রাপ্ত সুযোগ গুলো যদি কাজে লাগাতে পারতো তাহলে এদিন কমকরে আধ ডজন গোলে জয় পেতে পারতো ত্রিপুরা। একটি গোল করলেও শ্রেয়া দেব আরও দুটি এবং কেয়া দেববর্মা একটি সহজ সুযোগ নষ্ট করে একসময় দলকে চাপে ফেলে দিয়েছিলো। ত্রিপুরা প্রথমার্ধেই আসরের প্রথম জয় নিশ্চিত করে নিয়েছিলো। প্রথমার্ধেই ত্রিপুরা এগিয়ে গিয়েছিলো ২-০ গোলে। ত্রিপুরার পক্ষে শ্রেয়া দেব এবং বিনতা সিনহা গোল করে এগিয়ে দিয়েছিলো ত্রিপুরাকে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ত্রিপুরার জয় নিশ্চিত করে দেন মেরিনা জমাতিয়া। ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছে ত্রিপুরার শ্রেয়া দেব। খেলা শেষে ত্রিপুরার কোচ শুভেনজিৎ সিনহা টেলিফোনে বলেন, 'প্রচন্ড গরমে নাজেহাল মেয়েরা। তাই দ্বিতীয়ার্ধে খেলতেই পারেনি। নতুবা আরও বড় ব্যবধানে জয় পেতে পারতাম। এদিনের জয় পরের ম্যাচের আগে মনোবল আরও বাড়াবে'। ৭ই অক্টোবর, শনিবার ত্রিপুরার দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ অন্ধ্রপ্রদেশ। ওইদিন অপর খেলায় পন্ডিচেরি লড়বে চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে। এদিকে, টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় স্তরে ডি-গ্রুপের অপর খেলায় অন্ধ্রপ্রদেশ ৩-১ গোলে পন্ডিচেরিকে পরাজিত করেছে।

জুনিয়র গার্লস জাতীয় ফুটবল : গ্রুপ লিগ

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ত্রিপুরা	১	১	০	০	৩-০	৩
অন্ধ্রপ্রদেশ	১	১	০	০	৩-১	৩
পন্ডিচেরি	১	০	০	১	১-৩	০
চন্ডিগড়	১	০	০	১	০-৩	০
লাক্ষাদ্বীপ	০	০	০	০	০-০	০

ত্রিপুরা-৩ চন্ডিগড়-০
(শ্রেয়া, বিনতা, মেরিনা)

Educational Notification

The Director, Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences Aizawl, Mizoram has invited applications from the eligible aspirant candidates belonging from the North East states including Tripura for admission to B. Pharm, B. Sc Nursing, BMLS, BOPTM & B. Sc -RIT at above mention Institute for the academic session 2023-24. The last for submission of the application form at O/O the Director RIPANS, Aizawl, Mizoram is 8th Oct. 2023. Please visit Institute website www. ripans. ac.in

The interest candidates are requested to go through Notification dated, 27th sept. 2023 of Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences Mizoram of above-mentioned website.

ICA/D-1079/23

Prof. (DR.) H.P Sarma
I/C Director of Medical Education
Fok L) Government of Tripura

PNIT No.: 12/EE/TLM/2023-24, Dated 27/09/2023.

Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD(R&B), Teliamura, Khowal, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:

SL. NO.	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1.	35/EE/TLM/PWD(R&B)/2023-24.	₹. 24,02,582.00	₹. 48,052.00	60(Sixty) days	Up to 3.00 P.M. on 12/10/2023.	At 11.00AM on 13/10/2023.
2.	36/EE/TLM/PWD(R&B)/2023-24.	₹. 24,24,021.00	₹. 48,498.00	120 (One hundred Twenty) days		
3.	37/EE/TLM/PWD(R&B)/2023-24.	₹. 23,16,103.00	₹. 46,322.00	120 (One hundred Twenty) days		
4.	38/EE/TLM/PWD(R&B)/2023-24.	₹. 11,06,905.00	₹. 22,138.00	30(Thirty) days		

Notes :-
1. All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in. For any clarification please contact at mobile No. 7005104239.
2. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

(Er. G. Jamatia)
Executive Engineer,
Teliamura Division, PWD(R&B).

ICA/C-2555/23

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO: 25/PNLeT/EE/PWD/SBM/DIV/2023-24
Dated-27-09-2023

The Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura invites' on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central up to 10.00 A.M. on 11-10-2023 for the following work: -

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No: 52/NIT/SE-III/ R/2023-24.	Rs. 27,57,929.33	Rs.55,159.00	120 Days	Up to 10:00 A.M. on 11-10-2023.	At 10:30 A.M. on 11-10-2023.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No: 54/NIT/SE-III/ R/2023-24.	Rs. 34,82,921.25	Rs.69,658.00	120 Days				
3	DNIeT No: 73/NIT/SE-III/ R/2023-24.	Rs. Rs.1,06,19,925.72	Rs.2,12,399.00	120 Days				
4	DNIeT No: 84/NIT/SE-III/ R/2023-24.	Rs.76,30,942.32	Rs.1,52,619.00	120 Days				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.
Bid(s) shall be opened through online in e-procurement portal by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@giail.com.

For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-2564/23

Executive Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B)
Sabroom, South Tripura.

NOTICE INVITING e-TENDER

Directorate of Tribal Welfare, Government of Tripura invites electronic Bids through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in) from Individual supplier/Agency/Firm for Supply and Delivery of Study Table to Govt. ST Hostels. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in. Last Date of submission of the e-Tender: 13.10.2023 at 04:00 PM. Tender Id No. 2023 DTWJD42670 1.

Sd/-
Director,
Tribal Welfare
Government of Tripura

ICA/C-2550/23

SHORPNOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (2nd Call)

Expression of Interest. on behalf of the Governor of Tripura the undersigned hereby invites 2nd call of Pression of Interest for leasing out the Tepania Tribal Rest House, Udaipur, Gomati District 'as- is-where-is' condition from reputed, experienced and financially sound SHG/ NGO/ AGENCY working in the Hospitality Sector. This 2nd call of Expression of Interest is being made due to non receipt of any bid/ tender in 1st call.

The tender can be dropped up to 3:00 PM on 18/10/2023 and the same will be opened on the same day after 3:30 PM, if possible, otherwise on the next working day.

Details of EO! displayed in the Notice Board of this office.

(AR. Debbarna TCS SGr-l)
District Welfare\Officer
chle/ r SCo/ Gomati District: Jdaipur.

ICA/C-2560/23

এশিয়াডে পদক ১০০ ছুঁইছুঁই, বৃহস্পতিতে ১৫ ইভেন্টে ৯৩ জন অ্যাথলিট পারফর্ম করবেন

হানঝাউ, ৫ অক্টোবর (হি.স.): আজ এশিয়াডের ১২ নম্বর দিন। ১১তম দিনের শেষে ভারতের ঝুলিতে মোট পদক এসেছে ৮১টি। ১০০ পদক ছুঁই ছুঁই। মাল্টি স্পোর্টস ইভেন্ট শেষ হবে ৮ অক্টোবর। আজ, বৃহস্পতিবার ভারতের ১৫টি ইভেন্টে ৯৩ জন ভারতীয় অ্যাথলিটকে পারফর্ম করতে দেখা যাবে।

আজ আর্চারি, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, তাস, দাবা, হকি, জি-জিটসু, কায়াকিং ও ক্যানোয়িং, কাবাডি, রোলার স্কেটিং, সেপাক তাকরাও, সফট টেনিস, স্পোর্টস ক্লাইম্বিং, স্কোয়াশ ও কুস্তিতে অংশ নেবেন ভারতের অ্যাথলিটরা।

একাদশতম দিনের শেষে পদক তালিকায় ভারত ৪ নম্বরে। ভারতের মোট পদক সংখ্যা দাঁড়াল ৮১টি। রয়েছে ১৮টি সোনা, ৩১টি রুপো এবং ৩২টি ব্রোঞ্জ।

আজ স্কোয়াশে ও মিক্সড ডাবলস ফাইনালে আসতে পারে সোনা। এ ছাড়া আর্চারি, ব্যাডমিন্টন, কুস্তিতেও বিশেষ নজর থাকবে। এশিয়ান গেমসের একাদশতম দিনে ভারতে এসেছে মোট ১২টি পদক। যার মধ্যে রয়েছে ৩টি সোনা, ৫টি রুপো ও ৪টি ব্রোঞ্জ। আজ দেখার ভারতীয় অ্যাথলিটরা ক'টি পদক জেতেন।

আজীবন সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের আজীবন সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিবারের সদস্য সহ আজীবন সদস্যদের সংবর্ধনাও দেওয়া হয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় এক অভিজাত হোটেলে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে আজীবন সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়ে করা হয়েছে। টিসিএ-র সভাপতি তপন লোধ, ভারপ্রাপ্ত সচিব জয়ন্ত দে প্রমুখ এই মতবিনিময়ে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কাঞ্চনপুরে ফুটবল, ফাইনালে নেতাজি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। শ্বাসরুদ্ধ দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ। অবশেষে ট্রাইবেকারে জয়ী হয়ে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিল নেতাজী ক্রীড়া সংঘ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে এই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেয় দামছড়া স্পোর্টিং ক্লাব। বৃহস্পতিবার বিকেলে পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত হয় দেও ভ্যালী নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ। এদিন ফুটবল ম্যাচে মুখোমুখি হয় দামছড়া স্পোর্টিং ক্লাব বনাম নেতাজী ক্রীড়া সংঘ। ট্রাইবেকারে ৫--৪ গোলে দামছড়াকে হারিয়ে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে নেতাজী ক্রীড়া সংঘ।সকাল থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মধ্যে ঝিরঝির বৃষ্টি। এরই মধ্যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হওয়ার মাঠে দর্শক উপচে পড়েছে। তিল ধারণের জায়গা নেই। প্রশাসনের লোকেরা ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়েছে।খেলার শুরু থেকে উভয় পক্ষের খেলোয়াড় দের মধ্যে ছিল টান টান উত্তেজনা।

খেলার প্রথমার্ধে উভয় দলের খেলোয়াড় একে অপরের উপর চাপে রাখে ২০ মিনিটের মাথায় দামছড়া দলের গোল রক্ষকের খামখেয়ালিপনার কারণে একটি গোল হজম করতে হয়েছে।এর সুবাদে ১--০ গোলে এগিয়ে যায় নেতাজী ক্রীড়া সংঘ। এর পর দামছড়া স্পোর্টিং ক্লাব তাদের খেলার ছক পরিবর্তন করে গতি বাড়িয়ে দেয়।ফলে প্রথমার্ধে শেষ মুহূর্তে দামছড়া একটি গোল করে খেলার সমতা ফেরায়। ১--১ গোলে প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নেতাজী ক্রীড়া সংঘকে চাপে রাখে দামছড়া স্পোর্টিং ক্লাব। কিন্তু নেতাজী ক্রীড়া সংঘের গোল রক্ষক প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে কোন গোল হয়নি। ভাল খেলেও টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হয়েছে দামছড়া স্পোর্টিং ক্লাবকে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আগরতলায় তৃতীয় আন্তর্জাতিক আগরভিত্তিক ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন

রাজ্যে আগরভিত্তিক শিল্প স্থাপনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। রাজ্যে আগর শিল্পের প্রসার ও তার বিকাশে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। ফলে রাজ্যে আগরকে ভিত্তি করে ব্যবসা ও বাণিজ্য সম্পসারণের বিশাল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই ধরনের সম্মেলন আগরক্ষেত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আজ আগরতলার হোটেল পোলো টাওয়ারে তিনদিনব্যাপী ত'তীয় আন্তর্জাতিক আগরভিত্তিক ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে আগরভিত্তিক শিল্প স্থাপনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের প্রায় ৫০ হাজার চাষী আগর চাষের সাথে যুক্ত রয়েছেন। তাছাড়াও ব্যবসায়ী, অফিসিয়াল সহ বহু মানুষ সরাসরি আগরভিত্তিক শিল্পের সাথে যুক্ত রয়েছেন। তাই রাজ্য সরকার আগরক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে।

সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আগর শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা থাকলেও বিগত দিনে তা অবহেলিত ছিল। বর্তমান রাজ্য সরকার আগরচাষী সহ ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে আগর উড পলিসি প্রণয়ন করেছে। এই পলিসি বাস্তবায়নের কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। রাজ্যের আগরচাষীদের দক্ষ করে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সঙ্গে টাইআপ করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যে আগর উড বোর্ড স্থাপনের জন্যও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সম্মেলনে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, বর্তমানে রাজ্যে শিল্প বান্ধব পরিবেশ রয়েছে। এরফলে রাজ্যে আগর সহ বিভিন্ন শিল্প স্থাপনে উদ্যোগীরা আগ্রহ দেখাচ্ছেন। রাবার ও বাঁশের পাশাপাশি আগরক্ষেত্রটিও রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক কে এস শেঠি বলেন, আগর একটি মূল্যবান সম্পদ। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার আগরক্ষেত্রের বিকাশে গুরুত্ব দিয়েছে। এক্ষেত্রে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এবং বন দপ্তর সম্মিলিতভাবে কাজ করছে।

সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক প্রবীন আগরওয়াল, কেন্দ্রীয় বন মন্ত্রকের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল ড. এস পি যাদব প্রমুখ। সম্মেলনের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত আগরভিত্তিক পণ্য প্রদর্শনীর স্টলগুলি পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, ত'তীয় আন্তর্জাতিক আগরভিত্তিক ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলনে দেশ বিদেশের ১২০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন। এরমধ্যে ৭ জন রয়েছেন বিদেশি প্রতিনিধি। তাছাড়াও দেশের বিভিন্ন বিখ্যাত সংস্থাগুলির প্রতিনিধি সহ উদ্যোগীগণ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

গৃহবধূর উপর আক্রমণ তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ অক্টোবর।। একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে গৃহবধূর উপর আক্রমণের অভিযোগ উঠেছে। আক্রান্ত গৃহবধূর নাম মিতা রানী পাল। ঘটনা ধর্মনগর থানাধীন বড়ুয়াকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, স্বামী বিভূপাল ধর্মনগর বাজারে খাদ্যদ্রব্য ফেরি করে সংসার চালায়। তাই বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত তাকে ধর্মনগর বাজারে ব্যস্ত থাকতে হয়। বৃহস্পতিবার তাদের ছেলেও বাড়িতে ছিল না। ঘরে একা ছিল মিতা রানী পাল। সে মশারি টাঙিয়ে মশারির ভেতর ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ করে সে বুঝতে পারে কে যেন তাদের ঘরে ঢুকে আলো নিভিয়ে দিয়েছে। তার বিছানায় গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে তার ওপর দৈহিক নির্যাতন শুরু করেছে। যাতে চিৎকার না করতে পারে তাই তার মুখ এক হাত দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে বলেও অভিযোগ গৃহবধূর। মিতা রানী পাল ছটফট করতে থাকলে তাকে আক্রমণকারীর হাতে একের পর এক কামরাতে শুরু করে। গৃহবধূর চিৎকার শুনতে পেয়ে আশপাশের মানুষ ছুটে আসলে আক্রমণকারী অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় মিতা রানী পালকে ধর্মনগরের উত্তর জেলা হাসপাতালে রাতেই নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে সে ধর্মনগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। ধর্মনগর থানা থেকে পুলিশ এসে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে। দুর্গাপূজার প্রাক মুহুর্তে এরূপ ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

তৃণমূলের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনয়া, ৫ অক্টোবর।। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকট তৃণমূল কংগ্রেস দলের ডেপুটেশন প্রদান, একের পর এক জেলার বিভিন্ন অফিসগুলো বিলোনিয়া জেলা সদর থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে অন্য স্থানে জেলা সদর বিলোনিয়া হয়েও বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত বিলোনিয়ার সাধারণ জনগণ, শহরের এলাকার মধ্যে যেন জেলার বিভিন্ন অফিসগুলো তৈরি করার দাবিতে বিলোনিয়া তৃনমূল কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে চার জনের এক প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসকের নিকট ,তারা বলেন দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক কায্যালয় এবং জেলা পুলিশ সুপারের অফিস মির্জাপুর থেকে স্থানান্তরিত করে কিল্লা মুড়াতে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে তা যেন না হয়, তাদের দাবি বিলোনিয়া টাউন হলের সামনে সরকারি জায়গাতে যেন অফিস বাড়ি নির্মাণ করা হয়, এই দাবিতে জেলাশাসকের সাথে সাক্ষাৎ করে দাবির স্মারক লিপি জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ এ র হাতে তুলে দেন প্রতিনিধি দলটি, তারা জানান জেলাশাসক দাবির যুক্তিকতা স্বীকার করেন এবং বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন বলে তাদের আশ্বস্ত করেন, এই দিনের ডেপুটেশনে প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃনমূল কংগ্রেসের নেতা দীলিপ চৌধুরী, তৃণমূল কংগ্রেস দলের রাজ্য নেতৃত্ব বাদল মল্লিক, সহ অন্যান্য নেতৃত্বেররা।

দিল্লিতে সাংবাদিক হেনস্তা ও গ্রেপ্তার

ইয়েচুরির বাড়িতে পুলিশি তল্লাশির প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। দিল্লিতে সাংবাদিকদের হেনস্তা ও গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বিক্ষোভ দেখালো বিলোনিয়ার বামপন্থীরা। পাশাপাশি সিপিআইএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরির বাড়িতে পুলিশের তল্লাশির বিরুদ্ধেও ধিক্কার জানিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে এদিন। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন হয় সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে। সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয় থেকে মিছিল সংগঠিত করে জমায়েত হয় জেলা জন গ্রন্থাগারের সামনে। বিক্ষোভস্থলে দাঁড়িয়ে সিপিআইএম নেতা কর্মী সমর্থকরা স্লোগান তুলেন। আলোচনা রাখতে গিয়ে সিপিআইএম মহকুমা সম্পাদক তাপস দও বলেন আমাদের দেশের সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যখন স্বৈরাচারী পদক্ষেপ গ্রহন করছে তেমনি দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহন করছে। দুর্নীতি আর স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে একের পর এক সাংবাদিকদের হেনস্তা করা হচ্ছে। সাংবাদিকদের হেনস্তা মানে গনতন্ত্রের উপর আক্রমণ বলে উল্লেখ করেন তিনি এদিন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয় এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে।

তিনি আরো বলেন আন্দোলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচীতে সকল অংশের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন। এদিনের বিক্ষোভস্থলে নেতৃত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য কমিটির সম্পাদক সুধন দাস, সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, সিপিআইএম বিলোনিয়া মহাকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত , দুই বিধায়ক দীপঙ্কর সেন ও অশোক মিত্র,শ্রমিক নেতৃত্ব বিজয় তিলক, ত্রিলোকেশ সিনহা,সিপিআইএম প্রবীণ নেতৃত্ব আইনজীবি জ্যোতির্ময় সোম সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এসডিও-র কাছে চিঠি বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। বামুটিয়া বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন রাস্তা পূজার আগে মেরামত করার দাবিতে সোচ্চার হলেন বিধায়ক নয়ন সরকার। বৃহস্পতিবার পূর্ত দপ্তরের এসডিওর নিকট এলাকার রাস্তা মেরামত করতে চিঠি দিয়েছেন বিধায়ক। তিনি দাবি করেছেন, নিজ বিধানসভা এলাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি রাস্তা দুর্গাপূজার আগে মেরামত করতে হবে। বামুটিয়া বিধানসভা এলাকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ইতিমধ্যেই চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন যাবত এই রাস্তাগুলোর মেরামতিতে হাত না পড়ায় প্রতিদিন সমস্যা সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারণ পথচারীরা। বিধায়ক নয়ন সরকার অভিযোগ করেন মানুষের যাতায়াতের এই দুর্ভোগ সমাধান করতে দপ্তর কোন ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে না। যার ফলে বিশেষ করে বৃষ্টির সময় নাজেহাল হতে হচ্ছে পথচারীদের। বৃহস্পতিবার পূর্ত দপ্তরের এসডিওকে দেওয়া চিঠিতে বিধায়ক দাবি করেন গান্ধীগ্রাম বাজার থেকে নরসিংগড়, বামুটিয়া থেকে দুর্গা বাড়ি ভায়া জলিলপুর রাঙ্গুটি-বামুটিয়া, নোয়াগাঁও থেকে ছেছুরিয়া ভায়া বাজালঘাট, বেড়ীমুড়া থেকে তালতলা, শালবাগান থেকে পটোনগর ন ভাইয়া বিএসএফ পাড়া এবং গান্ধীগ্রাম থেকে পশ্চিমপাড়া যাওয়ার রাস্তা গুলো অতিসত্বর মেরামত করতে। এখন দেখার বিধায়কের দাবিকে মান্যতা দিয়ে দপ্তর এই রাস্তাগুলো মেরামতিতে উদ্যোগ নেয় কিনা।

নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ অক্টোবর।। রাজ্যসরকার চাইছে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করতে। রাজ্যসরকারের উদ্দ্যেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে প্রতিনিয়ত কাজকরেযাচ্ছে দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং। গোপন খবরের ভিত্তিতে বিভিন্ন জায়গায় নেশাবিরোধী অভিযান চালিয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি। বৃহস্পতি বার কোয়াইফাং সাপ্তাহিক বাজার বার। এই সাপ্তাহিক বাজারে নেশাকারবারীদের দমনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহন করলো দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি। ওসি বকুল রিয়াং এর উদ্দ্যোগে কোয়াইফাং বাজারে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের মাধ্যমে কোয়াইফাং বাজার থেকে প্রায় ৫০ লিটার দেশী মদ সহ উত্তম মানিক ত্রিপুরা নামে এক ব্যাক্তিতে গ্রেপ্তার করাহয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে হাতে একটি মামলা নিলো দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি। ওসি বকুল রিয়াং এর এইধরনের অভিযানে খোবইখুশি কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের লোকজনেরা। ওসির এইধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারী থাকবে বলে জানাযায়।

বিশালগড়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ অক্টোবর।। বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটায় ৬২ তম আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস পালিত হয় বিশালগড় নতুন টাউন হলে প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড়সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন উপস্থিত অতিথি গণ ।উক্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমলাসাগর বিধানসভার বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব,বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ,বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, উচ্চতর শিক্ষা অধিকর্তা এন সি শর্মা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক মলয় ভৌমিক সহ শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা ।শিক্ষক দিবস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে জেলা সভাধিপতি বলেন শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড ।শিক্ষকরা জাতি গড়ার কারিগর। দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণে শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম। তিনি শিক্ষকদের অনুরোধ করে বলেন এখনো এমন কিছু ছাত্রছাত্রী আছে যারা অর্থনৈতিক কারণে পড়াশোনা করতে পারছেন না। তাদের কে চিহ্নিত করে তাদের সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আনা। তাছাড়া বর্তমান সরকার শিক্ষার মানোন্নয়নে ও ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক বিকাশে যে নতুন নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছেন সেগুলো সম্পর্কে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে অবগত করানো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষকদের পাশে অভিভাবক অভিভাবিকাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক হতে হবে বন্ধুত্বপূর্ণ। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস উপলক্ষে সিপাহীজলা জেলার বেশ কিছু শিক্ষককে তাদের কর্মজীবনের জন্য সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। আগামী দিনে শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

ট্রাক দুর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ অক্টোবর।। রাতাছড়া এলাকায় মালবাহী ট্রাক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছপ মনপাথর ফাঁড়ী থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্তে নেমেছেন। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বৃহস্পতিবার ভোর আনুমানিক ৩ ঘটিকায় শান্তির বাজার মহকুমার পতিছড়ীর রাতাছড়া এলাকায় টি আর ০৩ এফ ১৯৪০ নাম্বারের মালবাহী ট্রাক নিয়ন্ত্রন হারিয়ে জাতীয় সড়কের পাশ্ববর্তী এলাকায় গিয়ে পরে। এতে করে গাড়ির চালক ও সহ চালক গুরতর আহত হয়েছেন। আরও জানা যায় ট্রাকটি আগরতলা থেকে সাব্রুমের উদ্দ্যেশ্যে যাচ্ছিলো। পতিছড়ীর রাতাছড়া এলাকায় পোঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রয় হারিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দমকলবাহিনীরা তাঁদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালপ নিয়ে গিয়েছেন।

ইন্ডিয়ান ফার্মাসিস্ট এসোসিয়েশন ত্রিপুরা রাজ্য শাখার উদ্যোগে ড্রাগ সচেতনতা শিবির আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর: ইন্ডিয়ান ফার্মাসিস্ট এসোসিয়েশন ত্রিপুরা রাজ্য শাখার উদ্যোগে আয়োজিত ড্রাগ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

মূলত উমাকন্ত একাডেমিতে(ইংলিশ) এই শিবিরের মূল উদ্দেশ্য ১৫ থেকে

গাঁজা উদ্ধারের খবর করতে গিয়ে সাংবাদিকদের হেনস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ অক্টোবর।। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ বিশালগড় থানাধীন রামছড়া এলাকায় দিগ্বিজয় অধিকারীর বাড়িতে কাস্টমস ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তল্লাশি অভিযান চালায়। তাদের কাছে গোপন খবর ছিল দিগ্বিজয় অধিকারীর বাড়িতে নাকি প্রচুর পরিমাণে গাঁজা মজুত রাখা আছে। আগরতলা ডিভিশনের কাস্টম অফিসের সুপারেন্টেন্ড সুজাতা ধামের নেতৃত্বে এই তল্লাসী চালানো হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সংবাদ সংগ্রহ করতে যায় বিশালগড় মহকুমার দুই সাংবাদিক রাসেল আহমেদ ও কুমার গৌরব রায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে নিজেদের পেশাগত পরিচয় দিলে সাংবাদিকদের সাথে অভব্য আচরন শুরু করে কাস্টম সুজাতা ধাম। সেই মুহুর্তে মোবাইল ফোনে ক্যামেরা খুললে সুজাতা ধামের নির্দেশে সাংবাদিকদের উপর চড়াও হয় এক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। সাংবাদিকের হাত থেকে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে সাংবাদিকদের অশ্লীল ভাষায় গালী এবং ধাক্কা দিতে দিতে বাড়ি থেকে বের করে দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। জানা গেছে এদিনের তল্লাসীতে কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি কাস্টমস এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকরা। নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতেই সাংবাদিকদের উপর চড়াও হয়েছেন তারা। বাড়ির মালিক দিগ্বিজয় অধিকারী জানিয়েছেন এদিন তল্লাসী করতে গিয়ে তার ঘরের টাইলস ভেঙ্গে ঘরের ভিতর গর্ত খুরেছে কাস্টমস এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাছাড়া ঘরের আলমারি থেকে শুরু করে সমস্ত আসবাপপত্র ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। এর ক্ষতিপূরন দাবী করেছেন তিনি। এখন প্রশ্ন স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন কে অবগত না করে এমন তল্লাশি অভিযান চালিয়ে এভাবে সাংবাদিক হেনস্থা ।এই অভিযানের ফল হিসেবে অশ্বডিম্ব উদ্ধার করেন কাস্টমস অফিসার সুজাতা দাম। কর্মরত সাংবাদিকদের এভাবে হেনস্থা করার খবর প্রকাশিত হতে চারিদিকে ক্ষোভ প্রকাশিত হয় ।জানি যায় সাংবাদিক হেনস্থার এমন জঘণ্য ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আগামীকাল শুক্রবার বিশালগড় মহকুমার সাংবাদিক গণ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবেন।

গণধর্ষণ মামলায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে থানা ঘেরাও স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। গণধর্ষন মামলায় পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলে আমতলী থানা ঘেরাও করল স্থানীয়রা। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কিছুদিন আগে গনধর্ষন মামলার অভিযোগ করা হল আমতলি থানায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত কয়েক মাস আগে বাইপাসে কলেজ ছাত্রী গণধর্ষণ ও টাকা উদ্ধার মামলায় পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছিল। তবে মূল অভিযুক্ত এখনো পলাতক বলে অভিযোগ। সেই মামলার মূল অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ পাল, সে এখনও গ্রেফতার হয়নি। সে খোলা আকাশের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। তাই ধৃত ৩ যুবকের পরিজনরা এদিন আমতলী থানায় গিয়ে প্রসেনজিৎ পালকেও গ্রেফতারের দাবি জানান। তারা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তারা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেন পুলিশ মূল অভিযুক্তকে হাতের নাগালে পেয়েও তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছেনা। যদিও পুলিশ ওই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার আশ্বাস দিলে এলাকাবাসীরা থানা ঘেরাও মুক্ত করে।

দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৫ অক্টোবর।। বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দূর্গোৎসব। এই দূর্গোৎসবে যাতেকরে কোনোপ্রকার অপ্রতিকর ঘটনা নাঘটে ও পূজার কয়েকদিন সকলে যেন আনন্দের সহিত পরিবার আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে কাটাতে পারে তারই প্রয়াস চালিয়েযাচ্ছে শান্তির বাজার মহকুমা প্রসাশন। বৃহস্পতিবার শান্তির বাজার মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্যের উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে শান্তির বাজার মহকুমার সব কয়টি পূজা কমিটির সদস্যদের নিয়ে ও প্রসাশনিক আধিকারিকদের নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করাহয়। আজকের এই আলোচনাসভার মাধ্যমে কিভাবে পূজা পেন্ডেল নির্মান করাযায়, পূজা করার জন্য কোন কোন দপ্তরের অনুমোদন প্রয়োজন, কিভাবে কোনোপ্রকার অপ্রতিকর ঘটনাছারা পূজা সম্পূর্ন করাযাবে তানিয়ে আলোচনাকরাহয়। তারপাশাপাশি কোনো পূজা কমিটি যেন চাঁদা নিয়ে কোনোপ্রকারের জুলুম নাকরে তারজন্য করা বার্তা দিলেন মহকুমাশাসক। চাঁদার জুলুমের কোনোপ্রকারের অভিযোগ আসলে আইনিভাবে করা পদক্ষেপ গ্রহন করবেন বলে জানান মহকুমা শাসক। অপরদিকে বর্তমান সময়ে মেলেরিয়ার প্রাদুরভাব বৃদ্ধী পেয়েছে। কেউযাতে মেলেরিয়ায় আক্রান্ত নাহয় তার জন্য জনসন্মুখে কিছুবার্তা তুলে ধরলেন জেলার মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সুব্রত দাস। কিভাবে মেলেরিয়ার প্রাদুরভাব থেকে মুক্তি পাওয়াযায়, মেলেরিয়া থেকে মুক্তি পেতে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করাপ্রয়োজন ও কিভাবে মেলেরিয়ার সৃষ্টিহয় তানিয়ে সুন্দরভাবে সকলের সামনে কিছু বক্তব্য তুলে ধরলেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। সকলে আশাবাদী মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সুব্রত দাসের পরামর্শ অনুযায়ী চললে আসন্ন দূর্গা পূজায় সকলে সুস্থ থাকতে পারবে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের এইধরনের মূল্যবান পরামর্শ তুলেধরাতে সকলে উনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অপরদিকে আলোচনা সভায় মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সৌগত চাকমা উনার বক্তব্যের মাধ্যমে জানান পুলিশ সর্বদা সকলের পাশে রয়েছে। পূজায় কোনো লোকজন অসুবিধার সন্মুখিন হতে পুলিশ সাহায্যের হাত বারিয়ে দেবে। কোনপ্রকার অপ্রতিকর ঘটনা এরাতে অন্যান্য দিনেরন্যায় পুলিশ এগিয়ে আসবে এবং যাতেকরে কোনোপ্রকার অপ্রতিকর ঘটনা নাঘটে তারই প্রয়াস চালিয়ে যাবে আরক্ষা প্রসাশন। আজকের এই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, মহকুমার পুলিশ আধিকারিক সৌগত চাকমা, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সুব্রত দাস , বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণু চন্দ্র দাস, শান্তির বাজার থানায় এস আই সুজিত দাস, জোলাইবাড়ী ব্লকের বিডিও মানস ভট্টাচার্য্য, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা সহ অন্যান্যরা। আজকের এই আলোচনাসভা স্বার্থকহয়েছে বলে জানান মহকুমাশাসক।

দশমীতে মৎস্য দপ্তরের কাউন্টারে থাকবে কমদামে ভাল মাচ ঃ মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। রাজ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য দপ্তর বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে দপ্তর কাজ করছে। মৎস্যচাষিদের সার্বিক কল্যাণে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের গৃহীত পরিকল্পনাগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়ণের ফলে সাফল্য আসছে। আজ গোর্খাবস্তিস্থিত মৎস্য দপ্তরের কনফারেন্সহলে মৎস্য দপ্তরের রাজ্যভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। পর্যালোচনা সভায় মৎস্য দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্রা, অধিকর্তা মোসলেমউদ্দীন আহমেদ, ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম অধিকর্তা সুভাষ সিং জমাতিয়া, বিভিন্ন জেলা ও মহকুমার মৎস্য তত্ত্বাবধায়কগণ, মৎস্য সম্পসারণ আধিকারিকগণ, প্রকৌশলীগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যালোচনা সভায় মৎস্যমন্ত্রী বলেন, গত এপ্রিল মাসে দপ্তরের এরূপ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গত পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কতটুকু রূপায়ণ করা গেছে ও সাফল্য পাওয়া গেছে তা খতিয়ে দেখতে আজকের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকারি জলাশয় ও হ্যাচারীগুলিতে অধিক মৎস্যচাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। মৎস্যচাষিদের উৎসাহিত করতে নলেজ সেন্টারগুলিকে কাজে লাগতে হবে। তিনি দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়মিত ফিল্ড ভিজিট করার নির্দেশ দেন। মৎস্যমন্ত্রী বলেন, সামনেই দুর্গোৎসব। দশমীর দিন রাজ্যের মানুষ মৎস্য দপ্তরের কাউন্টার থেকে কম দামে যাতে ভাল মাছ ক্রয় করতে পারেন এজন্য দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে। গত পয়লা বৈশাখ ও জামাই ষষ্ঠীর দিনও দপ্তর এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। পর্যালোচনা সভায় মৎস্য দপ্তরের অধিকর্তা মোসলেমউদ্দীন আহমেদ জানান, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় রাজ্যে মাছ চাষ ও পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৪৩ কোটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।